পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের
মাঝে এক অপরূপ
ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 307 Saturday, 11 October, 2025 ✱ ৩০ বর্ষ, ৩০৭ সংখ্যা ✱ ২৪ আশ্বিন ১৪৩২, শনিবার, ১১ অক্টোবর ২০২৫ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

‘ভোটের আগে বিজেপির ফন্দি’

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১০ অক্টোবরঃ নদিয়ার দুই বাসিন্দাকে এনআরসি নোটিস পাঠানো নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন কৃষ্ণনগরের তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র। তিনি অভিযোগ করেছেন, নোটিসটি বেআইনিভাবে জারি করা হয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি লিখেছেন, ‘ভোটের আগে বিজেপির নতুন ফন্দি।’ নদিয়ার দুই নাগরিক এনআরসি নোটিস পেয়েছেন পুজোর

পরপর। বৃহস্পতিবার নবান্ন থেকে তা নিয়ে সুর চড়ান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বলেন, ‘‘এসআইআরের নামে কেন এনআরসি নোটিস পাঠাল? কোন অধিকারে বাংলার মানুষকে অসম সরকার এই নোটিস পাঠাচ্ছে? সামনে এসআইআর আর পিছনে কী? এনআরসি করবেন গায়ের জোরে? পারবেন না কোনওদিন। এসআইআরের নামে ভোট কাটার ষড়যন্ত্র। কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলিকে গৈরিকীকরণের চেষ্টা চলছে।’’ একই অভিযোগে সরব হলেন সাংসদ মহুয়াও। তিনি বলেন, ‘‘অসম সরকার বেআইনিভাবে নদিয়ার দুই বাসিন্দাকে এনআরসি নোটিস পাঠিয়েছে। অসম সরকারের এটা করার কোনও অধিকার নেই। ভোটের আগে ভয়ের পরিবেশ তৈরির ফন্দি বিজেপির।’’ প্রসঙ্গত, চলতি মাসের ৩ তারিখ অসম থেকে এনআরসির চিঠি আসে নদিয়ার ধুবুলিয়ায়। সঞ্জু শেখ ও আরশাদ শেখ নামে দুই যুবক নোটিস পান। প্রশ্ন উঠেছে, তাঁদের অসমের সঙ্গে কী সম্পর্ক? পনেরো বছর আগে ওই এলাকায় কয়েকজন যুবক অসমে পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে গিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন সঞ্জু ও আরশাদ। পনেরো দিনের কাজ শেষে তারা ফিরে আসেন। এতবছর পর আচমকা এই নোটিস শ্রমিক পরিবারকে চমকে দিয়েছে। পরিবার দাবি করছে, সংখ্যালঘু হওয়ায় এই কাজ পরিকল্পনামাফিকভাবে করা হয়েছে বিজেপির পক্ষ থেকে।

বাংলায় ‘নিয়মবহির্ভূত’ ইআরও নিয়োগের অভিযোগ শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ অক্টোবরঃ পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনী পদে নিয়োগ নিয়ে নতুন বিতর্ক। রাজ্যের একাধিক জেলায় নির্বাচনী নিবন্ধন আধিকারিক পদে নিয়ম ভেঙে নিয়োগ হয়েছে বলে অভিযোগ তুললেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শুক্রবার এক্স-এ পোস্ট করে শুভেন্দু দাবি করেন, রাজ্যের বহু জেলাশাসক জুনিয়র অফিসারদের ইআরও পদে নিয়োগ করেছেন, যা সরাসরি নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা লঙ্ঘন। তাঁর বক্তব্য, ‘‘এভাবে সিনিয়র ডব্লবিসিএস আধিকারিকদের এড়িয়ে জুনিয়রদের নিয়োগ দেওয়া হয়েছে, যা ইলেকশন কমিশনের স্পষ্ট নির্দেশের পরিপন্থী।’’ শুভেন্দুর অভিযোগ, মোট ২২৬টি নিয়োগ হয়েছে কমিশনের নির্ধারিত মানদণ্ড উপেক্ষা করে। তিনি বলেন, ‘‘এই ধরনের অনিয়ম আমাদের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার সততা ও স্বচ্ছতাকে প্রশ্নের মুখে ফেলে দিচ্ছে।’’ বিরোধী দলনেতা জানান, নির্বাচন কমিশনের সাম্প্রতিক নির্দেশে স্পষ্ট বলা হয়েছে, এসডিও, এসডিএম বা আরডিও পদমর্যাদার আধিকারিকরাই ইআরও হিসেবে নিযুক্ত হতে পারেন। সেই নিয়ম লঙ্ঘন করেই পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় নিয়োগ হয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। টুইটে শুভেন্দু লেখেন, ‘‘আমি নির্বাচন কমিশনকে অনুরোধ করছি, পশ্চিমবঙ্গে এই নির্দেশ কঠোরভাবে কার্যকর করা হোক। যেন দ্রুত সংশোধন ও পুনর্নিয়োগের মাধ্যমে নির্বাচনী প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা বজায় রাখা যায়।’’ তিনি আরও জানান, তিনি কয়েকজন ইআরও-র নাম ও বিবরণ (যাঁরা যোগ্যতার মানদণ্ড পূরণ করেন না) নির্বাচন কমিশনের কাছে পাঠিয়েছেন উদাহরণ হিসেবে। অন্যদিকে, নির্বাচন কমিশন বিএলও-দের বৈঠকে স্পষ্ট জানিয়ে রেখেছে, বাংলায় এসআইআর হলে একজনও বৈধ ভোটারের নাম

তালিকা থেকে বাদ যাবে না। পাশাপাশি কোনও অবৈধ ভোটারের নাম ভোটার তালিকায় থাকবে না। এক্ষেত্রে কোনও ভুল হলে তার দায় বর্তাবে বিএলও-দের ওপর। আবার, বাগদার বিজয়া সম্মিলনীর অনুষ্ঠানে যোগদান করে এসআইআর প্রসঙ্গ তুলে তৃণমূল সাংসদ পার্থ ভৌমিকও সুর চড়া করেছে। বৈধ ভোটারের নাম বাদ গেলে এলাকার বিজেপি নেতাদের আটকে রাখার নিদান দিইয়েছেন তিনি। শুধু তাই নয়, মমতা-অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বাংলায় আগুন জ্বলবে বলেও হুঁশিয়ারি দিয়ে রেখেছেন পার্থ। বৃহস্পতিবার পূর্ব মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম ও বাঁকুড়ার প্রায় সাড়ে চারশো বুথ লেভেল অফিসার বা বিএলও-দের নিয়ে বৈঠক করে নির্বাচন কমিশন। সূত্রের খবর, সেখানে পশ্চিমবঙ্গের দায়িত্বপ্রাপ্ত ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার পরিষ্কার জানিয়ে দেন, একজন বৈধ ভোটারের নাম যেমন তালিকা থেকে বাদ যাবে না, তেমনই কোনও অবৈধ ভোটারের নাম ভোটার তালিকায় রাখা যাবে না। এক্ষেত্রে কোনও ভুল হলে তার দায় বর্তাবে বিএলও-দের ওপরেই।

মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির সামনে এয়ার গান নিয়ে ঘুরছিলেন ডন বস্কো স্কুলের শিক্ষক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ অক্টোবরঃ মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির অদূরেই কালীঘাট থানার সামনে থেকে অস্ত্র-সহ ধরা পড়েন এক যুবক। শুক্রবার এই ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায়।

তাঁর কাছ থেকে একটি এয়ার গান উদ্ধার হয়েছে। পুলিশ ওই যুবককে আটক করে কালীঘাট থানায় নিয়ে যায়। জানা যায়, ওই যুবকের নাম দেবাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়। তাঁর বাবার নাম নীহাররঞ্জন চট্টোপাধ্যায়। তিনি সল্টলেকেরই বাসিন্দা। তবে তিনি এয়ার গান নিয়ে কেন ওই এলাকায় ঘোরাফেরা করছিলেন? কেনই বা তাঁর ব্যাগে বন্দুক ছিল? কালীঘাট থানায় পুলিশের প্রশ্নের উত্তরে দেবাঞ্জন জানান, তিনি পেশায় একজন শিক্ষক। ডন বস্কো স্কুলে শিক্ষকতা করেন। পাশাপাশি তিনি শ্রীরামপুর রাইফেল ক্লাবের সঙ্গেও যুক্ত। সে কারণেই তাঁর ব্যাগে এয়ার গান রাখা ছিল। পুলিশ সূত্রে জানা দিয়েছে, কালীঘাট থানার আশপাশেই দেবাঞ্জন ইতঃস্তত ঘোরাফেরা করছিলেন। সন্দেহজনক লাগায় তাঁকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তল্লাশি চালিয়ে তাঁর ব্যাগ থেকে এয়ারগান উদ্ধার হওয়ায় সন্দেহ আরও দানা বাঁধে। তাতেই আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ। যদিও পরে দেবাঞ্জনকে ছেড়ে দেয় পুলিশ। প্রসঙ্গত, ২০২৩ কালীঘাটে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির কাছে অস্ত্র-সহ এক যুবক ধরা পড়ে। কালীঘাটে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির রাস্তা থেকে ওই যুবককে আটক করেছে পুলিশ। তাঁকে কালীঘাট থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কলকাতার তৎকালীন পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল জানিয়েছিলেন, আদৌ যুবকের কী উদ্দেশ্য ছিল, সেটাই মূল ব্যাপার। সেদিন যে সময়ে ওই যুবককে ধরা হয়, তখন মুখ্যমন্ত্রী নিজের ঘরেই ছিলেন বলে জানা গিয়েছিল। ধর্মতলায় তৃণমূলের একুশে জুলাইয়ের সমাবেশের মঞ্চে আর কিছু ক্ষণের মধ্যেই যোগ দেওয়ার কথা ছিল তাঁর। তার আগেই তাঁর বাড়ির গলির ভিতর ঢোকার চেষ্টা করতে গিয়ে ধরা পড়েন ওই যুবক। এই ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছিল। তারও আগে কয়েক বছর আগে এক যুবক মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির পাঁচিল টপকে ভিতরে ঢুকে গিয়েছিল। পরে ওই যুবকের পরিবারে খোঁজ নিয়ে পুলিশ জানতে পারে, তিনি মানসিক ভারসাম্যহীন।

হাওয়া অফিস বলছে ৪ দিনেই বড়সড় হওয়া বদল বাংলায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ অক্টোবরঃ শেষবেলাতেও বিধ্বংসী ব্যাটিং বর্ষার। হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস বলছে সপ্তাহান্ত থেকেই বৃষ্টির পরিমাণ অনেকটাই কমবে। একইসঙ্গে কমবে জলীয় বাষ্পের দাপট। শুষ্ক হবে বাতাস। কিন্তু শুক্রবার দুপুরেই যেন অকাল সন্ধ্যা নামল বাংলার বড় অংশে। কালো মেঘে ঢাকল কলকাতার আকাশ। সঙ্গে তুমুল বৃষ্টি। হাওড়া থেকে হুগলি, পূর্ব মেদিনীপুর সর্বত্রই একই ছবি। দুপুর থেকে বৃষ্টির জেরে জলমগ্ন উত্তর কলকাতার বেশ কয়েকটি জায়গা। সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ, গিরিশ পার্ক, ঠনঠনিয়া কালীবাড়ি সব জায়গাতেই জল ছবি। দক্ষিণ কলকাতার কিছু জায়গায় জমলেও সন্ধ্যার পর তা ধীরে ধীরে নামতে শুরু করেছে। যে বৃষ্টি হচ্ছে তার কারণ অবশ্য দক্ষিণ বাংলাদেশ ও সংলগ্ন এলাকার উপরে থাকা ঘূর্ণাবর্ত। ওড়িশা থেকে তামিলনাড়ু পর্যন্ত রয়েছে নিম্নচাপ অক্ষরেখা। সে কারণেই শনিবার পর্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সতর্কতা থাকছে। বৃষ্টি হতে পারে উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রামে। বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাসের দেখা মিলতে পারে। এদিকে আবহাওয়া দফতর বলছে আগামী চারদিনের মধ্যেই বাংলা থেকে বর্ষা বিদায়ের পর্ব পাকাপাকিভাবে শুরু হয়ে যাবে।

এবার টোটোতেও নম্বর প্লেট, ৩০ নভেম্বরের মধ্যে রেজিস্ট্রেশন না করলে রাস্তায় ‘নো’ এন্ট্রি’

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ অক্টোবরঃ এবার টোটোতেও থাকবে নম্বর প্লেট। অনিয়ন্ত্রিত টোটোর দৌরাত্ম্য ঠেকাতেই রাজ্য সরকারের বড়সড় সিদ্ধান্তের কথা জানালেন পরিবহন মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী। আপাতত অস্থায়ী এনরোলমেন্ট নম্বরের মাধ্যমে নম্বর প্লেট দেওয়া হবে বলে জানা যাচ্ছে। নম্বর প্লেটে থাকছে কিউআর কোড। রাজ্যে যত টোটো রয়েছে তাদের সব ক’টাকেই এই অস্থায়ী এনরোলমেন্ট নম্বর দিয়ে রেজিস্ট্রেশনের আওতায় আনা হবে। সিদ্ধান্ত হয়েছে এমনটাই। তবে মোট কত লক্ষ টোটো চলে সেই পরিসংখ্যান এখনও সামনে আসেনি। জানা নেই পরিবহন দফতরের। এদিকে টোটো দৌরাত্ম্য নিয়ে প্রায়শই রাজ্যের নানা প্রান্ত থেকে উঠে এসেছে লাগাতার অভিযোগ। বেলাগাম টোটো নিয়ে তীব্র আপত্তি অটো চালকদেরও। ক্ষুব্ধ বাস চালকেরও। এদিকে ইতিমধ্যেই গোটা রাজ্যই বহু মানুষের জীবন-জীবিকার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসাবে উঠে এসে এই টোটো। লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবিকার অন্যতম মাধ্যম যেহেতু এই টোটো তাই বন্ধ করতে নিষেধ

করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাই নতুন পদক্ষেপের পথে হাঁটতে চাইছে পরিবহন দফতর। এমনটাই জানাচ্ছেন পরিবহন মন্ত্রী। তবে একইসঙ্গে টোটোর অবাধ যাতায়াতের ফলে যে বেলাগাম যানজট তৈরি হচ্ছে, নাগরিকদের সীমাহীন সমস্যাও হচ্ছে তাও মানছেন মন্ত্রী। মন্ত্রী বলছেন, এবার টোটোকে শৃঙ্খলার মধ্যে আনার কাজ শুরু হল। কিউ আর কোড দেওয়া স্টিকার লাগানো হবে টোটোর গায়ে। চিহ্নিতকরণের কাজ শেষ হওয়ার পর টোটোগুলি চলাচলের রাস্তা বেছে দেওয়া হবে। এর জন্য ডেডলাইনও ঠিক হয়ে গিয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। একযোগে মাঠে নামবে পুলিশ, পরিবহন দফতর, ইউনিয়নগুলি। ১৩ অক্টোবর থেকে ১৩ নভেম্বরের মধ্যে চিহ্নিতকরণের প্রক্রিয়া শেষ হবে। প্রক্রিয়াটি অনলাইনের পাশাপাশি কিছু সরকারি সহায়তা কেন্দ্র থেকেও করা যাবে বলে জানা যাচ্ছে। রেজিস্ট্রেশন কমপ্লিট হওয়ার পর আর অন্য কোনও টোটোকে রাস্তায় নামার অনুমতি দেওয়া হবে না। ৩০ নভেম্বরের মধ্যে নাম রেজিস্ট্রেশন করানো বাধ্যতামূলক বলেও ঠিক হয়েছে। যারা করবেন না তাদের টোটো রাস্তায় চলতে দেওয়া হবে না। একইসঙ্গে রাজ্যকে অন্ধকারে রেখে ভবিষ্যতে আর কোনও লোকাল ভেন্ডার বা ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি টোটো তৈরি বা বিক্রি করতে পারবে না। রেজিস্ট্রেশনের জন্য দিতে হবে ১০০০ টাকা। ৬ মাস পর থেকে প্রতি মাসে ১০০ টাকা অর্থা ১২ মাসে ১২০০ টাকা দিতে হবে। তাদের বিমার আওতাতেও আনা হবে বলে জানা যাচ্ছে। এখানেই শেষ নয়। সূত্রের খবর, সব টোটো নম্বর পেয়ে গেলে ভবিষ্যতে রাস্তায় অড নম্বর এবং ইভেন নম্বরের ভিত্তিতে অল্টারনেটিভ দিনে টোটোগুলিকে রাস্তায় নামানোর পরিকল্পনা রয়েছে পরিবহন দফতরের। ২০২৬ সালের জানুয়ারি মাসেই এই বিধি বলবৎ করার চিন্তাভাবনা। পুরো কাজ চলবে সংশ্লিষ্ট পুরসভা ও স্থানীয় থানার তত্ত্বাবধানে।

‘ভোট এলেই ওরা এরকম করে’

বাড়ি, রেস্তরাঁয় ইডি হানা দিতেই বললেন মন্ত্রী সুজিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ অক্টোবরঃ সল্টলেকের অফিস, সাউথ দমদমের গোলাঘাটার বেঙ্গল ধাবা, কোনও কিছুই বাদ নেই। শুক্রবার সকাল থেকেই রাজ্যের মন্ত্রী সুজিত বসুকে স্ক্যানারে রাখে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। পাশাপাশি নাগেরবাজার এলাকায় এক কাউন্সিলরের বাড়িতেও তল্লাশি চালানো হয়। ঠনঠনিয়ার একটি করছে। কারণ এখানে ওদের লোকজন কিছু নেই। ওরা ওদের মতো কাজ করুক।’’ সকাল ৬টা নাগাদ নানা জায়গায় পৌঁছে যান ইডি আধিকারিকরা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে চলে জিজ্ঞাসাবাদ। লেকটাউনে নিতাই দত্তর বাড়িতেও যান ইডি আধিকারিকরা। প্রসঙ্গত, সুজিত বসু দক্ষিণ দমদম পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান থাকাকালীন এই নিতাই দত্ত তাঁর আপ্ত সহায়ক ছিলেন। কাটতেই শুক্রবার সকাল থেকে কলকাতার ১০টি জায়গায় ইডির অভিযান শুরু হয়। যা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে তৃণমূল। কুণাল ঘোষ বলেছেন, ‘‘সিবিআই, ইডি বা এনআইএ-তে অনেক দক্ষ অফিসার আছেন। কিন্তু এদের অর্গানাইজেশনের ক্রেডিবিলিটি এখন প্রশ্নের মুখে পড়ে গেছে। অবস্থা এমন হয়েছে, এরা মুভ করতে শুরু করলেই লোকে বুঝতে

বাড়িতেও গিয়েছেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকেরা। তল্লাশি চলে শরৎ বোস রোড, নিউ আলিপুরের একাধিক ঠিকানাতেও। যদিও ইডির এই অভিযানকে খুব একটা গুরুত্ব দিচ্ছেন না সুজিত। সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মন্ত্রী বলেন, ‘‘ভোটের আগে আগেই এরকম অভিযান হয়। বেশি হয় যারা দলে অ্যাক্টিভলি কাজ করেন তাঁদের বাড়ি-অফিসে। দক্ষিণ দমদম পৌরসভায় নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে নিয়ে আগেও তল্লাশি হয়েছে। বাড়িতে এসেছে। কিছু তো পায়নি। আবার আসছে। আমার মনে হয়, এই জায়গাটা বিশেষ করে টার্গেট নাগেরবাজারে এক চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট দীপক দে এবং কাঁকুড়গাছিতে এক অডিটর সঞ্জয় পোদ্দারের বাড়িতেও চলছে জিজ্ঞাসাবাদ। পুর নিয়োগ দুর্নীতিতে যে সব কোম্পানির নাম উঠে এসেছে, তাদের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে এই সব ব্যক্তির নামও। সেই সূত্রেই তাঁরাও এখন ইডির আতশ কাচের তলায়। বস্তুত, বৃহস্পতিবার হুঁশিয়ারির সুরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, ‘‘যদি মনে করেন, এজেন্সিকে দিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে অ্যাকশন নেবেন, উই আর রেডি টু রিঅ্যাকশন।’’ মুখ্যমন্ত্রীর সেই হুঁশিয়ারির ২৪ ঘণ্টা কাটতে না পারে, তার পিছনে বিজেপির কোনও উদ্দেশ্য রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে বহু তদন্ত পড়ে আছে। এদিকে বিজেপি কোনও হুঙ্কার দিলেই জেগে ওঠে। এরা যেন তৃণমূলের হেনস্থা করতেই বিজেপির ইয়েস ম্যান হিসেবে কাজ করে। বিজেপি এদের বিশ্বাসযোগ্যতাই নষ্ট করে দিয়েছে। যে কাউকে জিজ্ঞেস করুন, বলবে, ভোট আসছে বলেই এরা সক্রিয় হয়েছে। স্বশাসিত সংস্থাগুলোর এভাবেই সর্বনাশ করে দিয়েছে বিজেপি। এই নিয়ে দলগতভাবে কোনও প্রতিক্রিয়া দেখানো হবে কিনা, সেটা দলের নেতৃত্ব ঠিক করবেন।’’

কাবুলে আবার খুলছে ভারতীয় দূতাবাস

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১০ অক্টোবরঃ ঘুম ছুটছে পাকিস্তানের। আফগানিস্তানের সঙ্গে ভারতের আবার সুসম্পর্ক তৈরি হচ্ছে। আর এই সম্পর্কেরই প্রথম ধাপ হিসাবে আফগানিস্তানের সঙ্গে পুনরায় সম্পূর্ণ কূটনৈতিক সম্পর্ক চালু করছে ভারত। তালিবানের হাতে আফগানিস্তান দখল হয়ে যাওয়ার পর সেখানে ভারতীয় দূতাবাস বন্ধ রাখা হয়েছিল। কাবুল দূতাবাস পুনরায় চালু করা হবে। ভারতে এসেছেন আফগানিস্তানের বিদেশমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকি। আজ, শুক্রবার (১০ অক্টোবর) বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর দেখা করেন তাঁর সঙ্গে। সেখানেই দূতাবাস চালু করার কথা বলেন বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্কর। তিনি বলেন, ‘‘অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে আমরা কাবুলে ভারতের টেকনিক্যাল মিশনকে ভারতীয় দূতাবাসের স্টেটাসে আপগ্রেড করছি...ভারত আফগানিস্তানের সার্বভৌমত্ব, সীমান্তগত অখণ্ডতা ও স্বাধীনতা বজায় রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।’’ আফগানিস্তানে পালাবদলের পর বিগত ৪ বছর ধরে কাবুলে দূতাবাসের বদলে ‘টেকনিক্যাল মিশন’ চালাচ্ছিল। ছোট শহরগুলিতে অন্যান্য দেশের নাগরিকদের উদ্ধার করে আনা হয়েছিল। সেই সময় কাবুলে ভারতীয় দূতাবাস বন্ধ হয়ে যায়। তালিবান সরকার প্রতিষ্ঠার পর ভারতীয় দূতাবাসে একটি টেকনিক্যাল টিম পাঠানো হয়, তাও

কনস্যুলেট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। ২০২১ সালের ১৫ আগস্ট যখন আফগানিস্তান ও তালিবানের সংঘর্ষ তুঙ্গে, সেই সময় ভারত দুটি সি-১৭ বিমান পাঠিয়ে সে দেশে আটকে থাকা ভারতীয় ও ১০ মাস পর। এদিকে, ভারতের পাশে দাঁড়িয়েছে আফগানিস্তানও। আফগান বিদেশমন্ত্রী মুত্তাকি স্পষ্ট জানিয়েছেন, তালিবান তাদের মাটিকে ভারতের উপরে হামলা করার জন্য ব্যবহার করতে দেবে না।

এবার সরাসরি মমতাকে চ্যালেঞ্জ বিরোধী দলনেতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ অক্টোবরঃ বৃহস্পতিবার রাতেই রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়ালের নিরাপত্তায় কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের দাবি করেছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। এবার সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ বিধানসভার বিরোধী দলনেতার। শুভেন্দুর সাফ কথা, মনোজ আগরওয়ালের বিরুদ্ধে যে ভাষা মমতা প্রয়োগ করেছেন তা গণতন্ত্রণের পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক। সে কারণেই সরাসরি এবার নির্বাচন কমিশনের কাছে অভিযোগ দায়ের। বৃহস্পতিবার এসআইআর নিয়ে একরাশ উদ্বেগ প্রকাশ করে কমিশনের তুলোধনা করেন মমতা। তাঁর সাফ কথা, এসআইআরের নামে আদপে এনআরসি করার চক্রান্ত করছেন। তোপের পর তোপ দাগতে দেখা যায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহের বিরুদ্ধে। সেই সময়ই কমিশনের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে বলেন, ‘‘এখানে যিনি রাজ্য থেকে গিয়েছেন, তাঁর বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ আছে। সেগুলি সময় হলে বলব। আশা করি তিনি বেড়ে খেলবেন না। তিনি বড্ড বেশি অফিসারদের থ্রেট করছেন। এদিকে তিনি নিজেই দুর্নীতির অভিযোগে বিদ্ধ।’’ যদিও শুভেন্দুর সাফ কথা মমতা যে ভাষা প্রয়োগ করেছেন তা নির্বাচন কমিশনকে হুমকি দেওয়ার নামান্তর। এরপরই তাঁর সংযোজন, ‘‘আমি এটাকে রাজনৈতিক ভাষাও বলব না। গুন্ডাদের ভাষা বলব।’’ এদিন সাংবাদিক বৈঠকে শুভেন্দু বলেন, ‘‘মনোজ আগারওয়ালের বিরদ্ধে কী তথ্য আছে তা পশ্চিমবঙ্গের জনগণ জানতে চায়, আমরা প্রধান বিরোধী দল জানতে চাই। আমরা জানতে চাই কোন কোন আধিকারিককে কীভাবে তিনি ধমকেছেন। সেই আধিকারিকের নাম প্রকাশ করুন। এই আধিকারিককে দিয়ে দরকার নির্বাচন কমিশনের কাছে অভিযোগ করুন। আমরা তাঁর নাম পদ জানতে চাই। তিনি বিএলও, না বিডিও না ম্যাজিস্ট্রেট, না এসডিও না এডিএম আমরা এটা জানতে চাই।’’ এদিন লাগাতার রাজ্যের আমলাদের বিরুদ্ধে একগুচ্ছ দুর্নীতির অভিযোগ তুলে সরবও হতে দেখা যায় তাঁকে। মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে কার্যত চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে বলেন, ‘‘আপনি যদি সোমবারের মধ্যে এই সমস্ত অভিযোগ তথ্য-প্রমাণ দিয়ে সামনে না আনেন তাহলে ধরে নেব আপনি এসআইআর নিয়ে ভয় পেয়েছেন। ক্ষমতা হারানোর ভয় পেয়েছেন। সোমবারের মধ্যে মনোজ আগারওয়ালের দুর্নীতি প্রকাশ করতে না পারলে আপনার আইএএস, আইপিএস অফিসারদের, সিএমও-র স্টাফদের সিরিজ অফ দুর্নীতির কথা আমরা বলব।’’ উল্লেখ্য, গতকাল এক্স হ্যান্ডেলে দেশের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের নজরে এনে শুভেন্দু লিখছেন, ‘গভীর উদ্বেগের সঙ্গে আমি ভারতের মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এ রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের (সিইও) বিরুদ্ধে যে স্পষ্টতই হুমকি দিয়েছেন। সিইও-এর বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ তুলেছেন, দুর্নীতির অভিযোগ এনেছেন।

ট্রাম্পের স্বপ্নভঙ্গ! নোবেল শান্তি পুরস্কার পেলেন মারিয়া কোরিনা মাচাদো

সংবাদ সংস্থা, স্টকহোম, ১০ অক্টোবরঃ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কি এবছর নোবেল শান্তি পুরস্কার পাবেন? গত কিছুদিন ধরেই এই নিয়ে জল্পনা চলছিল। কিন্তু, ট্রাম্পের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ল না। এবার নোবেল শান্তি পুরস্কার পেলেন ভেনেজুয়েলার নেত্রী মারিয়া কোরিনা মাচাদো। তিনি ভেনেজুয়েলার আইরন লেডি হিসেবে পরিচিত। গণতান্ত্রিক অধিকার নিয়ে লড়াইয়ের জন্য তাঁকে শান্তিতে নোবেল দেওয়া হল। গত বছর ভেনেজুয়েলার নির্বাচনে ব্যাপক র‍্যাগিংয়ের অভিযোগ ওঠে বর্তমান প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোর বিরুদ্ধে। ওই নির্বাচনের পর থেকে অজ্ঞাতবাসে রয়েছেন মারিয়া। তবে তাঁকে টাইম ম্যাগাজিন ২০২৫ সালের ১০০ প্রভাবশালী ব্যক্তির তালিকায় রেখেছে। গত কয়েকমাসে নোবেল শান্তি পুরস্কার তাঁর পাওয়া উচিত বলে ট্রাম্প বারবার দাবি করেছেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট দাবি করেন, ‘আটটি যুদ্ধ’ থামানোর জন্য তাঁরই

নোবেল শান্তি পুরস্কার পাওয়া উচিত। তবে নোবেল কমিটি মারিয়াকে বেছে নেওয়ায় রিপাবলিকানরা খুব বেশি দুঃখিত হবেন না বলে মনে করা হচ্ছে। কারণ, গত কয়েকমাসে মাদুরোর বিরুদ্ধে ড্রাগ পাচার নিয়ে সরব হয়েছেন। এবং দুই দেশের কূটনৈতিক সম্পর্কও থমকে গিয়েছে। ট্রাম্প ভেনেজুয়েলায় সরকার পরিবর্তন করতে চাইছেন কি না, তা নিয়েও জল্পনা ছড়ায়। এদিন মারিয়ার নাম ঘোষণা করতে গিয়ে নোবেল কমিটি জানায়, ভেনেজুয়েলার মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য নিরন্তর কাজ করে গিয়েছেন বছর আটান্নর মারিয়া। একনায়কতন্ত্র থেকে দেশকে শান্তিপূর্ণভাবে গণতন্ত্রে আনার লড়াই করে গিয়েছেন। নোবেল কমিটি আরও জানায়, অন্ধকারের মধ্যে গণতন্ত্রের আলো জ্বালিয়ে রেখেছেন মারিয়া। মারিয়ার নোবেল শান্তি পুরস্কার জয় ট্রাম্পের স্বপ্নে জল ঢেলে দিল। গত কয়েকমাসে ট্রাম্প একাধিবার নোবেল শান্তি পুরস্কার নিয়ে নিজের পক্ষে সওয়াল করেছেন। এখনও পর্যন্ত মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে নোবেল শান্তি পুরস্কার জিতেছেন থিয়োডোর রুজভেল্ট, উডরো উইলসন, জিমি কার্টার এবং বারাক ওবামা। পঞ্চম মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে নোবেল শান্তির স্বপ্ন দেখেছিলেন ট্রাম্প। আপাতত তা বিশ বাঁও জলে।

শুক্রবার দেশে অপরিবর্তিত পেট্রোল-ডিজেলের দর

নয়াদিল্লি, ১০ অক্টোবর ঃ দেশীয় বাজারে শুক্রবার পেট্রোল - ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন দেখা গেল না। ভারতের তেল বিক্রয়কারী সংস্থাগুলি বিশ্ব বাজারে অপরিশোধিত তেলের দামের উপর ভিত্তি করে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম নির্ধারণ করে।এদিন দিল্লিতে প্রতি লিটারে পেট্রোলের দাম ৯৪.৭৭ টাকা ও ডিজেলের দাম ৮৭.৬৭ টাকা । কলকাতায় প্রতি লিটার পেট্রোলের দাম ১০৫.৪১ টাকা ও ডিজেলের দাম ৯২.০২ টাকাই বহাল রইলো। মুম্বইতে প্রতি লিটার পেট্রোলের দাম ১০৩.৫০ টাকা, ডিজেলের দাম ৯০.০৩ টাকা। চেন্নাইয়ে প্রতি লিটার পেট্রোলের দাম ১০০.৯০ টাকা, ডিজেলের দাম ৯২.৪৯ টাকা ।

একাধিক স্বর্ণ বিপণির মালিক ও কর্মচারীদের বাড়িতে ইডির অভিযান

কলকাতা, ১০ অক্টোবর ঃ ভুয়ো সংস্থা খুলে প্রায় ১২০০ কোটি টাকা ব্যাঙ্ক জালিয়াতির মামলায় কলকাতার একাধিক স্বর্ণ বিপণির মালিক ও কর্মচারীদের বাড়িতে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের নিয়ে শুক্রবার সকাল থেকে তল্লাশি অভিযান শুরু করল ইডি। উত্তর ও মধ্য কলকাতার আটটি জায়গায় .এই তল্লাশি চলছে।ইডি সূত্রের দাবি, বেশ কয়েকটি ভুয়ো সংস্থার মাধ্যমে একাধিক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ঋণের টাকা জমা করা হয়েছিল। জালিয়াতির সেই ঘটনায় বেশ কয়েকজন চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যা ও জড়িত রয়েছেন বলে জানা যাচ্ছে। তাঁদের বাড়িতেও তল্লাশি অভিযান চালানো হচ্ছে বলে দাবি তদন্তকারীদের।

জুবিন গর্গের মৃত্যু মামলায় গ্রেফতার দুই ব্যক্তিগত দেহরক্ষী

গুয়াহাটি, ১০ অক্টোবর ঃ জুবিন গর্গের মৃত্যু মামলায় এবার পুলিশের জালে প্রয়াত গায়কের দুই ব্যক্তিগত দেহরক্ষী। জানা গিয়েছে, জুবিনের দেহরক্ষী নঃেদশ্বর বোরা এবং পরেশ বৈশ্যকে গ্রেফতার করেছে অসম পুলিশ। দীর্ঘ সাত বছর ধরে জুবিনের সঙ্গে কাজ করছিলেন তাঁরা।সূত্রের খবর, শুক্রবার চতুর্থ দিনের জিজ্ঞাসাবাদের পর দুজনকে হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। এর আগে, তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সন্দেহজনক আর্থিক লেনদেনের সন্ধান পাওয়ার পর দুজনকেই চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছিল। পুলিশ জানিয়েছে যে উভয় অভিযুক্তকে শীঘ্রই আদালতে পেশ করা হবে।

যান্ত্রিক গোলযোগ, ভিয়েনা থেকে দিল্লিগামী বিমানের অবতরণ দুবাইয়ে

নয়াদিল্লি ও ভিয়েনা, ১০ অক্টোবর ঃ মাঝ-আকাশে যান্ত্রিক গোলযোগ ধরা পড়তেই তড়িঘড়ি অবতরণ করানো হল এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানকে। বৃহস্পতিবার ভিয়েনা থেকে এআই-১৫৪ বিমানটি নয়াদিল্লির উদ্দেশে রওনা দেয়। কিন্তু মাঝ-আকাশেই উড়ানটিতে যান্ত্রিক ত্রুটি হয় বলে সন্দেহ করা হয়। পাইলট সঙ্গে সঙ্গে এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলের সঙ্গে যোগাযোগ করে অবতরণের অনুমতি চান।জানা গিয়েছে, পাইলটের থেকে বার্তা পেয়ে বিমানটিকে দুবাইয়ের দিকে ঘুরিয়ে নিতে বলা হয়। তার পর সেখানে নিরাপদে অবতরণ করানো হয় বলে বিমান সংস্থা সূত্রে জানানো হয়েছে। দুবাইয়ে বিমানটিকে ভালভাবে পরীক্ষা করা হয়। যাত্রীদের জানানো হয়, বিমান ছাড়তে দেরি হতে পারে। নিরাপত্তার স্বার্থে বিমানটিকে পরীক্ষা করার পর তার পর ওড়ার জন্য সবুজ সঙ্কেত দেওয়া হয়। শুক্রবার বিমানটিকে আবার দিল্লির উদ্দেশে রওনা করানো হয়।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

কাবুলে ফের খুলছে ভারতীয় দূতাবাস, তালিবান সরকারের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক নতুন অধ্যায়ে

নয়াদিল্লি, ১০ অক্টোবর ঃ আফগানিস্তানের সঙ্গে দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বপূর্ণ ও কৌশলগত সম্পর্ককে নতুন করে গড়ে তোলার পথে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে কাবুলে পুনরায় ভারতীয় দূতাবাস খোলার ঘোষণা করলেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। আফগানিস্তানের রাজনীতি ও ভূ-রাজনীতির জটিলতার মধ্যে ভারত সবসময়ই তার স্বার্থ এবং দুই দেশের মধ্যে গভীর ঐতিহ্যবাহী সম্পর্ক বজায় রাখতে সচেষ্ট। তালিবানের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর হওয়ার পর ২০২১ সালের আগস্ট মাসে আফগান রাজধানীতে ভারতীয় দূতাবাস কার্যত বন্ধ হয়ে পড়েছিল। দীর্ঘ তিন বছরের সঙ্কটাপন্ন পরিস্থিতির পর, এই পুনরায় খোলার ঘোষণা কেবল কূটনৈতিকভাবে নয়, আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার দিক থেকেও গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর বলেন, ভারত আফগানিস্তানের সার্বভৌমত্ব, আঞ্চলিক অখণ্ডতা এবং স্বাধীনতার প্রতি সম্পূর্ণরূপে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা জাতীয় উন্নয়নের পাশাপাশি আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা এবং স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধিতে অবদান রাখবে। এই মন্তব্যের মাধ্যমে তিনি স্পষ্ট করেছেন, ভারত একদিকে আফগান জনগণের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতে চাইছে, অন্যদিকে আঞ্চলিক রাজনৈতিক ও নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে তৎপর।জয়শঙ্কর আরও উল্লেখ করেন, আজ আমি কাবুলে ভারতের টেকনিক্যাল মিশনকে ভারতীয় দূতাবাসের মর্যাদায় উন্নীত করার ঘোষণা করতে পেরে আনন্দিত। এটি আমাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা এবং আমি আশা করি এই পদক্ষেপ ভবিষ্যতে আরও শক্তিশালী ও স্থিতিশীল কূটনৈতিক সম্পর্কের ভিত্তি স্থাপন করবে। এই ঘোষণার মাধ্যমে প্রমাণিত হচ্ছে যে, ভারত তার কূটনৈতিক কার্যক্রম ও ভূ-রাজনৈতিক কৌশলকে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে পরিচালনা করছে।ভারত ও আফগানিস্তানের সম্পর্ক বহু বছর ধরে বন্ধুত্ব, সহযোগিতা এবং রাজনৈতিক সমঝোতার মিশ্রণে গড়ে উঠেছে। বিশেষত শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অবকাঠামো, যোগাযোগ, বিদ্যুৎ, রেল এবং জলবিদ্যুৎ খাতের মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলোতে ভারত আফগানিস্তানকে দীর্ঘমেয়াদি সহায়তা প্রদান করেছে। কাবুলে দূতাবাস পুনরায় খোলার মাধ্যমে এই সহযোগিতা আরও সম্প্রসারিত হবে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, আফগানিস্তানের পুনর্গঠন প্রক্রিয়ায় ভারতীয় অভিজ্ঞতা ও প্রযুক্তিগত সাহায্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।সাম্প্রতিক সময়ে, তালিবান সরকারের শাসন ব্যবস্থা আন্তর্জাতিক স্তরে পুরোপুরি স্বীকৃত নয়। অনেক দেশ এখনও আফগানিস্তানের নতুন সরকারের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করতে দ্বিধা বোধ করছে। এই অবস্থায় ভারত যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, তা শুধু দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে শক্তিশালী করবে না, বরং আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার ক্ষেত্রেও ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। ভারতীয় কূটনীতিকরা জানিয়েছেন, দূতাবাস পুনরায় খোলার মাধ্যমে কেবল রাজনৈতিক নয়, মানবিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকেও আফগান জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ আরও মসৃণ হবে।ভারতীয় দূতাবাসের পুনরায় খোলার প্রক্রিয়াটি কেবল প্রশাসনিক নয়, এটি নিরাপত্তা ও কৌশলগত দিক থেকেও অত্যন্ত সংবেদনশীল। আফগানিস্তানের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং সন্ত্রাসী হুমকির প্রেক্ষাপটে ভারতীয় কূটনীতিকরা অত্যন্ত সতর্কভাবে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। নিরাপত্তা ব্যবস্থার শক্তিশালী করা, স্থানীয় পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ, আফগান নাগরিকদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ এবং নতুন প্রকল্প ও উদ্যোগের পরিকল্পনা-all these will be handled with utmost care.""এই ঘোষণার ফলে কেবল কূটনৈতিক পর্যায়ে নয়, আফগানিস্তানের অভ্যন্তরীণ উন্নয়ন ও সামাজিক পুনর্গঠনে ভারতের ভূমিকা বৃদ্ধি পাবে। বিদ্যুৎ, রেল, সড়ক, হাসপাতাল ও শিক্ষা খাতে ভারত দীর্ঘদিন ধরে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বিশেষ করে গ্রামীণ ও দুর্গম অঞ্চলে ভারতীয় প্রকল্প আফগান জনগণের জীবনমান উন্নত করতে সাহায্য করেছে। দূতাবাস পুনরায় খোলার মাধ্যমে এই সহায়তা আরও কার্যকর ও সঠিকভাবে প্রদান করা সম্ভব হবে।বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, কাবুলে ভারতীয় দূতাবাস পুনরায় খোলা শুধু রাজনৈতিক একটি পদক্ষেপ নয়, এটি ভারত ও আফগানিস্তানের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদি কৌশলগত অংশীদারিত্বের প্রতীক। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে, বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়ার নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে, ভারতের এই পদক্ষেপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর সম্প্রতি একটি সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, আমরা তালিবান সরকারের সঙ্গে সংলাপের মাধ্যমে ইতিবাচক এবং গঠনমূলক সম্পর্ক স্থাপন করতে চাই। এটি আমাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করবে এবং আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে সাহায্য করবে। এই মন্তব্যে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, ভারত শুধুমাত্র রাজনৈতিক স্বার্থে নয়, আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা ও মানবিক দিক থেকেও আফগানিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখতে আগ্রহী।ভ্ভএই ঘোষণার প্রেক্ষিতে আফগান রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, ভারতের উদ্যোগ আফগানিস্তানের পুনর্গঠন প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। এটি কেবল কূটনৈতিক সম্পর্কের নতুন মাত্রা যোগ করছে না, বরং আফগান জনগণের জীবনযাত্রার উন্নয়নের জন্যও ইতিবাচক বার্তা দিচ্ছে। আফগান নাগরিকদের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নের পাশাপাশি, ভারত কেবল ভৌগোলিক বা রাজনৈতিক স্বার্থে নয়, মানবিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকেও সংযুক্ত থাকছে।ভারতীয় কূটনৈতিক বাহিনী ইতোমধ্যেই কাবুলে তার টেকনিক্যাল মিশনের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকল্প ও কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বিদ্যু সরবরাহ, সড়ক ও রেলপথ উন্নয়ন, শিক্ষার প্রসার, স্বাস্থ্য সেবা-all these initiatives have been implemented successfully over the past years. ভারতের এই পুনরায় খোলা দূতাবাস এই কার্যক্রমকে আরও দৃঢ় ও সুনির্দিষ্ট করবে।ভ্ভআন্তর্জাতিক কূটনৈতিক পরিমণ্ডলে, আফগানিস্তানের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখা ভারতীয় কূটনীতিকদের জন্য চ্যালেঞ্জিং হলেও গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে বর্তমান সময়ে, যখন আফগান নিরাপত্তা পরিস্থিতি অনিশ্চিত এবং আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি সীমিত, ভারতীয় উদ্যোগ কূটনৈতিক দক্ষতা ও ধৈর্যের প্রমাণ হিসেবে দেখা হচ্ছে।একই সঙ্গে, ভারত আফগানিস্তানের সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতার প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকার বার্তাও স্পষ্টভাবে দিচ্ছে। এই পদক্ষেপ কেবল রাজনৈতিক নয়, এটি মানবিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করবে। আফগান জনগণ ভারতীয় সহায়তা ও সহযোগিতার মাধ্যমে দীর্ঘমেযাদে স্থিতিশীলতা ও উন্নয়নের দিকে অগ্রসর হতে পারবে। উল্লেখযোগ্যভাবে, ভারতীয় কূটনীতিকরা ইতিমধ্যেই আফগান সরকারের বিভিন্ন স্তরের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ বজায় রেখেছেন। বিভিন্ন সমস্যা, যেমন খাদ্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বিদ্যুৎ সরবরাহ, পানীয় জলের সমস্যা ইত্যাদি সমাধানে ভারতীয় দূতাবাস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। পুনরায় খোলা দূতাবাস এই প্রক্রিয়াকে আরও শক্তিশালী করবে এবং দু'দেশের মধ্যে সহযোগিতা আরও গভীর করবে।ভারতের এই পদক্ষেপ আন্তর্জাতিক মঞ্চেও প্রশংসিত হচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আফগানিস্তানের রাজনৈতিক জটিলতার মধ্যে ভারতের এই উদ্যোগ কৌশলগত ও মানবিক সংযোগের নিদর্শন। এটি কেবল কূটনৈতিকভাবে নয়, আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতেও গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের এই পদক্ষেপ ভারতের দীর্ঘমেয়াদী নীতি এবং আঞ্চলিক অখণ্ডতার প্রতি প্রতিশ্রুতিকে আরও দৃঢ়ভাবে প্রতিফলিত করছে।সব মিলিয়ে, কাবুলে ভারতীয় দূতাবাস পুনরায় খোলা শুধু একটি কূটনৈতিক সিদ্ধান্ত নয়.এটি একটি প্রতিশ্রুতির প্রতীক, যা আফগান জনগণের সঙ্গে ভারতের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে পুনর্নির্মাণ এবং আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার দিকে অগ্রসর হতে সাহায্য করবে। বিদেশমন্ত্রী এস

দিনভর বিশ্ব ডিম দিবস পালিত নানা শহরে

কলকাতা, ১০ অক্টোবর (হি.স.)ঃ' শক্তিশালী ডিমঃপ্রাকৃতিক পুষ্টিতে ভরপুর'। এই শ্লোগান দিয়ে শুক্রবার পশ্চিমবঙ্গ-সহ দেশের নানা জায়গায় পালিত হচ্ছে বিশ্ব ডিম দিবস। বিদেশের বিভিন্ন শহরেও ডিম উৎপাদকরা নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন।প্রতি বছর অক্টোবরের দ্বিতীয় শুক্রবার বিশ্বব্যাপী খাদ্য এবং স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে ডিমের ব্যতিক্রমী অবদানের প্রশংসা এবং সম্মান জানাতে সব ধরণের মানুষকে আমন্ত্রণ জানানো হয় বিশ্ব ডিম দিবস পালনের জন্য।সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, প্রতিদিন মাথাপিছু ব্যবহারের নির্দিষ্ট পরিসংখ্যান পরিবর্তিত হলেও, ভারতের জন্য একটি সাধারণ গড় হিসাবে প্রতি বছর প্রতি ব্যক্তি ৮১টি ডিম খান। প্রতিদিন প্রায় ০.২২টি ডিমের সমান। বর্ধিত আয় এবং প্রোটিন সচেতনতার কারণে ভারতে ডিমের চাহিদা বাড়ছে।২০২৩ সালের শেষের দিকে পশ্চিমবঙ্গে প্রতিদিন প্রায় ৪.৩ কোটি ডিমের চাহিদা ছিল। '২৪-এ বার্ষিক দৈনিক অভ্যন্তরীণ চাহিদা ছিল প্রায় ১৫২৮ কোটি ডিম। এই উচ্চ দৈনিক ব্যবহার এই রাজ্যকে দেশের বৃহত্তম ডিম ভোক্তাদের অন্যতম করে তুলেছে। চাহিদা মেটাতে এর নিজস্ব উৎপাদন দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে।প্রসঙ্গত, প্রাকৃতিকভাবে ১৩টি অপরিহার্য পুষ্টিগুণে ভরপুর, ডিম জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে স্বাস্থ্যের জন্য সহায়ক, ছোটবেলায় মস্তিষ্কের বিকাশ থেকে শুরু করে বয়সের সাথে সাথে পেশী রক্ষণাবেক্ষণ এবং হাড়ের শক্তি বৃদ্ধি পর্যন্ত। এগুলি ন্যূনতম প্রক্রিয়াজাত, ব্যাপকভাবে পাওয়া যায় এবং অবিশ্বাস্যভাবে বহুমুখী।

নামাজ শিক্ষা ও প্রচার সব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও আলেমের অপরিহার্য কর্তব্যঃইরানের সর্বোচ্চ নেতা

ইরানঃইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ সাইয়্যেদ আলী খামেনেয়ী ৩২তম জাতীয় নামাজ সম্মেলনের উদ্দেশে বার্তা দিয়েছেন।ঐ বার্তায় মানুষের দুনিয়া ও আখেরাতের ভাগ্যের ওপর নামাজের অর্থপূর্ণ ও জীবনদায়ী ভূমিকার কথা উল্লেখ করে বলেছেন- নামাজের প্রচার ও শিক্ষাদান, নামাজের সৌন্দর্য ব্যাখ্যা করা ও তা মেনে চলা ধর্মীয় প্রচার সংস্থা এবং ধার্মিক পুরুষ ও মহিলাদের অনিবার্য কর্তব্য এই ক্ষেত্রে নতুন নতুন উপাদান ব্যবহার করতে হবে। ইরানের সর্বোচ্চ নেতার দপ্তরের তথ্য কেন্দ্র থেকে প্রকাশিত এ সংক্রান্ত বার্তায় তুলে ধরা হলোঃবিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ওয়া সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলিহিত তাহেরিননামাজ সম্মেলন দেশের অন্যতম ফলপ্রসূ সমাবেশ এবং যে দিবসে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, তা বছরের সবচেয়ে বরকতময় দিবসগুলোর একটি। এর কারণ, ইসলামের ফরজসমূহের মধ্যে অর্থপূর্ণ ও জীবনদায়ী এই ফরজ অর্থা নামাজের বিশেষ মর্যাদা ও তাৎপর্য।নামাজ যখন বিনয়, ভক্তি এবং হৃদয়কে নিবেদনের মতো আদব-আচরণ মেনে আদায় করা হয় তখন তা মনকে প্রশান্ত করে, ইচ্ছাশক্তিকে দৃঢ় করে, ঈমানকে গভীর করে এবং আশাকে জীবন্ত রাখে।দুনিয়া ও আখিরাতে মানুষের ভাগ্য এমন হৃদয়, এমন ইচ্ছাশক্তি, এমন ঈমান এবং এমন আশার ওপরই নির্ভর করে।এই কারণেই কুরআন ও অন্যান্য ধর্মীয় সূত্রে অন্য সব নির্দেশনার তুলনায় নামাজের নির্দেশনা বেশি এবং এই কারণেই আজানের সময় নামাজকে অন্যান্য সমস্ত কাজের চেয়ে উত্তম বলে ঘোষণা করা হয়।বাবা-মা, এরপর শিক্ষক ও সহযোগী এবং পরবর্তীতে নামাজ সম্পর্কিত জীবনরীতি ও নিয়ম-কানুন নামাজের প্রচার ও এতে অঙ্গীকারবদ্ধ থাকার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।ধর্ম প্রচারের প্রতিষ্ঠানসমূহ, ধর্মীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব এবং ধার্মিক ব্যক্তিদেরকে নামাজের প্রচারকে আবশ্যিক দায়িত্ব মনে করতে হবে। নতুন উপকরণ

মুখোশ তৈরি করে স্বনির্ভর হচ্ছে সুন্দরবনের ছাত্র ছাত্রীরা

সুন্দরবনঃমুখোশ তৈরি করে স্বনির্ভর হচ্ছে সু ন্দরবনের ছাত্র ছাত্রীরা।এবার নিজেদের আঁকা শেখার খরচ চালাতে মুখোশ তৈরি করার কাজ শিখছেন ছাত্রছাত্রীরা।সু ন্দরবনের নামখানা ও পাথরপ্রতিমা মিলিযে. প্রায় ৩৫০ জন ছাত্রছাত্রী এই কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। কাকদ্বীপের এক যুবকের উদ্যোগে প্রায় আট জন প্রশিক্ষক তাঁদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। জানা গিয়েছে, ছৌ নাচ, পালাগান, যাত্রাশিল্প ও ব্রতচারীর সময় মুখোশের প্রয়োজন হয়। এছাড়া আগমনী উৎসবের সময়েও বিভিন্ন রকমের মুখোশ লাগে। মূলত সেই মুখোশ গুলিই এই ছাত্রছাত্রীরা তৈরি করে থাকেন। সু ন্দরবনের জঙ্গলে গিয়ে মধু সংগ্রহের সময়ও মৌলিরা যে মুখোশ ব্যবহার করেন, সেগুলিও তাঁরা তৈরি করেন। তৈরি করার পর এই মুখোশগুলি পুরুলিয়ার পটুয়াপাড়ায় সরবরাহ করা হয়। সেখানেই সেগুলি বিভিন্ন দামে বিক্রি হয়ে থাকে।এ বিষযে এক ছাত্রী বলেন, বাজারে মুখোশের চাহিদা রয়েছে। কিন্তু এই শিল্প ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে। মুখোশ তৈরি করেও রোজগার করা যায়। প্রশিক্ষণে এসে সেই তথ্য আমরা জেনেছি। প্রশিক্ষণ নিয়ে আমরা মুখোশ তৈরি ও করছি।এই প্রশিক্ষণের প্রধান উদ্যোক্তা শান্তনু দাস বলেন, মুখোশ তৈরি করার প্রশিক্ষণ নিতে প্রায় তিন মাস সময় লাগে। প্রথমে কাগজকে জলে ফেলে পচানো হয়। এরপর আঠা দিয়ে মাখিয়ে মাটির মতো ডেলা পাকানো হয়। তারপরই মুখোশ তৈরি করা হয়।ছাত্র ছাত্রীরা প্রশিক্ষণ নেওয়ার পর নিজেরাই এগুলি তৈরি করছেন। দক্ষতার সঙ্গে বিভিন্ন মুখোশ তৈরি করতে পারলে, আগামী দিনে তাঁরা এখান থেকেও উপার্জন করতে পারবেন। সেই লক্ষ্যেই তাঁদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। আগামী দিনে সু ন্দরবনের আরও ছাত্রছাত্রীকে এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত করা হবে।আর এই মুখোশ তৈরি করতে পেরে খুশি ছাত্র ছাত্রীরা।

রায়দীঘির সুইস গেট ও ডেনেজ ব্যবস্থা পরিদর্শন করলেন বিধায়ক ডাঃ অলক জলদাতা

রায়দীঘিঃএবার এলাকার মানুষের সমস্যা দূর করতে রায়দীঘি বাজারে সুইসগেট ও ড্রেনেজ সমস্যা পরিদর্শন করেন রায়দিঘির বিধায়ক ডাঃ অলক জলদাতা। রাযদ়ীঘি মণি নদী জেটিঘাটার কাছে বহুদিনের সুইসগেট বেহাল দশার কারনে মণি নদীর জোয়ারের সময় এবং বর্ষায় জল প্লাবিত হয়ে ভাসিয়ে দেয় রাযদ়ীঘির বিস্তীর্ণ এলাকায়। সমস্যায় পড়ে স্থানীয় বাসিন্দা থেকে শুরু করে রায়দীঘি বাজারে ব্যাবসায়িরা। রায়দীঘি এলাকার মানুষের দাবি মতো গত বুধবার সেচ দপ্তরের আধিকারিক সহ প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে মণি নদী ও রায়দীঘি বাজারে সংযোগস্থলে সুইসগেট পরিদর্শন করেন রায়দীঘি বিধানসভার বিধায়ক ডাঃঅলক জলদাতা।রায়দীঘি এলাকার বাসিন্দাদের কথা মাথায় রেখে সেচ দপ্তরের আধিকারিক সহ প্রশাসনিক আধিকারিকদের নিয়ে রায়দীঘি মণি নদী ও রায়দীঘি জেটিঘাট সংলগ্ন এলাকায় সুইসগেট পরিদর্শন করলেন রায়দীঘি বিধানসভার বিধায়ক ডাঃঅলক জলদাতা। মণি নদীর জল যখন প্লাবিত হয় রায়দিঘির বিস্তীর্ণ এলাকায় প্রবেশ করে বিভিন্ন এলাকায় জল জমে জলে বিভিন্ন জিনিস পত্র পচে ভীষণ দূর্গন্ধে মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে। এছাড়া সমস্যায় পড়ে স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীরা। সাইকেল নিয়ে এবং পায়ে হেঁটে যেতে পারে না যার ফলে তাদের স্কুল এবং কলেজ বন্ধ করে দিতে হতো। এইরূপ অবস্থা দেখে রায়দীঘির মানুষরা প্রশাসনের দ্বারস্থ হয এবং রায়দীঘির গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছে লিখিত আবেদন জমা দেন। কিন্তু কোন সমাধান হচ্ছে না দেখে রায়দিঘির বিধানসভার বিধায়ক ডাক্তার অলক জলদতার কাছে তারা শরণাপন্ন হন। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি মতো এদিন বিধায়ক পরিদর্শনে যায়। পরিদর্শনের পর পর বিধায়ক ডাঃঅলক জলদাতা জানান, দীর্ঘদিন ধরে রায়দীঘি মণি নদীর সঙ্গে যুক্ত রায়দীঘি বাজার ও স্থানীয় এলাকার হাই ড্রেনের সংযোগ স্থল যে সুইস গেট আছে । তা খারাপ হওয়ার জন্য, সেই গেট দিয়ে রায়দীঘি এলাকার নোংরা জল ড্রেন দিয়ে নদীতে যাওয়ার কথা তা না হয়ে তা পরিবর্তে উল্টো টা হয়ে মণি নদীর জোয়ারের জল এবং বর্ষায় নদীর জল বাড়লে তা রায়দীঘি বাজারে এবং লোকালয়ে ঢুকে পড়ে সমস্যায় পড়ে স্থানীয় বাসিন্দা থেকে শুরু করে ব্যাবসায়িরা। স্থানীয় ও বাজারে ব্যাবসায়িদের মতো পরিদর্শন করা হলো খুব তাড়াতাড়ি যাতে এই সমস্যার সমাধান করা যায় তার ব্যাবস্থা করা হবে।শীঘ্রই সুইস গেট মেরামতির কাজ শুরু হয়ে যাবে।

বিপর্যয়ের পর ফের খুলল সান্দাকফু ট্রেকিং রুট, বুকিং বাতিলের হতাশা কাটিয়ে পর্যটনে নতুন আশার আলো

দার্জিলিং, ১০অক্টোবরঃউত্তরবঙ্গের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অন্যতম আকর্ষণ সান্দাকফু। কিন্তু গত সপ্তাহের ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে যখন পাহাড়ে নামল অঝোর বৃষ্টি, ভেঙে প।ল রাস্তা, ধসে ঢেকে গেল ট্রেকিং রুট-তখন একে একে বাতিল হয়ে যায় শতাধিক বুকিং। পর্যটন ব্যবসায় নেমে আসে অন্ধকার। তবে অবশেষে সেই অন্ধকার কাটাতে শুরু করেছে আশার আলো। পরিস্থিতি অনেকটাই স্বাভাবিক হয়েছে, আর ফের খুলে দেওয়া হয়েছে সান্দাকফুর ট্রেকিং রুট। রাজ্য প্রশাসনের অনুমতি মেলে, আর তার পরই নতুন করে বুকিং শুরু হয়েছে। ফলে পর্যটক ও স্থানীয়দের মুখে ফের ফুটেছে হাসি।গত সপ্তাহের প্রবল বৃষ্টিপাত উত্তরবঙ্গের পাহাড়ে এক ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি করেছিল। দার্জিলিং, কালিম্পং, মিরিক, সান্দাকফু থেকে তামাং গ্রামের দিকে একাধিক জায়গায় ধস নামায় বন্ধ হয়ে যায় যান চলাচল। জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলার কিছু অংশে বন্যা ও ধস একসঙ্গে আঘাত হানায় প্রশাসন জরুরি ব্যবস্থা নেয়। সান্দাকফু ট্রেকিং রুটেও বিপদের আশঙ্কা থাকায় ১৫ দিন আগে সমস্ত বুকিং বাতিল করে দেওয়া হয়। সেই সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ হন বহু ট্রেকিংপ্রেমী ও পর্যটক। স্থানীয় হোটেল মালিক, গাইড, ও পোর্টারদের মধ্যে উদ্বেগ ছা।য়। তাঁদের আয়ের একমাত্র উৎসই এই ট্রেকিং মৌসুম।অবশেষে আবহাওয়া কিছুটা স্বাভাবিক হওয়ায় এবং রাস্তাঘাট মেরামতের কাজ প্রায় শেষ হওয়ায় ফের খুলে দেওয়া হয়েছে রুট। পাহা।রে বুক চিরে যে পথ উঠে যায় ১২ হাজার ফুট উচ্চতায়, সেই পথেই এখন আবার ট্রেকারদের পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। দার্জিলিং জেলা প্রশাসন ও বনদপ্তর যৌথভাবে পরিদর্শন করে জানিয়েছে, সান্দাকফু যাওয়ার রাস্তা এখন যাতায়াতের উপযোগী। যদিও কিছু জায়গায় এখনো কাদা ও পাথর সরানোর কাজ চলছে, তবে বিপদের আশঙ্কা আর নেই বললেই চলে।বছরের এই সময়টাই আসলে সান্দাকফু ট্রেকিংয়ের সোনালী মরসুম। অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত আবহাওয়া পরিষ্কার থাকে, তুষারাবৃত কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যায় চোখভরে। দেশ-বিদেশ থেকে শতাধিক পর্যটক এই সময় ট্রেকিংয়ে আসেন। তাই রুট বন্ধ হয়ে যাওয়া মানেই ব। ধাক্কা পর্যটনে। স্থানীয় হোটেল, হোমস্টে, গাইড, পোর্টার-সবাইয়ের উপার্জনের রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। দার্জিলিং জেলার ট্যুরিজম সেল জানায়, গত দুই সপ্তাহে প্রায় ৩৫০টি বুকিং বাতিল হয়েছে, যার অর্থমূল্যে ক্ষতি কয়েক লক্ষ টাকা। কিন্তু এখন পরিস্থিতি বদলাতে শুরু করেছে। নতুন বুকিং আসছে, পর্যটকদের মধ্যে আগ্রহ বা।ছে।সাঃ দাকফুর ট্রেকিং রুটের অন্যতম জনপ্রিয় পয়েন্ট মণেভঞ্জন, টংলু, গারিবাস ও ফালুটেও প্রশাসন পরিদর্শন করেছে। স্থানীয় পঞ্চায়েত ও পর্যটন দপ্তরের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, পথের যে সব জায়গায় ধস নেমেছিল, সেখানে দ্রুত মেরামতি চলছে। মণেভঞ্জন থেকে টংলু পর্যন্ত পথ এখন প্রায় স্বাভাবিক, কেবল কিছু জায়গায় সতর্কতা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে। ট্রেকারদের নিরাপত্তার জন্য বা।।নো হয়েছে বনরক্ষী ও সিভিল ডিফেন্স টিমের উপস্থিতি। জরুরি প্রয়োজনে মেডিক্যাল সাপোর্ট দেওয়ার ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে।প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ট্রেকিং রুটে এখন কড়াকড়ি নিরাপত্তা থাকবে। প্রতিটি ট্রেকিং গ্রুপকে স্থানীয় অফিসে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। আবহাওয়ার পূর্বাভাস অনুযায়ীই অনুমতি দেওয়া হবে। বিশেষত রাতের সময় বা প্রবল বৃষ্টিতে কেউ যেন পাহা।ে না ওঠে, সেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, পথের বিভিন্ন জায়গায় সতর্কতা বোর্ড বসানো হচ্ছে। স্থানীয় বনবিভাগও জানিয়েছে, প্রকৃতিকে রক্ষা করেই ট্রেকিং চালাতে হবে, কোনওভাবেই আবর্জনা বা প্লাস্টিক ফেলা চলবে না।রাজ্য পর্যটন দপ্তর আশা করছে, দুর্গাপুজোর ছুটির আগেই পর্যটনের গতি বাড়বে। অনেক সংস্থা ইতিমধ্যেই নতুন বুকিং খুলে দিয়েছে। সান্দাকফু, ফালুট ছাড়াও সিংগালিলা ন্যাশনাল পার্কের ভিতরকার পথেও পর্যটকরা ভি। করছেন। তবে এখনও কিছু স্থানে ধসের চিহ্ন রয়ে গেছে, তাই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হতে আরও কিছুটা সময় লাগবে।স্থানীয় মানুষদের কাছে এই পুনরায় খোলার সিদ্ধান্ত অনেকটা জীবনরেখার মতো। কারণ সান্দাকফু ও আশপাশের গ্রামগুলির অধিকাংশ মানুষই পর্যটনের ওপর নির্ভরশীল। কেউ গাইড, কেউ পোর্টার, কেউ বা হোমস্টে চালান। রুট বন্ধ থাকায় তাঁদের আয় পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এখন পর্যটক ফেরায় তাঁদের সংসারে আবার প্রাণ ফিরছে।দার্জিলিং প্রশাসনের এক আধিকারিক বলেন, আমরা চাইছি নিরাপত্তা বজায় রেখে পর্যটন ফের শুরু হোক। পাহা।রে অর্থনীতি পর্যটনের ওপর নির্ভরশীল। তাই সান্দাকফু ট্রেকিং রুট খোলা পর্যটনক্ষেত্রে নতুন গতি আনবে।সান্দাকফুর পুনরায় খোলার খবর ছড়িয়ে পড়তেই সোশ্যাল মিডিয়াতেও উচ্ছ্বাস দেখা দিয়েছে। ট্রেকিংপ্রেমীরা নিজেদের পুরনো অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিচ্ছেন, কেউ আবার নতুন অভিযানের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। পাহা।রে বুক চিরে আবার শোনা যাচ্ছে সেই চেনা পদচারণার শব্দ, আবার বাজছে ট্রেকিং ব্যাগের চেন খুলে বেরোনোর আওয়াজ।প্রকৃতি হয়তো এখনও ক্ষতবিক্ষত, কিন্তু মানুষের মন ফের প্রাণবন্ত। বিপর্যয়ের ধুলো মুছে পাহা। আবার পর্যটনের স্বপ্নে জেগে উঠছে। আর সান্দাকফু, যেখানে আকাশ ছোঁয়া কাঞ্চনজঙ্ঘা হাতের নাগালে দেখা যায়, সেখানে ফের শুরু হয়েছে জীবনের গতি-আশা, আনন্দ ও পুনর্জাগরণের এক অনন্য সুরে।

রাশিফল

মেষঃ ধৈর্য ধরে পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করতে হবে। কিছু ইতিবাচক সুযোগও পেতে পারেন। যোগাযোগ দক্ষতা বিকাশ করুন এবং অন্যদের সঙ্গে অনুভূতি ভাগ করে নিন। সম্পর্কের ক্ষেত্রে কিছু অশান্তি হতে পারে, তবে তা স্থায়ী হবে না। কথোপকথনের মাধ্যমে সমস্ত ভুল বোঝাবুঝি দূর করার চেষ্টা করুন।
বৃষঃভয় আপনার খুশিকে বিঘ্নিত করতে পারে। আপনাকে বুঝতে হবে যে এটি আপনার নিজস্ব ভাবনা এবং কল্পনার ফসল। এটি স্বতঃস্ফূর্ততার মৃত্যু ঘটায়-বাঁচার আনন্দ মুছে দিয়ে আমাদের কার্যকারিতাকে পঙ্গু করে দেয়- কাজেই এটি হবে।
মিথুনঃবন্ধুবান্ধব এবং পরিবারের সঙ্গে মানসম্পন্ন সময় কাটাতে চাইবেন। বিশেষ কারও সঙ্গে যোগাযোগ মনে নতুন অনুভূতি এবং চিন্তাভাবনা জাগিয়ে তুলবে। যদি কোনও বিচ্ছিন্নতা চলে, তবে সমাধানের জন্য এটিই সঠিক সময়।
কর্কট রাশিঃআপনার বেপরোয়া আচরণের ফলে স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক নষ্ট হতে পারে। অর্থহীন কিছু কাজ করার আগে আপনার আচরণের প্রতিক্রিয়া চিন্তা করুন। যদি সম্ভব হয় তাহলে আপনার মেজাজ পরিবর্তন করুন। বিবাহের যোগ।
সিংহঃ আপনার সঙ্গীর সঙ্গে আজ আপনি ভালো কিছু মুহূর্ত কাটাতে পারেন আপনার ভবিষ্যত এবং অন্ত ঃস্থ মানসিক শক্তি সম্পর্কে আলোচন করে।
কন্যা ঃআজকে সাংসারিক দায়িত্ব নিয়ে আপনি চিন্তায় থাকবেন। আপনার পেশাদারী বৃত্ত থেকে আপনি ভালো অর্থ উপার্জন করতে পারবেন। আপনার আর্থিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে আপনার জীবনসঙ্গীরও অবদান থাকবে।
তুলাঃআপনার পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানোর যে অবসর আপনি এতদিন ধরে চাইছিলেন তা আপনি আজ পাবেন। আপনি ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করতে পারবেন। বিবাহেরযোগ
বৃশ্চিকঃআপনার জীবনসঙ্গীর মনে হতে পারে যে আপনি তার কাছে খুব বেশি দাবি জানাচ্ছেন ও তাকে নিয়ে সন্দিগ্ধ। আপনার মনের ভাব প্রকাশ করা ভালো, কিন্তু খেয়াল রাখুন যে বেশি বাড়াবাড়ি করছেন না। আপনার পেশাগত জীবনে আপনি উদ্যমী ও আত্মবিশ্বাসী ।
ধনুঃ বৈবাহিক বন্ধনে প্রবেশ করার জন্য ভালো সময়। সমগ্র মহাবিশ্বের উচ্ছ্বাস দুই জনের মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে যারা প্রেম
মকরঃ আপনার স্বাস্হ্য ভালো করার খাতিরে লম্বা পায়চারীতে বেরোন।
কুম্ভঃ আজকের দিনটি আপনার জন্য নতুন সম্ভাবনা এবং সুযোগে ভরা হবে।
মীনঃআপনার ব্যক্তিত্ব আজ একটি সুগন্ধি মত কাজ করবে। আপনি বাড়ির চারপাশের ছোট ছোট জিনিসগুলিতে আজ প্রচুর ব্যয় করতে পারেন যা মানসিকভাবে আপনাকে চাপ দিতে পারে। ঘরে কিছু পরিবর্তন আপনাকে অত্যন্ত

আবহাওয়া

নিম্নচাপের প্রভাবে বৃষ্টি চলছে দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। শুক্রবার সকাল থেকেই মুখভার আকাশের। হালকা বৃষ্টিও হয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, উত্তরবঙ্গে আগামী দু'দিন দুর্যোগের আশঙ্কা রয়েছে। দক্ষিণবঙ্গেও হবে বৃষ্টি। নিম্নচাপের প্রভাবে সমুদ্র উত্তাল থাকবে। সমুদ্রে ঝড়ের গতিবেগ ৭৫ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টায় হতে পারে। মৎস্যজীবীদের জন্য আপাতত সমুদ্রে যেতে বারণ করা হয়েছে।
দক্ষিণবঙ্গের ক্ষেত্রে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর ও পশ্চিম মেদিনীপুরে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। অন্যান্য জেলাগুলিতেও হবে বৃষ্টি। দুর্যোগের সম্ভাবনা রয়েছে উত্তরবঙ্গেও। দার্জিলিং সহ ওপরের পার্বত্য ৬টি জেলাতে দুর্যোগের আশঙ্কা বেশি রযেছে। দার্জিলিং, কালিম্পং জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও উত্তর দিনাজপুরে অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা জারি রয়েছে। নিচের দিকের জেলা মালদা ও দুই দিনাজপুরেও ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা। এরপর রবিবার ওপরের পাঁচ জেলায় ভারী বৃষ্টি চলবে। দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, উত্তর দিনাজপুর জেলাতেও ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা। তবে বৃষ্টির পরিমাণ ও ব্যাপকতা কিছুটা কমবে। সোমবার ভারী বৃষ্টি হতে পারে দার্জিলিং এবং জলপাইগুড়ি জেলাতে। শুক্রবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৯.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ৩.৩ ডিগ্রি কম।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৬টা ৩৫মিনিট এবং রাত ০৭টা ৪২মনিট। **ভাটা**-দুপুর ০২টা ৪০মনিট এবং রাত ০২টা ৪৩মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৫টা ২৮মিনিটে হতে পারে এবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ২০মিনিটে।

মহাভারতের কথা', বিশ্লেষণে ভারতত্ত্ববিদ নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী

কলকাতা, ১০ অক্টোবর, (হি.স.) ঃ ধর্ম-কাম-অর্থ-মোক্ষকে কেন্দ্র করে জীবনের প্রতিটি অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে ব্যাসদেব রচিত মহাকাব্যে। কিভাবে সেসব প্রকাশ পেয়েছে, বৃহস্পতিবার এক আলোচনায় তা বিশ্লেষণ করলেন বিশিষ্ট ভারতত্ত্ববিদ ও গবেষক অধ্যাপক নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী। গোলপার্কের রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব্ কালচারের বিবেকানন্দ হলে অনুষ্ঠিত ৫ম কাত্যায়নীদাস ভট্টাচার্য স্মারক বক্তৃতায় এবারের বক্তা ছিলেন অধ্যাপক ভাদুড়ী। তাঁর বিষয় ছিল যা নেই ভারতে, তা নেই ভারতে। মহাভারতের বিভিন্ন ঘটনার উল্লেখ করে বক্তা বিচার-বিশ্লেষণের সাহায্যে হলভর্তি শ্রোতাদের প্রায় দেড়ঘণ্টা একটা উচ্চতর মানসিক মঞ্চে তুলে নিয়ে যান। জোগান অনেক চিন্তার খোরাক। অনুষ্ঠানের শুরুতে যাঁর নামাঙ্কিত এই স্মারকসভা, প্রেসিডেন্সি কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই প্রাক্তন অধ্যাপক কাত্যায়নীদাস ভট্টাচার্য (১৯১৭-৬৬) প্রসঙ্গে, তাঁর জীবন ও গবেষণা নিয়ে কিছু তথ্য ভাগ করে নেন তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র, প্রাক্তন আইএএস অফিসার অমিতাভ ভট্টাচার্য। জানা গেলো অধ্যাপক ভট্টাচার্যের মৃত্যুর ৫৪ বছর পরে তাঁর ৫টি অপ্রকাশিত রচনা ছেপে বের করেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সোসাইটি ফর ইন্ডিয়ান ফিলোসফি অ্যান্ড রিলিজিয়ন, এক্সিস, ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া, তাদের জার্নাল অব ইন্ডিয়ান ফিলোসফি অ্যান্ড রিলিজিয়ন (ভলুম ২৫, ২০২০)এ। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের ভূতপূর্ব অধ্যাপিকা এবং ওড়িশার কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য ডঃ সুরভি বন্দ্যোপাধ্যায়।

বারাকপুরে সেনা ও পুলিশে চাকরি দেওয়ার নামে ভুয়ো প্রশিক্ষণ সংস্থা, গ্রেপ্তার ২ অভিযুক্ত!

নিজস্ব সংবাদদাতা,ব্যারাকপুর,১০ অক্টোবর ঃ সেনাবাহিনী ও পুলিশে চাকরি দেওয়ার নামে ভুয়ো সংস্থা চালানোর অভিযোগে উত্তপ্ত ব্যারাকপুর। শুধু তাই নয়, ঘর ভাড়া নিয়ে চাকরিপ্রার্থীদের রেখে প্রশিক্ষণ দেওয়ার নাম করে মোটা অঙ্কের টাকা হাতানোর অভিযোগও উঠেছে। গোপন সূত্রে হানা দিয়ে পুলিশ আটক করেছে দুই ব্যক্তিকে, যাদের নাম গোপাল দাস ও নির্মল মাইতি। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনার ব্যারাকপুরে। ব্যারাকপুরের মোহনপুর থানার বিড়লা গেটের কাছে ঘনবসতি এলাকায় ওই ট্রেনিং ইনস্টিটিউট খোলা হয়েছিল বলে খবর। সাত-দশদিনের জন্য সেখানে চাকরির প্রশিক্ষণ দেওয়া হত বলে অভিযোগ। সেই প্রশিক্ষণের পরে সেনাবাহিনী ও পুলিশে চাকরি মিলবে বলে প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হত! গত কয়েক দিনে প্রায় ৩০০ তরুণ-তরুণী ওই প্রশিক্ষণ শিবিরে যোগ দিয়েছিলেন বলে খবর। প্রশিক্ষণের জন্য মাথাপিছু ১০ হাজার টাকা করে নেওয়া

হয়েছিল বলেও খবর। বৃহস্পতিবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ব্যারাকপুরের নগরপাল মুরলীধর শর্মার নির্দেশে ডিসি সেন্ট্রাল ইন্দ্রবদন ঝা নেতৃত্বে বিশাল পুলিশবাহিনী হানা দেয় ভুয়ো সংস্থায়। তদন্তে প্রায় এক হাজার প্রার্থীর তথ্য পাওয়া গেছে। অভিযোগ, গোপাল দাস ও নির্মল মাইতি এই সংস্থা চালাচ্ছিলেন। ধৃতদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং তাঁদের মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। চাকরি দেওয়ার নামে কত টাকা নেওয়া হয়েছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, নির্মল মাইতি পেশায় অবসরপ্রাপ্ত জওয়ান এবং অবসরের পরই এই ভুয়ো সংস্থা গঠন করা হয়েছিল। ধৃতদের সঙ্গে আর কারা জড়িত, তা নিয়েও তদন্ত চলছে।

মহেশতলায় অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে গ্যাস লিক করে অগ্নিকাণ্ড, আহত আইসিডিএস কর্মী!

নিজস্ব সংবাদদাতা,মহেশতলা,১০ অক্টোবর ঃ ঠাকুরপুকুর-মহেশতলা ব্লকের আশুতি এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ আশুতি মোল্লাপাড়া শিশুশিক্ষা কেন্দ্রে গ্যাস লিকের কারণে অগ্নিকাণ্ড ঘটে। এতে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী আংশিকভাবে দগ্ধ হন, তবে তার অবস্থা স্থিতিশীল রয়েছে। শুক্রবার সকাল ৮টা ১০ নাগাদ এই ঘটনা ঘটেছে এবং এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। আহত আইসিডিএস কর্মীর নাম আহত উষা নস্কর (৫৫)। আগুন নেভাতে গিয়ে তার হাত ঝলসে গিয়েছে। তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কী করে অগ্নিকাণ্ড? প্রাথমিক অনুমান, সকালে রান্নার গ্যাস জ্বালানোর সময় পাইপ লিক করে আগুন লাগে শিশুশিক্ষা কেন্দ্রে। ঘরে চালের বস্তা ও দাহ্য পদার্থ মজুত থাকায় দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ে। আগুনে রান্নাঘরে থাকা চাল, ডাল-সহ ডিম ও অন্যান্য খাদ্যসামগ্রী পুড়ে ছাই হয়ে যায়। চিৎকার করেন উষাদেবী। ছুটে আসেন স্থানীয়রা। তারাই আগুন

নিয়ন্ত্রণে আনেন। কেন্দ্রে মজুত থাকা আরও সিলিন্ডার তারা পাশের পুকুরে ফেলে দেন। বড়সড় দুর্ঘটনা এড়াতে স্কুলের বিদ্যুৎসংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়। আজ স্কুল বন্ধ রাখা হয়েছে। এই কেন্দ্রে অঙ্গনওয়াড়ির পাশাপাশি মিড ডে মিলেরও রান্না হয়। দুর্ঘটনাস্থলে সময় কোনও শিশু ছিল না। পড়ুয়ারা থাকলে বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারত বলে আশঙ্কা করছেন সকলে। স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন, রান্না করার সময় আগুন লাগে। চিৎকার শুনে আমার ছুটে আসি। পাড়া প্রতিবেশি সকলে মিলে আগুন নেভানো হয়েছে। আহত মহিলাকে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। দমকলে খবর দেওয়া হলেও, সময় মতো আসেনি। কী করে আগুন লাগলো তা খতিয়ে দেখছে দমকল।

হাই কোর্টে শর্তসাপেক্ষে জামিন আড়িয়াদহের 'ত্রাস' জয়ন্তর

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা,১০ অক্টোবর ঃ হাই কোর্টে জামিন পেল আড়িয়াদহের 'ত্রাস' জয়ন্ত সিং। যদিও তার এখনই মুক্তি হচ্ছে না। ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১১১ ধারা অনুযায়ী সংগঠিত অপরাধের মামলায় জামিন পেল জয়ন্ত। একাধিক শর্তে তাঁর জামিন মঞ্জুর করেছেন বিচারপতি বিশ্বরূপ চৌধুরী। তবে এখনই জেল থেকে মুক্তি পাচ্ছে না। জয়ন্তর বিরুদ্ধে মারধর-সহ বিভিন্ন অভিযোগে রয়েছে একাধিক মামলা। তার মধ্যে একটি মামলায় জামিন পেল। তবে তাও শর্তসাপেক্ষে। আদালত জানিয়েছে, বারাকপুর পুলিশ কমিশনারেট এলাকায় ঢুকতে পারবেন না আড়িয়াদহের ' তদন্তে সহযোগিতা করতে হবে। সাক্ষীদের প্রভাবিত করতে পারবে না। তবে জামিন পেলেও জেলমুক্তি ঘটছে না তার। আরও একটি মামলার সূত্রে কারাগারেই থাকতে হবে তাকে। অক্টোবর মাসের শেষে সেই মামলার শুনানি রয়েছে।উল্লেখ্য, ২০২৪ সালে জুলাই মাসে উঠে আসে জয়ন্তর কাণ্ডকারখানা! মধ্যরাতে মদ্যপ অবস্থায় দুই যুবক-সহ একজনের মাকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগে চরম উত্তপ্ত হয়েছিল বেলঘরিয়া থানার আড়িয়াদহ কেদারনাথ সিংহ রোড এলাকা। এরপর থেকে মূল অভিযুক্ত জয়ন্ত সিংয়ের গ্রেপ্তারির দাবিতে সরব হয়েছিল এলাকাবাসী। তাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তারপর উঠে আসে একের পর অভিযোগ। তালতলা স্পোর্টিংয়ে একজনের হাত-পা দু'দিক থেকে টেনে ধরে তালিবানি কায়দায় লাঠি দিয়ে বেধড়ক মারধরের ভিডিও ভাইরাল হয়। ওইদিনই এই ক্লাবে আরেকটি পাশবিক অত্যাচারের ভিডিও প্রকাশ পায়।

জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দারচা মায়ার ভ্যালির অনামী শৃঙ্গে বাঙালি

রাজ, ১০ অক্টোবর ঃ ৬ই অগাস্ট সকাল ৩টা ০৬ মিনিটে ইতিহাস গড়লেন বাঙালি পর্বতারোহী শুভেঃদু মণ্ডল। দুই শেরপার সহায়তায তিনি প্রথমবার সফলভাবে পা রাখলেন দারচা মাযার ভ্যালির এক অনামী শৃঙ্গের চূড়ায়। উচ্চতার চ্যালেঞ্জ আর অনিশ্চিত আবহাওয়া পেরিয়ে, ৬ অগাস্ট সকাল ৩টা ০৬ মিনিটে ইতিহাস গড়লেন বাঙালি পর্বতারোহী শুভেন্দু মণ্ডল। দুই শেরপার সহায়তায় তিনি প্রথমবার সফলভাবে পা রাখলেন দারচা মাযার ভ্যালির এক অনামী শৃঙ্গের চূড়ায়। দারচা মায়ার ভ্যালির অনামী শৃঙ্গে প্রথম সাফল্য, বাঙালি অভিযাত্রী শুভেন্দু মণ্ডলের ঐতিহাসিক আরোহণ।এর আগে ২০১৫ সালে একটি বিদেশি দল ৫,৫৫০ মিটার পর্যন্ত উঠেও খারাপ আবহাওয়ার কারণে অভিযান বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছিল। গত ২৯ জুলাই কলকাতা থেকে দারচা উদ্দেশে রওনা হয় পাঁচ সদস্যের দলটি। দলের সদস্যরা হলেন-অর্পিতা রায় (হিন্দমোটর), অনুসূয়া দে (গুড়াপ), ময়ূর বণিক (বর্তমানে হিমাচলপ্রদেশে বসবাসকারী), নির্মল কুমার (উত্তরাখণ্ডের বাসিন্দা) এবং সোনারপুরের শুভেন্দু মণ্ডল।স্থানীয়রা শেরাচুয়া হিসেবে সেই পর্বত শৃঙ্গকে চিনলেও অত্যন্ত দুর্গম ও অনামী পাহাড়ের কোনও নির্দিষ্ট নাম ছিল না। তাই তিনি অভয়া নাম দেন। এ বার অন্য একটি পর্বত শৃঙ্গের নাম বদলের জন্য প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর ও ইন্ডিয়ান মাইন্টেনিয়ারিং ফাউন্ডেশনের কাছে আবেদন করলেন বাংলার শুভেন্দু মণ্ডল। সদ্য তিনি লাহুল স্পিতির দরচা-মায়ার ভ্যালিতে অবস্থিত এক শৃঙ্গ জয় করেন। এর পর সেটির নাম নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর নামে করার প্রস্তাব দেন তিনি।২৯ জুলাই কলকাতা থেকে রওনা দিয়ে তাঁরা দারচা পৌঁছন এবং সেখান থেকেই অভিযান শুরু হয়।

শহিদ ক্ষুদিরাম-দক্ষিণেশ্বর মেট্রো রুটে হতে চলেছে নানা বদল

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা,১০ অক্টোবর ঃ কিছু দিন আগের কথা। একদিন দেখা যায় মেট্রোর ব্লু লাইনের সমস্ত ডিসপ্লে বোর্ড অন্ধকার হয়ে গিয়েছে। দেখা যাচ্ছে না ট্রেনের সময় সরণি। ফলে সমস্যায় প।নে নিত্যযাত্রীরা। ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটে তাঁদের। দিন তিনেক পর ফের ফিরে আসে সময়সারণি। তবে তাও যাচ্ছে মাঝেমধ্যেই বিগড়ে। আর তাই এবার কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর সমস্ত স্টেশনের প্যাসেঞ্জার ইনফরমেশন ডিসপ্লে সিস্টেম বদলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে মেট্রো কর্তৃপক্ষ। একই সঙ্গে মেট্রোর কামরায় এবং সব স্টেশনের প্যাসেঞ্জার অ্যানাউন্সমেন্ট সিস্টেমও বদল করা হবে। দীর্ঘদিন ধরেই মেট্রোর এই ঘোষণা ঘিরে যাত্রীদের মধ্যে অসন্তোষ ছিল। অভিযোগ, মাইকের ভাষা অস্পষ্ট থাকার ফলে পরিষ্কারভাবে তা শোনা যায় না। এবার সেই প্যাসেঞ্জার অ্যানাউন্সমেন্ট সিস্টেমও বদল করা হবে। ইতিমধ্যেই এ বিষয়ে টেন্ডার করা হয়েছে। এগুলো বদল করতে খরচ ধরা হয়েছে ১৬.১৪ কোটি টাকা। মেট্রোর তরফে জানানো হয়েছে, প্রত্যেক স্টেশনেরই এই ডিসপ্লে বোর্ড বদল করা হবে। শুধু প্ল্যাটফর্মেই নয়, স্টেশনে ঢোকার মুখে থাকা ডিসপ্লে বোর্ডও বদল হবে। পাশাপাশি বদলানো হবে সিস্টেমও। প্যাসেঞ্জার অ্যানাউন্সমেন্ট পুজোর আগে প্রায় মাসদেড়ে কে ধরে নানা সমস্যায় জর্জরিত ছিল মেট্রোর এই ব্লু লাইন। মাসখানেক আগে যখন এই সময়সারণি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল মেট্রো স্টেশনে, তখন যাত্রীদের অভিযোগ ছিল, নিত্যদিনের অব্যবস্থা ঢাকতেই ডিসপ্লে বোর্ড অকেজো করে দেওয়া হয়। কিন্তু বাস্তবে সেগুলো খারাপ হয়ে যায়। কোনওমতে জো।তাপ্পি মেরে ফের তা ঠিক করা হয়। কিন্তু সেগুলো তারপরও পুরোপুরি ঠিক হয়নি। তখনই সিদ্ধান্ত হয়েছিল, এই ডিসপ্লে বোর্ডগুলো বদল করা হবে। পাশাপাশি অ্যানাউন্সমেন্ট সিস্টেমেরও আধুনিকীকরণ করা হচ্ছে। মেট্রোয় যে কোনও বিভ্রাট হলেই যাত্রীদের উদ্দেশে এই মাইকে ঘোষণা করা হয়। কিন্তু বহু পুরনো এই অ্যানাউন্সমেন্ট সিস্টেমে যা ঘোষণা হয়, তা অধিকাংশ যাত্রীই বোঝেন না। একই সঙ্গে এখন ব্লু লাইনকে কেন্দ্র করে একাধিক লাইন সংযুক্ত হয়েছে। ফলে এসপ্ল্যানেড, নোয়াপা।।, কবি সুভাষের মতো স্টেশনগুলোতে যাত্রী সুবিধার্থে বারবার ঘোষণা করতে হয়। কিন্তু মান্ধাতার আমলের সেই অ্যানাউন্সমেন্ট সিস্টেম থেকে পরিষ্কারভাবে কোনও কথা শোনা যায় না। আর তাই এবার এই ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ হচ্ছে। মেট্রোর এক কর্তা জানান, যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যে যা যা করার তাই করা হচ্ছে। এগুলো তারই বিষয়।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (E)/Electricity-II, KMC** invites e-tender online quoted/percentage rate two bid system for following works :

1. NIT No. : KMC/ELY/ESTM-95/25-26
Name of work : **Repairing/Replacement of defective luminaries, non working DB panels including restoration HT cable fault with allied electrical works at Dhapa Check Post under KMC**. Estimate Amount (Including GST 18% & 1% CESS): **Rs. 2,93,292.00**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **15 Days**.

2. NIT No. : KMC/ELY/ESTM-96/25-26
Name of work : **Replacement of defective luminaries and non working high mast light including DB panel with allied electrical works at Dhapa Garage under KMC**. Estimate Amount (Including GST 18% & 1% CESS): **Rs. 3,29,763.00**. Earnest Money: **Rs. 7,000.00**. Period of Completion: **15 Days**. Last date and time of submission of bid : **29.10.2025 - 4 p.m.** (for sl. no. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **11.10.2025 - 6 p.m.** (for sl. no. 1 & 2). The website **https://wbtenders.gov.in** (for sl. no. 1 & 2).

The **Executive Engineer (Electrical) Lighting Zone-IV, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work :

NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/233/25-26
Name of work : **Installation of street lighting arrangement at Swami Vivekananda Road, Sibaji Road surrounding in Ward No.-102 Br-XII**. Estimated Amount : **Rs. 1,99,794.74**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **30 Days**. Last date and time of submission of bid : **18.10.2025** up to **5 p.m.** The bid form and other details are available on and from **08.10.2025 - 5 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Electrical)/Lighting Z-V/Br-XV, G.R.U., KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :

1. NIT No. : KMC/LTG/CM/30/25-26/125
Name of work : **Operation and maintenance of electrical system at Borough-XV Office, G.R.U**. Estimated Amount: **Rs. 1,98,200.00.** Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Time of Completion: **365 Days**.

2. NIT No. : KMC/LTG/CM/31/25-26/126
Name of work : **Installation and improvement of street lighting system at D.M. Bagan, T.G. Road, Akhay Kanan and others areas in Ward No.-133**. Estimated Amount: **Rs. 4,98,449.14.** Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Time of Completion: **30 Days**.

3. NIT No. : KMC/LTG/AA/32/25-26/115
Name of work : **Repairing of street lighting system at Kumar Para Lane, Badartala Road and others in Ward No.-141**. Estimated Amount: **Rs. 1,98,822.10.** Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **20 Days**.

4. NIT No. : KMC/LTG/AA/36/25-26/119
Name of work : **Improvement of lighting system at Mullick Para Lane and Bye Lane and others in Ward No.-138, Borough-XV**. Estimated Amount: **Rs. 4,99,656.09.** Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **25 Days**.

5. NIT No. : KMC/LTG/AA/35/25-26/118
Name of work : **Repairing of street lighting system at Jugi Para, Amin Para and others in Ward No.-138**. Estimated Amount: **Rs. 4,99,915.00.** Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **25 Days**.

6. NIT No. : KMC/LTG/AA/33/25-26/116
Name of work : **Repairing of street lighting system at Kumar Para Lane, Naskar Para Road and others in Ward No.-141**. Estimated Amount: **Rs. 3,49,453.84.** Earnest Money: **Rs. 7,000.00**. Period of Completion: **25 Days**.

7. NIT No. : KMC/LTG/AA/39/25-26/122
Name of work : **Repairing of street lighting system at uttaran areas of Laskar Para, Mazar Para and others in Ward No.-141, Br-XV**. Estimated Amount: **Rs. 1,98,343.51.** Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **20 Days**.

8. NIT No. : KMC/LTG/AA/41/25-26/124
Name of work : **Repairing of street lighting system at surrounding areas of Jelia Para Road, Jelia Para Lane and Bye Lane and others in Ward No.-141**. Estimated Amount: **Rs. 4,99,922.07.** Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **25 Days**.

9. NIT No. : KMC/LTG/AA/34/25-26/117
Name of work : **Repairing of street lighting system at Bada Bagan Lane, Mallo Para Lane and others in Ward No.-138**. Estimated Amount: **Rs. 1,98,537.62.** Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **20 Days**.

10. NIT No. : KMC/LTG/AA/37/25-26/120
Name of work : **Improvement of lighting system at Zhinooksha Lane, Baddi Para Lane and others in Ward No.-138, Borough-XV**. Estimated Amount: **Rs. 4,99,825.77.** Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **25 Days**.

11. NIT No. : KMC/LTG/AA/40/25-26/123
Name of work : **Repairing and renovation of street lighting system at Bagdi Para Road, Kachari Bari Road and others in Ward No.-141**. Estimated Amount: **Rs. 4,99,790.23.** Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **25 Days**.

12. NIT No. : KMC/LTG/AA/38/25-26/121
Name of work : **Repairing of street lighting system at Panch Para Road, Panch Para Lane and others in Ward No.-138**. Estimated Amount: **Rs. 4,99,627.90.** Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **25 Days**. Last date and time of submission of bid : **30.10.2025 (5 p.m.)** (for sl. no. 1 to 12). The bid forms and other details are available on and from **15.10.2025 (5 p.m.)** (for sl. no. 1 & 2) / **17.10.2025 (5 p.m.)** (for sl. no. 3 to 7) and **18.10.2025 (5 p.m.)** (for sl. no. 8 to 12). The website **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 to 12). For corrigendum/addendum, etc. if any, the same website has to be seen (for sl. no. 1 to 12).

13. NIT No. : KMC/LTGV/118/25-26/B1 (1st call)
Name of work : **Improvement of existing street lighting system at uttaran areas of Banstala, Dhangar Para, Rathin Das and other different uttaran areas of Ward No.-118, Br-XIII, KMC**. Estimated Amount: **Rs. 4,80,677.19.** Earnest Money: **Rs. 9,620.00**. Period of Completion: **20 Days**. Last date and time of submission of bid : **30.10.2025 (4 p.m.)**. Bid opening date for technical proposal : **01.11.2025 (11 a.m.)**. The bid forms and other details are available on and from **10.10.2025 (4 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

14. NIT No. : LTG/XIV/37/25-26/128/OM/SL
Name of work : **Operation and maintenance of street lighting installation in Ward No.-128 under Borough-XIV**. Estimated Amount: **Rs. 4,98,009.00.** Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **365 Days**.

15. NIT No. : LTG/XIV/38/25-26/128/OM/MKT
Name of work : **Operation and maintenance of electrical installation at Bakultala Market in Ward No.-128**. Estimated Amount: **Rs. 3,46,531.00.** Earnest Money: **Rs. 6,950.00**. Period of Completion: **365 Days**.

16. NIT No. : LTG/XIV/28/25-26/132/U1
Name of work : **Improvement of street lighting system at 10 No. Bustee, Cocola Bustee, Bishalakhmitala and other uttaran areas in Ward No.-132**. Estimated Amount: **Rs. 2,47,350.00.** Earnest Money: **Rs. 5,000.00**. Period of Completion: **10 Days**. Bid opening date for technical proposal (online) : **30.10.2025 (3 p.m.)** (for sl. no. 14 to 16). Last date and time of submission of bid : **30.10.2025 (11 a.m.)** (for sl. no. 14 to 16). The bid forms and other details are available on and from **10.10.2025 (4 p.m.)** (for sl. no. 14 to 16). The website **https://wbtenders.gov.in** (for sl. no. 14 to 16).

The **Executive Engineer (Roads), KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :

1. NIT No. : KMC/ROADS/2025-2026/517 (1st call)
Name of the work : **Repairing of road in patches at 4C, 2, Tiljala Road, 7/A/1, 7C, A.J.C. Bose Road, etc under Br-VII**. Estimated Amount (Incl. GST & CESS) : **Rs. 4,95,176.34** (Excl. Contingency Amt). Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **60 Days**. Last date and time of submission of all bids : **30.10.2025** at **12 noon**.

2. NIT No. : KMC/ROADS/2025-2026/396 (1st call)
Name of work : **Relaying kerb & channel stone at Mahendra Srimani Street from the Jn. of Rammohan Sarani to the Jn. of A.P.C. Road in Ward No.-27 under Br-IV**. Estimate Amount (Incl. GST & CESS) : **Rs. 4,66,603.73**. Earnest Money: **Rs. 9,400.00**. Period of Completion: **60 Days**. Last date and time of submission of bid : **01.11.2025 - 12 noon**. The bid forms and other details are available on and from **14.10.2025** at **12 noon** (for sl. no. 1) **and 15.10.2025 (12 noon)** (for sl. no. 2). The website **https://wbtenders.gov.in** (for sl. no. 1 & 2).

The **S. O. (Roads), KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :

1. NIT No. : KMC/ROADS/2025-2026/426 (1st call)
Name of work : **Repairing of potholes at portions of KKM Road and Bansdroni Govt. Colony in Ward No. 104, 113 under Br XI**. Estimate Amount (Incl. GST & CESS): **Rs. 4,95,558.60**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **50 Days**.

2. NIT No. : KMC/ROADS/2025-2026/427 (1st call)
Name of work : **Repairing of potholes at Sonamukhi Main Rd and ShyamSunder Pally Colony in Ward No. 127, 128 under Br XIV**. Estimate Amount (Incl. GST 18% & 1% CESS): **Rs. 4,98,171.58**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **90 Days**.

Last date and time of submission of all bids : **31.10.2025 - 12 noon** (for sl. no. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **14.10.2025 (12 noon)** (for sl. no. 1 & 2). The website **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 & 2).

1175/25-26

বিধানসভা ভোটের পরিপ্রেক্ষিতে উচ্চ মাধ্যমিকের দ্বিতীয় সেমেস্টারের পরীক্ষা এগিয়ে আনা হচ্ছে

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা,১০ অক্টোবর ঃ ২০২৬-র বিধানসভা ভোটের পরিপ্রেক্ষিতে উচ্চ মাধ্যমিকের দ্বিতীয় সেমেস্টারের পরীক্ষা এগিয়ে আনা হচ্ছে বলে

জানতে পারা গিয়েছে। সেমেস্টার পদ্ধতির বিধি অনুসারে ছ'মাস পঠনপাঠনের পর পরীক্ষা হওয়ার কথা। গত ২২ সেপ্টেম্বর শেষ হয়েছে প্রথম সেমেস্টারের পরীক্ষা। বিধি মানলে দ্বিতীয় সেমেস্টার পরীক্ষা হওয়ার কথা ১৬ মার্চ থেকে। কিন্তু ভোট মাথায় রেখে তা করতে হচ্ছে তার আগেই ফেব্রুয়ারিতে।

আর এতে পুরো সিলেবাস শেষ করা নিয়ে অনিশ্চয়তা, আশঙ্কা তৈরি হয়েছে শিক্ষক মহলে। তাঁদের উদ্বেগের কারণ, প্রায় গোটা অক্টোবর বন্ধ থাকছে স্কুল। অন্য নানা পরীক্ষাও রয়েছে। সরকারি ভাবে পঠনপাঠন শুরু হওয়ার কথা ২৫ অক্টোবর। অর্থা, সাকুল্যে মাস তিনেক সময় পাবেন শিক্ষকরা। ফলে ব্যাহত হতে পারে দ্বাদশের পঠনপাঠন। তাই সিলেবাস কমিয়ে দেওয়া বা পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়ার কথা বলছেন শিক্ষকরা। নারায়ণদাস বাঙ্গুর স্কুলের প্রধান শিক্ষক সঞ্জয় বড়ুয়া বলেন, নভেম্বর থেকে পুরোদমে পঠনপাঠন শুরু হলেও হাতে মাত্র ৯০ দিন সময় পাওয়া যাবে। এই সময়ের মধ্যে সিলেবাস শেষ করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। এ প্রসঙ্গে পার্ক ইনস্টিটিউশনের প্রধান শিক্ষক সুপ্রিয় পাঁজা বলেন, এত কম সময়ের মধ্যে নতুন সিলেবাস অনুযায়ী প্রাকটিক্যাল ও থিওরির সমস্ত পাঠ শেষ করা কার্যত অসম্ভব। শিক্ষা সংসদের উচিত পড়ুয়াদের কথা ভেবে সিলেবাস কাটছাঁট করা বা পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়া। শিক্ষকরা বলছেন, নভেম্বরে ক্লাস শুরু হলেও নানা কার্যক্রম রয়েছে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। আগামী ৩ থেকে ১৩ নভেম্বরের সমস্ত স্কুলে মাধ্যমিকের টেস্ট হওয়ার কথা। ডিসেম্বরের প্রথম ও দ্বিতীয় সপ্তাহে পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণির সামিটিভ পরীক্ষা।

ফলে সেই সময়ও ক্লাস বিঘ্নিত হতে পারে। তাছাড়া ডিসেম্বরের শেষে পড়বে শীতের ছুটি। জানুয়ারি মাসে রয়েছে যুব দিবস, নেতাজি জয়ন্তী, সাধারণতন্ত্র দিবস-সহ একাধিক সরকারি ছুটি। বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা থেকে সরস্বতী পুজো সবই থাকবে এই সময়। ফলে পড়ুয়ারা ৭০-৭৫ দিনও সময় পাবে না। যদিও সিলেবাস কমানো বা পরীক্ষা পিছনোর কথা ভাবছে না উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। তাদের ব্যাখ্যা, সরকারের অনুমতি নিয়েই ২০২৬-এর পরীক্ষার দিনক্ষণ ঠিক করা হয়েছে। শিক্ষা সংসদের সচিব প্রিয়দর্শনী মল্লিকের বক্তব্য, সিলেবাস নিয়ে চিন্তা না করে ছাত্রছাত্রীরা পড়াশোনা করুক। পরীক্ষা দিতে যাতে কোনও অসুবিধা না হয়, সে বিষয়ে কাউন্সিল সর্বদা লক্ষ রাখবে। তবে এই মুহূর্তে পরীক্ষার সময় বা সিলেবাস পরিবর্তন করার সুযোগ কোনও নেই।

১৪ অক্টোবর থেকে শহরের চারটি বাজি বাজার বসছে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা,১০ অক্টোবর ঃ কালীপূজা ও দীপাবলির আগে পরিবেশবান্ধব সবুজ বাজি মানুষের পৌঁছে দিতে ১৪ অক্টোবর থেকে শহরের চারটি বাজি বাজার বসছে। শহিদ মিনার সংলগ্ন মাঠ, উত্তর কলকাতার টালা ময়দান, দক্ষিণ কলকাতার বেহালা এবং ইএম বাইপাস লাগোয়া কালিকাপুর মাঠে ১৪ অক্টোবর থেকে ২০ অক্টোবর পর্যন্ত বাজার চলবে বলে উদ্যোক্তাদের তরফে জানানো হয়েছে। এবিষয়ে.আলোচনা করতে আজ ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধিদের বৈঠকে ডাকা হয়েছে। পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে ওই বৈঠকে বাজি বাজারের নিরাপত্তা ও নিয়মাবলী চূ।ন্ত করা হবে।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - ই-টেন্ডার

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি সংখ্যা ঃ পিসিএমএম/জিইএনএল/টিপি/২০২৫/৩৭, তারিখ ঃ ১০.১০.২০২৫। "ই" প্রোকিওরমেন্ট পদ্ধতির জন্য টেন্ডার। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে প্রিন্সিপ্যাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, হেড কোয়ার্টার অফিস (ষষ্ঠ তল), নিউ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং, ১১, গার্ডেনরিচ রোড, কলকাতা-৭০০০৪৩ কর্তৃক নিম্নলিখিত ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে, যেগুলি ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ আপলোড করা হয়েছে। সমস্ত টেন্ডারগুলি **দুপুর ২টায়** বন্ধ হবে।

ক্র. নং.	টেন্ডার নং	নির্ধারিত তারিখ	সংক্ষিপ্ত বিবরণ	পরিমাণ	ইএমডি (টাকায়)
১	৩৩২৫৩২৫৪এ	১৭.১১.২০২৫	হাই ক্যাপাসিটি ইন্টার ভেইকল কাপলার	১৫০টি	৫,১৩,৩৬০
২	৩৩২৫৫০২১	১২.১১.২০২৫	মানোন্নত হাই টেনসাইল টাইট লক সেন্টার	১০০টি	৪,৫৩,২৬০
৩	৬৫২৪৫০৬৭সি	২০.১০.২০২৫	এডি কারেন্ট টেস্টিং মেশিন	০১ সেট	১,০৪,৮৬০
৪	৫৬২৫১৭৬২	০৩.১১.২০২৫	ভূগর্ভস্থ রেলওয়ে সিগন্যালিং কেবল ১২ কোর ইত্যাদি সরবরাহের চালু চুক্তি	৪৫০০ কিমি.	৫০,০০,০০০
৫	আইই২৫৫৬১৯	১০.১১.২০২৫	উন্নত এইচটি-সিবিসি-এর জন্য নাক্‌ল্‌	৯০০টি	১,৮৮,৮২০
৬	৬০২৫০০১৭	২৩.১০.২০২৫	বোল্ট, নাট ও ওয়াশার সহ ৬০ কেজি জগলড্‌ ফিশ প্লেট ইত্যাদি প্রস্তুত ও সরবরাহ	৮০০০ সেট	৮,১৩,৬০০
৭	৬৬২৫৫০১৬	২৪.১০.২০২৫	ট্র্যাক মেশিনের জন্য মাইক্রো কন্ট্রোলার ভিত্তিক ইলেক্ট্রনিক স্পীড ইন্ডিকেটিং অ্যান্ড রেকর্ডিং সিস্টেম সরবরাহ, স্থাপন ও কার্যনিয়োগ	৪৭ সেট	২,৯০,৮৯০
৮	৪২২৫৩০৮১	২৮.১০.২০২৫	ব্রাশলেস ডিসি (বিএলডিসি) মোটর সিলিং ফ্যান ইত্যাদি সরবরাহ	৩৯১৩০ টি	১৭,৫৪,৫৯০
৯	৪০২৫১৫৮৯এ	০৪.১১.২০২৫	থিন ওয়ালড ইলেক্ট্রনিক বীম ইর‍্যাডিয়েটেড/কেমিক্যালি কিওরড ক্রস লিঙ্কড থিন ওয়ালড ফেক্সিবল ইলাসটোমেরিক ইত্যাদি	৫৭২৯ মিটার	৪,৭৪,৮৪০
১০	১৭২৫৩২৩৮	১৬.১০.২০২৫	৮ম বার্ষিক শেডিউল কিট ইত্যাদি	১২ সেট	১,৯৩,২৮০
১১	২৫২৫১২৭৭এ	৩১.১০.২০২৫	রিভার্সার, ১৫০০ এএমপিএস	৪১টি	৩,২৬,০৮০

আগ্রহী টেন্ডারদাতারা সম্পূর্ণ বিশদ/বিবরণ/স্পেসিফিকেশনের জন্য ও তাঁদের বিড অনলাইনে জমা করার জন্য ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in দেখতে পারেন। কোন ক্ষেত্রেই এই কাজের জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গৃহীত হবে না। বি.দ্র.ঃ সম্ভাব্য দরদাতারা অন্যান্য সকল টেন্ডারে অংশগ্রহণের জন্য এবং তৎপরবর্তী প্রকাশিত সংশোধনীর জন্য নিয়মিত www.ireps.gov.in দেখতে পারেন। (PR-709)

হাওড়া স্টেশনে প্ল্যাটফর্মেই জন্ম ফুটফুটে পুত্র সন্তানের!

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া,১০ অক্টোবর ঃ বকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে হাওড়া স্টেশনে যাত্রীদের ভিড়, ঠিকমতো দাঁড়ানোও দায়। ১২ নম্বর প্ল্যাটফর্মে বালিকাকে সঙ্গে নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন অন্ত ঃসত্ত্বা সুমিত্রা বাসিল। হঠা তাঁর প্রসবযন্ত্রণা শুরু হয় এবং তিনি স্টেশনের মধ্যেই শুয়ে পড়েন। মায়ের ওই অবস্থায় কী করবে বুঝতে পারছিল না ছোট মেয়েটিও। তখনই ছুটে আসেন আরপিএফ ও জিআরপির জওয়ানরা। মহিলাকর্মীরাই ঘিরে দেন এলাকা। স্টেশনেই ফুটফুটে পুত্র সন্তানের জন্ম দেন সুমিত্রা। মা ও সন্তান উভয়ই সুস্থ, বর্তমানে হাওড়া জেলা হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। সুমিত্রা বাসিল। বয়স ৩৫ বছর। তিনি অন্ডালের বাসিঃদা। হাওড়া থেকে কোল্ডফিল্ড এক্সপ্রেস ধরার জন্য এসেছিলেন। ফিরছিলেন অন্ডালেই। সেই সময় ওঠে প্রসবযন্ত্রণা। অসুস্থ বোধ করেন।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩০ বর্ষ, দৈনিক ৩০৭ সংখ্যা, শনিবার ২৪ আশ্বিন, ১৪৩২

রবীন্দ্র প্রেমিক গায়ক

তিনি নিজের মুখে বলেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায় তাঁর প্রেরণা। শুধু তাই নয় শিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে জলসায় হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গান শোনাতেন, পোশাকেও তাঁর অনুকরণ,হাতা গোটানো সাদা শার্ট ও ধুতি। একথা বললে হয়ত অত্যুক্তি হয় না 'শ্যামল বরণী ওগো কন্যা',এই ঝিরঝির বাতাসে ওড়াও ওড়না'য়! যে কণ্ঠকে শ্রোতাদের অনেকেই হেমন্ত মুখোপাধ্যায় বলে ভুল করেছেন। সেই কণ্ঠের আসল মালিক দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়। অচিরেই অবশ্য সোনা রোদে কুয়াশা কাটার মতোই ভুলের মায়াজাল কাটিয়ে শ্রোতারা চিনে নিলেন দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়কে। 'ক্ষুধিত পাষাণ' ছবিতে দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় গেয়েছেন 'যে রাতে মোর দুয়ারগুলি ভাঙল ঝড়ে' যে ভাবে গেয়েছেন। ওই গানটি দেবব্রত বিশ্বাস গেয়েছিলেন 'মেঘে ঢাকা তারা' ছবিতে। সেটা মাইলস্টোন। কিন্তু তার পাশে দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া গানটিও থাকবে। সত্যি বলতে যখন রবীন্দ্রনাথের গানে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও দেবব্রত বিশ্বাস মধ্যগগনে তার মাঝে নিজের স্বকীয় স্থান করে নেওয়া খুব সহজ কাজ ছিল, তা মোটেই নয়। অদ্ভুত লাগবে হয়ত শুনতে এক সময় দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় স্বয়ং ভাবতেন গান আদপে মেয়েদের জন্য। স্বচ্ছল পরিবারের সন্তান। ঠাকুরদা চিকিৎসক ছিলেন। সেই দ্বিজেনও শেষ পর্যন্ত গানের প্রেমে পড়লেন। বাড়িতে লুকিয়ে লুকিয়ে গানের চর্চা করতেন। নজরে পড়লেন সংগীতের শিক্ষক সুশান্ত লাহিড়ির। শ্রোতা হয়ে একবার এক অনুষ্ঠানে গিয়ে বিরাট এক বিড়ম্বনার মুখে পড়তে হল। ওই অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী সংগীতের শিল্পী গরহাজির।সংগঠকদের মাথায় হাত ।নিজেদের বাঁচাতে সংগঠকরা ঢাল বানালেন দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়কে। একপ্রকার তাঁকে জোর করে মঞ্চে তুলে দেওয়া হয় ।ভাঁড়ারে স্বল্প পুঁজি নিয়ে দ্বিজেন সেদিন অসাধারণ গাইলেন ।শ্রোতারা মুগ্ধ, গানের শেষে মিষ্টির বাক্সের সঙ্গে মুখবন্ধ খামে মিলল নগদ পাঁচটি টাকাও! গান গেয়ে টাকা পাওয়া যায়! সংগীত নিয়ে সেদিন তাঁর ভাবনা চিরকালের মত বদলে যায়। মনেপ্রাণে চেয়েছিলেন মহালয়ার প্রভাতী অনুষ্ঠানে একক গান গাওয়া। সেই সুযোগ চলে আসে ১৯৫২ সালে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় মুম্বই চলে যাওয়ার সুবাদে। সেই থেকে 'জাগো, তুমি জাগো' দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় কে দিয়েই গাইয়েছেন পঙ্কজ মল্লিক। যা সর্ব অর্থে ইতিহাস গড়েছে। তত দিনে গ্রামোফোনে রবীন্দ্রসংগীতের সুযোগও পেয়ে গিয়েছিলেন তিনি। গণনাট্য সঙ্ঘে ঢুকে সলিল চৌধুরীর ঘনিষ্ঠ সখ্য তৈরি হয়। মুম্বইয়ে গিয়ে বেশ ক'টি হিন্দি ছবিতেও গান গেয়েছেন। লতা মঙ্গেশকরের সাথে 'হানিমুন', 'মায়া' , 'মধুমতী' ছবিতে ডুয়েট আছে। অবশ্য মুম্বই জীবন দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। ফিরে আসেন কলকাতায়। প্রথাগত ভাবে শান্তিনিকেতনে থেকে রবীন্দ্রনাথ গান না শিখলেও রবীন্দ্রসংগীতের 'শুদ্ধতা' রক্ষার জন্য তৈরি বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ডে দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় হয়েছিলেন প্রথম অ-আশ্রমিক সদস্য। পরে বোর্ডের প্রধানও হন।

পরাধীন দেশের নোবেল

১৯১৩ সালের ১৫ নভেম্বর। প্রায় ১১২ বছর আগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতনে টেলিগ্রাম মারফৎ নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির খবরটি পান। ১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান। সেই সময় নোবেল পুরস্কার মূল্য ছিল আট হাজার পাউন্ড। ভারতীয় মুদ্রায় এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন প্রথম অ-শ্বেতাঙ্গ নোবেল বিজয়ী। ১৯১৩ সালের ১৩ নভেম্বর সুইডিশ নোবেল কমিটি ঘোষণা করে ôé The Nobel prize for literature for 1913 has been awarded to the Indian poet Rabindranath Tagore. পরদিন খবরটি ইংল্যান্ডের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় মুদ্রিত হয়। 'রয়টার' সংবাদ সংস্হা পরিবেশন করে রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির খবরটি। নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির খবরটি রবীন্দ্রনাথ পান ১৯১৩ সালের ১৫ নভেম্বর। কবি তখন ছিলেন শান্তিনিকেতনে। কবি সত্যেন্দ্রনাথ কলকাতা থেকে টেলিগ্রাম মারফৎ খবরটি প্রেরণ করেন কবি জামাতা নগেন্দ্রনাথকে। রান্নাঘরে সকলে যখন খাবার গ্রহণ করছিল তখনই তিনি তা উপস্থিত সকলকে জানান। এই খবরে আনন্দের ঢেউ বয়ে যায়। কবি তখন রথীন্দ্রনাথ ও দীনেন্দ্রনাথকে নিয়ে চৌপাহাড়ী শালবনে বেড়াতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। নোবেল পুরস্কারের জন্য রবীন্দ্রনাথের নাম নোবেল কমিটির কাছে সুপারিশ করেন রয়াল সোসাইটি অব লিটারেচার অব ইউ কে -এর সদস্য স্টার্জমুর ST. Sturge Moore সুইডিশ একাডেমির সদস্য এবং খ্যাতিমান কবি ভন হেইডেনস্টাম ইংরেজি গীতাঞ্জলি সুইডিশ ভাষায় অনুবাদ করেন। নোবেল কমিটির আরেক সদস্য পের হ্যালস্ট্রস 'গীতাঞ্জলি' সম্পর্কে একটি রিপোর্ট জমা দেন। এরপরই নোবেল কমিটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নোবেল পুরস্কার প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ।বিভিন্ন দেশ থেকে আরও ২৮ জনের নাম সেই বছর নোবেল পুরস্কারের জন্য সুপারিশ এসেছিল। ১৯১৩ সালের ১০ ডিসেম্বর সুইডেনে ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত ক্লাইভ রবীন্দ্রনাথের হয়ে নোবেল পুরস্কারের সোনার মেডেল ও ডিপ্লোমা গ্রহণ করেন। ১৯১৪ সালের ২৯ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার কলকাতার গভর্নর হাউসে সুইডিশ কনসাল ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতে রবীন্দ্রনাথের হাতে নোবেল পুরস্কার তুলে দেন লর্ড কারমাইকেল। এটা শুধু ব্রিটিশ সরকারের গর্ব নয়, ভারত তথা সারা বিশ্বের গর্ব ছিল। ১৯২১ সালের ২৬ মে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সুইডেনে নোবেল বক্তৃতা দেন। সেখানে তিনি ভারতীয় সাহিত্যের আন্তর্জাতিকতা নিয়ে বক্তব্য পেশ করেছিলেন অতি সহজ সরল ভাষায় এবং নোবেল কমিটিকে ধন্যবাদ দানও করেছিলেন।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

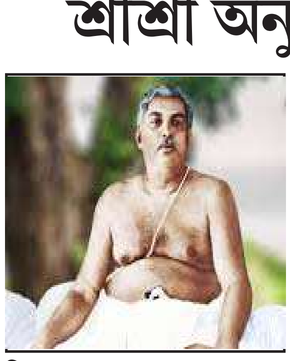

নিজের সাধ্যমতো দেশ সেবা করো। দেশের মানুষদের ভালোবাসা দেওয়ার চেষ্টা করো। কোনও সময়ে অহং বোধ প্রকাশ করবে না। সব জানি হবে জ্ঞান প্রকাশ করবে না। সবার মধ্যে কিছু দেওয়ার শক্তি থাকে। সেই শক্তিকে গ্রহণ করতে হবে। সবার শক্তি নিয়ে কাজ কর। দেব শক্তি হচ্ছে সর্বজয়ী। যে কোনও স্থানে এই শক্তিকে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে। ঠাকুর বলতেন যে কোনও সময়ে দেশমাতার বিরূপ কাজ করোনা। যদি দেশ মাতার বিরূপ কাজ করো তাহলে কিন্তু তুমি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তোমাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। একেবারে দিশাহীন হবে।

বিবেকানন্দ দর্শন

স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, নিজের মনকে সম্পদশালী করতে হবে। পিছনে ফিরে তাকালে চলবে না। সব সময়ে সম্মুখের দিকে তাকিয়ে চলবে হবে। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের হচ্ছে শক্তির উৎস। শক্তির ভাণ্ডার। শক্তিকে সঞ্চয় করতে হবে। সৎ কাজে তার ব্যবহার করা খুবই প্রয়োজন। সৃষ্টির কাজে তাকে ব্যবহার করতে হবে। মনের মধ্যে কোনও সংশয় রাখা চলবে না। এগিয়ে যেতে হবে সামনের দিকে শক্তিকে সঙ্গে করে নিয়ে। মা সারদা হচ্ছেন মহাশক্তি। জ্ঞান শক্তিদায়িনী। ধর্মের জয়ী সব সময়ে। অধর্মের পরাজয় ঘটে। অর্ধমকে ত্যাগ করে মানব ধর্মকে গ্রহণ করতে হবে। তবেই মানব জীবন মহৎ পথ ধরে এগিয়ে যেতে পারবে। ধর্ম মানুষকে আলোর পথ দেখাবে। সে ধর্ম হচ্ছে সেবা। সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। সব ধর্মে ওপরে তার স্থান। সত্যের বিকাশ করতে হবে। জ্ঞানের বিকাশ করতে হবে। প্রাণের বিকাশ করতে হবে। মানব শক্তি হচ্ছে এই জগতের সবচেয়ে বড় শক্তি। এই শক্তিকে উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করতে হবে। মানুষের বিপদের সময়ে গিয়ে পাশে দাঁড়াতে হবে।

বাংলার সশস্ত্র সংগ্রামের শুরুতেই মেদিনীপুরে গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠিত

রবীন্দ্রকুমার শীল

অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলা শিক্ষা ব্যবস্থায় যেভাবে শক্তিশালী ছিল ঠিক সেই রকম শক্তি ধরত বিপ্লবী আন্দোলনের ক্ষেত্রেও। কলকাতার পরই বিপ্লবী আন্দোলনের উজ্জ্বল আগুন দেখতে পাওয়া গিয়েছিল মেদিনীপুরে। বিপ্লবী অরবিন্দের বাংলায় আগমনের আগেই মেদিনীপুরে বিপ্লবী আখড়া তৈরির প্রাথমিক কাজ সমাপ্ত করে ফেলেছিলেন বিপ্লবী বারীন্দ্র কুমার ঘোষ। পাশাপাশি তিনি আবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে কলকাতার কাছে চন্দননগর, উত্তরপাড়াসহ হুগলির বিভিন্ন স্থানে বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তুলবেন। তবে মেদিনীপুরে শক্তিশালী বিপ্লবী আখড়া গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছিল তার প্রধান কারণ হচ্ছে সেখানকার জমিদার থেকে শুরু করে শিক্ষিত সম্প্রদায়রা প্রত্যেকেই ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থার বিরোধী ছিলেন। বিশেষ করে সেখানকার জমিদার এবং স্কুল কলেজের শিক্ষকেরা তরুণদের দেশপ্রেম শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বিপ্লবী অরবিন্দ কলকাতায় রাজা সুবোধ মল্লিকের বাড়িতে থাকার সময়ে বেশ কয়েকবার মেদিনীপুরে গিয়েছিলেন সেখানকার তরুণদের সঙ্গে বিপ্লবী বিষয়ক বক্তব্য রাখতে। মেদিনীপুরে জেলা সম্মেলন হল ১৯০৬ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে। ''বিপ্লবী দলের মেদিনীপুর শাখার কর্মীদল ছিল এই সম্মেলনের কর্মী। সত্যেন বসুর নেতৃত্বে ক্ষুদিরাম সম্মেলনে 'সোনার বাংলা' এবং 'No compromise'-এর কপি বিতরণ করে। সেখানে পুলিশ তাঁকে ধরে ফেলে। মামলায় ক্ষুদিরাম খালাস পায়, কিন্তু ক্ষুদিরামকে খালাস করতে গিয়ে সত্যেন বসু যে সাক্ষ্য দেন তাতে তাঁর সরকারি চাকুরী চলে যায়।" (বারীন্দ্র কুমার, পৃষ্টা- ৮৭) ।তখন কলকাতা ছিল বিপ্লবীদের কেন্দ্রীয় দফতর। '' কলকাতা কেন্দ্রের কাজ চলত চাঁদার অর্থ দিয়ে। শুধু মেদিনীপুর জিলার কাঁথি মহকুমার দিগম্বর নন্দী বৎসর অন্তে এক হাজার টাকা পাঠাতেন। প্রতি বৎসর বৈশাখের প্রথম সপ্তাহেই কোন গোপন ব্যক্তির মাধ্যমে টাকাটা কলকাতায় পাওয়া যেত। টাকাটা প্রথমে যতীন্দ্রনাথই নিতেন। তাঁর অবর্তমানে মেদিনীপুর সংগঠনের সঙ্গে নূতন দল যুক্ত ছিলেন বলে টাকাটা তাদের হাতেই আসত।" (বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার, পৃষ্টা-৯০) উনিশ শতকে মেদিনীপুরে বিপ্লবী কর্মকাণ্ড শুরু হয়ে গিয়েছিল। তখন বাংলাতে এসে উপস্থিত হয়েছেন বিপ্লবী অরবিন্দের ভাই বারীন্দ্র কুমার ঘোষ। তাঁর হাতে ভার দেওয়া হয়েছিল বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে বিপ্লবীদের আখড়া তৈরি করার। সেই দায়িত্ব তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছিলেন। তিনি বহুবার মেদিনীপুরে এসেছিলেন বিপ্লবীদের আখড়া নির্মাণ করতে। সেই সময়ে তাঁর বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে গোপনে কাজকর্ম শুরু করে দিয়েছিল মেদিনীপুরের তরুণরা। বর্ষিয়ান স্বদেশ প্রেমিক ঋষি রাজনারায়ণ বসু মেদিনীপুরটাকে পুনর্নির্মাণ করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি

মেদিনীপুর স্কুলে প্রধান শিক্ষক হয়ে যোগদান করলেন। শিক্ষা দীক্ষায় মেদিনীপুর জেলার ছেলেরা সেরা স্থান গ্রহণ করতে শুরু করে। সেই সময়ে জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, পিয়ারী লাল ঘোষ এবং হেমচন্দ্র কানুনগো স্বদেশ প্রেমে দীক্ষিত হয়ে বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান গড়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। এই প্রতিষ্ঠান গড়ার মূল লক্ষ্য ছিল তরুণ সমাজের মধ্যে স্বদেশি রাজনৈতিক চেতনা বিস্তার লাভ করানো। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে 'ভারতসভা' (২৫ সেপ্টেম্বর, ১৮৭৫ সাল) প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে। সেই সময়ে মেদিনীপুরে উনত্রিশটি ব্রাঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মেদিনীপুর সদর, রামজীবনপুর, তমলুক, কাঁথি, মহিষাদল সহ বিভিন্ন স্থানে বিপ্লবী সংগঠন তৈরি হয়। ১৯০১ সালে জাতীয় কংগ্রেসের রাজ্য অধিবেশন শুরু হয়েছিল মেদিনীপুর শহরে। সেই রাজ্য কংগ্রেস অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণকুমার মিত্র, জানকী নাথ ঘোষাল সহ বহু স্বদেশি নেতারা। সেই অধিবেশনে অর্ভ্যথনা কমিটির সভাপতি ছিলেন কার্তিক মিত্র এবং ক্ষিরোদ বিহারী দত্ত ছিলেন সম্পাদক। যোগেশচন্দ্র রায়ও জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদান করেন।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের স্রোতের ঢেউ মেদিনীপুরে গিয়ে পৌঁছে ছিল। সেখানে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনকে সফল করে তোলার জন্য মেদিনীপুরের বাসিন্দারা 'বেইনি সভাগৃহে' প্রতিবাদ সভার আয়োজন করে এবং বঙ্গভঙ্গ বিরোধী সিদ্ধান্তকে বাতিল করার জন্য মেদিনীপুর জুড়ে ব্যাপক আন্দোলন করার শপথ গ্রহণ করা হয়েছিল। সেই সময়ে গোটা মেদিনীপুরে জুড়ে বিদেশি কাপড় পোড়ানো, বিক্ষোভ পদযাত্রা, বনধ এবং রাখি বন্ধন উৎসব পালন করা হয়। তখন গোটা মেদিনীপুরে বহু আখড়াতে শুরু হয় শরীর চর্চার পাশাপাশি বিপ্লবী মন্ত্র গ্রহণ করা চলে। সেখানে আবার চরকা এবং দেশাত্মবোধ সঙ্গীত চর্চা করার ব্যবস্থাও করা হয়। স্বদেশি আন্দোলনে শুধু মেদিনীপুরের আমজনতাই অংশ গ্রহণ করেনি, বহু জমিদার পরিবারও স্বদেশি আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ না করলেও তাঁরা পরোক্ষভাবে বিপ্লবীদের উৎসাহিত করতেন। এদের মধ্যে ছিলেন জারার জমিদার যোগেশচন্দ্র রায় এবং তাঁর দুই সন্তান কিশোরপতি রায় এবং সাতকড়ি রায়, নাড়াজোলের জমিদার রাজা নরেন্দ্রলাল খানের পুত্র দেবেন্দ্রলাল খান, মুগবেড়িয়ার জমিদার দীগম্বর নন্দী, কালগেছিয়ার জমিদার গিরীশচন্দ্র মাইতির পুত্র জগদীশ চন্দ্র মাইতি, কাঁথির বীরেন্দ্রনাথ শাসমল এবং তমলুকের জমিদারসহ আরও অনেকে।

বিপ্লবী হেমচন্দ্র কানুনগো যুগান্তর বিপ্লবী দলের কর্মী ছিলেন। তিনি বিপ্লবী অরবিন্দের মন্ত্র নিয়ে কাজ করছিলেন। ১৯০৬ সালে তিনি ফরাসি দেশে চলে যান বোমা প্রস্তুত প্রণালী শেখার জন্য নিজের সম্পত্তির কিছু অংশ বিক্রি করে। ১৯০৭ সালে ডিসেম্বর মাসে নারায়ণগড় রেল স্টেশনে এ্যান্ড্রুজ ফ্রেজারকে হত্যার চেষ্টা বিফলে গেল। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্রিটিশ সরকার 'মেদিনীপুর বোমা মামলা' মেদিনীপুর শুরু করে। কিংসফোর্ডকে মারতে বিপ্লবী গুপ্ত সমিতির সভায় হেমচন্দ্র কানুনগো ক্ষুদিরামের নাম প্রস্তাব দিয়েছিলেন। ১৯০৮ সালে প্রফুল্ল চাকী এবং ক্ষুদিরাম কিংসফোর্ডকে মারতে ব্যর্থ হলে বিপ্লবী অরবিন্দ সহ বাংলার সব বিপ্লবীদের ধরে ইংরেজ সরকার কারাগারে বন্দি করে এবং আলিপুর বোমা ষড়যন্ত্র নামে একটি ইতিহাস বিখ্যাত মামলা শুরু হয়। বিপ্লবী বাঘা যতীন এবং রাসবিহারী বোসও মেদিনীপুরে এসেছিলেন বিপ্লবী সংঠনকে মজবুত করতে। সেই সময়ে বসন্ত সরকার, তারাপদ মুখার্জি, বিপিন হাজরা এবং মন্টু মুখার্জি বিপ্লবী দলে যোগদান করেন।

আমরা দেখতে পাই বিপ্লবীরা সেই সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' বইটি বিপ্লবীদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। 'আনন্দমঠ'কে বিপ্লবীদের অবশ্যপাঠ্য করেছিলেন বিপ্লবী অরবিন্দ। তিনি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের স্বদেশি দর্শনকে সমগ্র দেশবাসীর কাছে ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি 'বন্দেমাতরম' পত্রিকার সম্পাদকও হন। আবার সেই সময়ে প্রতিটি বিপ্লবীদের 'বন্দেমাতরম' গানটি গাইতে হতো। এটাই ছিল বিপ্লবীদের কাছে জাতীয় সঙ্গীত। পাশাপাশি গীতাও বিপ্লবীদের মন্ত্রগুপ্তি হিসাবে কাজ করতো। 'গীতা' স্পর্শ করে বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করতেন গুপ্ত সমিতির প্রত্যেক সদস্য। সেই সময় থেকে শুরু হয়েছিল দুর্গা পুজোর প্রচলন। দেবী দুর্গা তখন ছিলেন বিপ্লবীদের কাছে শক্তির প্রতীক। ব্রিটিশ অসুরকে বধ করাই ছিল বিপ্লবীদের মূল উদ্দেশ্য। অসহযোগ আন্দোলন কালে রাজ্যস্তরে জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন বীরেন্দ্রনাথ শাসমল। পরে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস সভাপতি হিসাবে নির্বাচিত হন। কিশোরপতি রায় মেদিনীপুর জেলায় কংগ্রেস স্থাপন করেছিলেন। জাতীয় কংগ্রেসের চারটি ডিভিশিন ছিল। ৩৩ টি আখড়া এবং ২২৭ টি ইউনিয়ন তৈরি হয়ে গিয়েছিল।

মাতৃভূমির সম্মান এবং প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষা বিরসা

নরেন দাশগুপ্ত

মুন্ডা প্রথা অনুযায়ী বৃহস্পতিবার জন্ম হওয়ায় বাবা-মা ছেলের নাম রাখলেন বিরসা। চরম দারিদ্র পরিবারটির চিরসঙ্গী। কাজ আর বর্গা জমির পিছনে ঘুরুতে ঘুরতে তাঁরা অধুনা ঝাড়খন্ডের উলিহাটু থেকে কুরুম্বা, ফের নড়ন তারপর বোম্বাখগ্রামে গ্রামে ছুটে বেড়াত। পরবর্তীতে হত দরিদ্র পরিবারটি থিতু হয় চাকলাদ গ্রামে। তবে বাবা-মার দারিদ্র্যের বোঝা একটু হালকা করতে বিরসাকে ছোটবেলাতেই যেতে হয় মামারবাড়ি আইয়ুভাতি গ্রামে।

আর পাঁচটা মুন্ডা ছেলের মতোই বিরসাও সকাল বেলা বেড়িয়ে পড়ত ছাগল-ভেড়ার দল নিয়ে। বনে জঙ্গলে তাদের চড়িয়ে আর দস্যিপনা করেই দিন কাটত। এভাবেই চলল বেশ কিছুদিন। একটা সময় সুর ভড় করল বিরসাকে। কখনো একতারা, কখনো মোহন বাঁশি নিয়ে সুর ধরার চেষ্টা চালায় সে। কিন্তু দরিদ্র বালক খুব বেশি আর এগোতে পারে না।

কয়েকদিন লেখাপড়ার টানে দেশি স্কুলে যাতায়াত শুরু করে বিরসা। তারপর একদিন ভর্তি হয় জার্মান মিশনারি স্কুলে। তবে স্কুল শর্ত দিয়েছিল বিরসাকে খ্রিষ্ট ধর্মে ধর্মান্তরিত হতে হবে। এই ফাঁদ তখন পাতাই থাকত। আরও অনেকের মতো বিরসাকেও সেই ফাঁদে পড়তে হয়। বিরসা একা হলে হবে না গোটা পরিবারকেই খ্রিষ্টধর্মে ধরমান্তরিত হতে হয়। বিরসা মুন্ডা হয়ে যান বিরসা ডেভিড বিরসা দাউদ। তবে নিজের জাত কিংবা ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা অন্তরে যে রয়েই গেছিল তা বোঝা গেল যেদিন মিশনারি স্কুলের এক শিক্ষক যেদিন মুন্ডাদের নিয়ে একনাগাড়ে যা ইচ্ছে তাই বলে যাচ্ছিলেন বিরসা সেদিন মুখে কিছু বলতে না পারলেও প্রতিবাদে ক্লাস থেকে বেড়িয়ে চলে যান। বিরসার মতো একজন সাধারণ মানুষের ভিতরে একজন অসাধারণ বোধসম্পন্ন মানুষ ছিল যে বিরসাকে তাড়া করত। যে কোনও অন্যায়-অবিচার-অসাম্যের বিরুদ্ধে বিরসা অস্থির হয়ে উঠত। স্কুলে পড়ার সময়েই বিরসা সরদারি আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ে। প্রথমদিকে সরদারদের আন্দোলনের প্রতি মিশনারিদের মৃদু সমর্থন ছিল কিন্তু পরবর্তীতে আর সেই সহানুভূতিটুকুও ছিল না। তাছাড়া বিরাট সংখ্যক অ-খ্রিস্টান মুন্ডা সরদারি আন্দোলনে যুক্ত থাকায় মিশনারিদের মধ্যেও বিদ্বেষ তৈরি হয়। মিশনারিরা প্রথমে বিরসাকে সরদারদের আন্দোলন থেকে সরে আসার কথা জানায়। এরপর তারা প্রবল চাপ দিতে থাকলে বিরসা বোঝে মিশনারিদের সঙ্গে আর কোনওরকম সম্পর্ক রাখা সম্ভব নয়। ফলে বিরসা নিজে মশনারি স্কুল ছাড়েন এবং সপরিবারে খ্রিষ্টধর্ম ত্যাগ করেন। তবে সরদারি আন্দোলন থেকে বিরসা একদিন সরে আসেন। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দিয়ে বিরসা বুঝেছিলেন শুধুমাত্র দিকুরাই আদিবাসী মানুষের দুর্দশার একমাত্র কারণ নয়। একদিকে বিদেশি সরকার তথা প্রশাসন অন্যদিকে মিশনারি আর তাদের সঙ্গে দিকুরা আদিবাসী মানুষদের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে। যে বন আর ভূমির ওপর আদিবাসী মানুষদের জন্মগত অধিকার বিদেশি সরকার তা কেড়ে নিয়ে তাদের নিঃস্ব করেছে। অন্যদিকে আদবাসীদের দারিদ্রতার সুযোগ নিয়ে মিশনারিরা তাদের ধর্মান্তরিত করে। এর ওপর আছে দিকুদের অত্যাচার। নিজদের বনভূমে পরবাসী আদিবাসীরা যে তাদের হাজার বছরের ধর্ম ও সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন ; এ কথা মাত্র ২০ বছরের তরুণ বিরসা প্রথম উপলব্ধি করেছিলেন। কেবল তাই নয় তিনি এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে উঠলেন। বিরসার ধর্ম, হাজার হাজার মুন্ডাদের মুখে ধরতি আবা বা জগত পিতা বিরসার জয়ধ্বনি শুনে ব্রিটিশরা আগে ভাগেই বিদ্রোহের আঁচ অনুভব করল। তাঁরা বুঝতে পারল ; যেভাবেই হোক বিরসাকে জব্দ করতে হবে। তাঁর নেতৃত্বেই আদিবাসী মানুষদের মধ্যে নতুন করে বন আর ভূমি নিয়ে অধিকার বোধ দানা বাঁধছে। কিছুদিনের মধ্যেই ব্রিটিশ সরকার পুরনো বন আইঙ্কে ছোটনাগপুর জঙ্গলে প্রয়োগ করার সিদ্ধান্ত নিল।এই খবর মুন্ডাদের মধ্যে ছড়িয়ে যেতেই তাঁরা বিরসার নেতৃত্বে ফুঁসে ওঠে। পাহাড় আর জঙ্গলের ওঁরাও, মুন্ডা-সহ আদিবাসীরা বিদেশী সরকারের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠে। এরকমই একটা সময়ের অপেক্ষা করছিল ব্রিটিশ সরকার। উসকানি আর বিদ্রোহে মদত দেওয়ার অভিযোগে তাঁরা বিরসাকে বন্দি করে দু'বছর আটকে রাখে। তবে থিতিয়ে যায় না সেই বিদ্রোহ। জেল থেকে বেরিয়ে বিরসা ফের মুন্ডা ও অন্যান্য আদিবাসীদের নিয়ে ঝাপিয়ে পরে উলগুলান বা স্বাধীনতা যুদ্ধে। ব্রিটিশদের আধুনিক অস্ত্রের সামনে বিরসার যুদ্ধ সেদিন পরাজিত হয়েছিল ঠিকই কিন্তু আদিবাসীদের মনে বিরসাই বন আর ভূমির অধিকার বোধ জাগিয়ে দিয়েছিল। সেই অধিকার কি তাঁরা স্বাধীন দেশেও পেয়েছে ? এ নিয়ে বিতর্ক রয়েছে এখনও।

শীতকাল আসছে, এবারে গুড়ের যুগ

শীতল হাজরা

ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি-মাসের মধ্যে ক্ষণস্থায়ী শীতের মরসুমে খেজুর রসের প্রাকৃতিক যোগানের ওপর নির্ভর করে প্রধানত রাজ্যের বেশ কয়েকটি জেলায় তৈরি হয় নলেন এবং পাটালি গুড়। সেই উৎপাদনের একটা বড় অংশ চলে যায় মিষ্টির দোকানে আর বাকি অংশের উপভোক্তা আম জনতা। তাল ও খেজুর গুড় নিয়ে নিবিড় ভাবে কাজ করা ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ কমিউনিকেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস সেন্টারের (ডি আর সি এস সি) হিসেবানুসারে শহরাঞ্চলে বসবাসকারী পরিবারে ফি মরসুমে মাথা পিছু খেজুর গুড়ের গড় চাহিদা হাফ কেজি থেকে এক কেজি। ভেবে দেখার মতো বিষয় হল, বিপুল জনসংখ্যা বৃদ্ধির নিরিখে গোটা রাজ্যে এবং তার বাইরে বসবাসকারী বাঙালিদের মধ্যে খেজুর গুড়ের চাহিদা বাড়লেও প্রাকৃতিক নিয়মে কঠিন খেজুর গাছে রস সঞ্চারের সীমা এই তিন মাসই।

উৎকৃষ্টতম রস কিন্তু মেলে আরও কম সময়ের জন্য. ১ ডিসেম্বরের পর থেকে মাত্র ষাট দিন। পরিবেশ দূষণ ও আবহাওয়া পরিবর্তন যে কতটা ক্ষতি করেছে তার একটা চমকে দেওয়ার মতো তথ্য পাওয়া যায়। ধানের পরেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও অর্থকরি ফলের গাছ হল খেজুর। সেপ্টেম্বর থেকে এপ্রিল মাস পর্যন্ত খেজুর গাছ থেকে রস পাওয়া সম্ভব। বছরে আট মাস ধরে। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে আবহাওয়ার গতি কেমন ছিল আর শীতের মেয়াদ ছিল কতদিন। সেই সময় একেকটি গাছ থেকে দৈনিক প্রায় চার কেজি উৎকৃষ্ট রস সংগ্রহ করা হত। এখন সেই পরিমাণও কমে দাঁড়িয়েছে আড়াই-তিন কেজিতে। এক একটি খেজুর গাছ থেকে রস পাওয়া যায় চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর। হাল আমলের ধারণায় খেজুর গাছ অকৃষিজাত। কিন্তু সেই সময় জুন-জুলাই মাসে খেজুর বীজ বপনের প্রথা ছিল। পাঁচ-ছয় মাসের মধ্যে চারার প্রকাশ এবং ছ-সাত বছরের মধ্যে গাছ পুরোপুরি বেড়ে উঠত। ঈষৎ লবনাক্ত জমি ছিল খেজুর গাছের বাড়-বৃদ্ধির সহায়ক। ১৭৫৭ সালে সিপাহি বিদ্রোহের কালে বা তার পরবর্তী বিশ বছরে সাড়ে চার থেকে সাড়ে পাঁচ কেজি নলেন গুড়ের দাম ছিল ছয়-এগারো টাকা। আর এখন ভালো খেজুর গুড়ের কেজি প্রতি দাম তিনশো টাকা বা তার বেশি হতে পারে। এক কেজি গুড়ের

জন্যে প্রায় সাত-আট কেজি মতো রসের প্রয়োজন পড়ে। নাহলে ঠিক মতো গুড় পাওয়া একেবারে অসম্ভব। খাঁটি ও স্বাস্থ্যসম্মত খেজুর গুড় উৎপাদন পদ্ধতির প্রশিক্ষণের উদ্যোগী হয়েছে ডি আর সি এস সি। সংস্থা। তারা জানান যে স্কিল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের মাধ্যমে প্রান্তিক গ্রামীণ যুব সম্প্রদায়ের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে সংস্থাটি ১৯৮২ সালে প্রতিষ্ঠিত হলেও খাঁটি তাল ও খেজুর গুড় উৎপাদনে উৎসাহ দিতে বছর তিনেক আগে বাঁকুড়ার গ্রামে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে বেরিয়াথল ফার্মার প্রোডিউসার কোম্পানি লিমিটেড। পায় চারশো জন চাষি এবং খেজুর ও তাল গাছের মালিক এই উদ্যোগে সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। তার ফলে এই প্রশিক্ষণ সংস্থাটি অত্যন্ত মজবুত এবং ক্রচষিদের কাঝে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। কোনও রাসায়নিক, প্রিজারভেটিভ এবং চিনি ছাড়া কীভাবে ভেজাল ছাড়া রস মাটির পাত্রে জ্বাল দিয়ে তৈরি হচ্ছে নলেন গুড়, ঝোলা গুড় ও পাটালি তার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। গ্রীষ্মে তালের রস, তালের মারি, তাল মিছরি, তাল পাটালি ইত্যাদিও তৈরি হয় একই রকম পদ্ধতি অবলম্বন করে। এঁদের তদারকিতে উৎপন্ন দ্রব্য বেরিয়াথল ছাড়াও 'ক্রোশজুড়ি পলাশ' ও 'আলোর ঠিকানা' নামের মাধ্যমে বিপণন করা হয়। জৈব উৎপাদনে উৎসাহদানকারী কিছু সংস্থা তাদের কাছ থেকে উৎপাদিত সামগ্রী কিনে নিয়ে সেগুলি আবার ব্যক্তিগত ক্রেতাদের কাছে খুচরো বিক্রি করে। খাঁটি পণ্যের একটি বাজার তৈরি হয়েছে। সবাই জানে কোথায় গেলে খঁটি গুড় পাওয়া সম্ভব হবে। সেই কারণে ক্রেতারা একন আর ঠকে না। তারা আসল নকল বোধটা এখন বলতে গেলে নেদ্মজেই গিয়েছে। গুড় আসল না নকল তার তারা বুঝতে পারে। তার ফলে বাজারে এখন আর নকল গুড় বেচার কোনও উপায় নেই।

এখান বলা যেতে পারে যে দক্ষিণ ২৪ পরগণার জয়নগর এলাকায় মাটি ও জল-হাওয়ার প্রভাবে খেজুর গুড়ের সুগন্ধ যেমন বেশি, বাঁকুড়া-পুরুলিয়া অঞ্চলের উষর ভূমিতে উৎপন্ন খেজুর রসের মিষ্টত্ব আবার তেমনই বেশি। সৌরভ বলছিলেন, বাঁকুড়ার তিন আড়তদারের মাধ্যমে কলকাতার বড়বাজার, দুর্গাপুর ও ঝাড়খন্ডে প্রতি মরসুমে মোট ১০-১২ কোটি টাকার খেজুর গুড় রপ্তানি হয়।

জৈব পণ্য বিপণনকারী আর একটি সংস্থা 'ঢেঁকি'র কর্ণধার বাঁকুড়ার প্রত্যন্ত এক গ্রামে নিজস্ব তদারকিতে কয়েকজন শিউলিকে তাল ও খেজুর রস থেকে খাঁটি গুড় উৎপাদনে প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। গত পাঁচ বছর ধরে বেশ কয়েকটি খেজুর গাছ নিয়ে কাজ করে বিরাট সাফল্য অর্জন করেছেন একজন গুড় প্রেমী। তিনি এখন খেজুর গাছের গুড় তৈরি গবেষণা করে আরও উন্নত মানে খেজুর গুড় তৈরি করা সম্ভব কিনা তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে শুরু করে দিয়েছেন। গেজুড় গুড় নিয়ে যারা গবেষণা করছেন বা বাজারে আসল খেজুর তৈরি করে বাজারকে সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করছেন তারা যেভাবে খেজুর গাছের প্রতি যত্নবান হচ্ছেন এবং বিভিন্ন প্রজাতির খেজুর গাছ তৈরি করার দিকে ঝোঁক দিতে শুরু করেছেন তা উল্লেখযোগ্য। তবে এবারে লক্ষ্য করার বিষয় যে শঙ্কর জাত খেজুর গাছ তৈরি করা সম্ভব কিনা তা নিয়ে চলছে বিস্তর গবেষণা। শঙ্কর জাত খেজুর গাছ তৈরি করতে পারলে আরও বেশি পরিমাণে রস পাওয়ার সম্ভাবনাকে একেবারে উড়িয়ে দিতে পারছেন না গুড় বিশেষজ্ঞরা ।খেজুর গুড়কে কেন্দ্র করে একটি ক্ষুদ্র শিল্প গড়া সম্ভব বলে জানতে পারা গিয়েছে। বাজারকে এখন নিয়ন্ত্রণ করছে বহু ভেজাল গুড়ের অসৎ কারবারিরা। তারা বলতে গেলে বাজারকে একেবারে অবিশ্বাসের বাতাবরণ তৈরি করছে। এর ফলে খদ্দেররা আর বিশ্বাস করছে না। ফলে মার খাচ্ছে আসল গুড়ের ব্যবসায়ীরা। তারা বাজার ঠিক রাখতে অক্লান্ত পরিশ্রম করছে।

সম্পাদক সমীপেষু

পথের পাঁচালীর চুনিবালা

রানি মুখার্জি

মানিকবাবুরা নিভাননী দেবীর কাছে 'পথের পাঁচালী'র' চুনিবালা দেবীর কথা জিজ্ঞেস করতে তিনি অভিমানের সুরে বলেছিলেন এতদিনে তাঁর মায়ের কথা মনে হল। চুনিবালা দেবীর সাথে সত্যজিৎ রায়দের আলোচনা তিনি শুনছিলেন,কিছুক্ষণ পরে মুখ ফুটে বলে উঠলেন 'রোজকার কাজের জন্য ওঁকে আপনারা দশটা করে টাকা দিতে পারবেন তো?'

অনিল চৌধুরি বলে দিলেন ' কুড়ি টাকা করে দেব'। ব্যস আর কিছু বলার দরকার হয় নি।

ঠিকানা খুঁজে সত্যজিৎ,বংশী আর অনিল এক রবিবার দিন গিয়েছিলেন নিভাননী দেবীর খোঁজে কারণ রেবা দেবী (পথের পাঁচালীর) সেজোঠাকরুণ তাদের বলেছিলেন একজন অভিনেত্রী আছেন মঞ্চে তিরিশ বছর অভিনয় করেছেন কেউ তাঁর কথা মনে রাখে নি।এখন আশি বছর বয়স হবে। নিভাননী দেবীর (ইনিও একজন অভিনেত্রী) কাছে তাঁর খোঁজ মিলবে। তিনি তখন থাকেন শহরের আর-এক প্রান্তে,মঞ্চে, পর্দায় অভিনয় করছেন। বয়স পঞ্চাশের কোঠায়। আদপে চুনীবালার মেয়ে নিভাননী নন, তবে দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠতা আর ভালবাসার টানে তাঁকে মা বলতেন। নিভাননী চা আনতে গিয়েছিলেন ততক্ষন বৈঠকখানায় অপেক্ষার পালা। মাথার ওপরে চার ব্লেডওয়ালা পুরনো ডিসি ফ্যান ঘটাং -ঘটাং করে শব্দ করছে। একটি ছবি দেখা গেল শার্ট-ধুতি পরা এক ভদ্রলোকের পায়ের কাছে নীভাননী বসে আছেন। তাঁর আশ্রয়ে তিনি আছেন তা বুঝতে অসুবিধা হওয়ার নয়। আরও নানা ফটোগ্রাফে হরেক পোশাকে তাঁকে দেখা যাচ্ছে। মানিকবাবুরা কিছুক্ষন অপেক্ষার পর এসেছিলেন চুনিবালা। পরনে সাদা থান। বয়সের ভারে ন্যুব্জ দেহ,গাল দুটি বসে গেছে,সাদা চুল ছোট করে ছাঁটা। তিনি সত্যজিৎ রায়দের দিকে তাকিয়ে হেসে নিলেন। ফোকলা হাসি। চুনিবালা তখন নিজের কথা বলতে শুরু করেছেন,সময়কালে বড়-বড় ভূমিকায় অভিনয় করেছেন,তারপর বয়স চলে গেলে যখন নায়িকার ভূমিকায় আর নামাবার অবস্থা নেই তখন সবাই তাঁকে ভুলে গেল। নিভাননী তখন তাঁকে থামিয়ে বলেছিলেন 'মা এনারা সিনেমার লোক। তোমাকে একটা পার্ট দেবেন। তাই নিয়ে কথা বলতে এসেছেন'। সব শুনে চুনিবালা বলল তাঁর যে আশি বছর বয়স এই বয়সে সে কি পার্ট করবে!

সত্যজিৎ রায় সেই কথার উত্তরে বলেছিলেন 'আশি বছরের এক বৃদ্ধার পার্ট'ঞ্চমানিকবাবু তাঁর সাথে নানা কথার মাঝে বলেছিলেন 'তা কথাগুলি আপনি মনে রাখতে পারবেন তো'?

বৃদ্ধা অতি আত্মবিশ্বাসের সাথে জবাব দিয়েছিলেন 'তা কেন পারব না? আমার স্মরণশক্তি তো নষ্ট হয়নি বাবারাঞ্চ দাঁড়ান একটা ছড়া আপনাদের শুনিয়ে দিচ্ছি'।

চুনিবালা শুনিয়েছিলেন ঘুমপাড়ানি ছড়া,সবাই স্তম্ভিত মানিকবাবু জানতেন ছড়াটি ছ'লাইনের, চুনিবালা কুড়ি লাইনের বেশি গানের মত সুরে সেই ছড়া শুনিয়েছিলেন। চুনিবালা দেবীকে মানিকবাবুর অসম্ভব ভাল লেগেছিল প্রথম পরিচয়ে,বললেন গাড়িতে করে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হবে তারপর সন্ধ্যের মধ্যে কাজ শেষ করে আবার ফিরিয়ে দিয়ে যাবেঞ্চতিনি কি পারবেন এই ধকল সহ্য করতে? চুনিবালা বলে ছিলেন; 'তা পারব আসলে ঠিক এই রকমের একটা সুযোগের অপেক্ষাতেই তো ছিলুম। শরীরের শেষ শক্তিটুকু তো ধরে রেখেছি। আসাধারণ অভিনয় করেন।

প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পেতে বিদেশি প্রযুক্তিতে সুন্দরবনে তৈরি হচ্ছে বিশেষ ঘর

নিজস্ব প্রতিনিধি, সুন্দরবন, ১০ অক্টোবর ঃ সুন্দরবনের মানুষের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করবে জাপানি প্রযুক্তিতে কুড়ি ফুট উপরে তৈরি লোহা বিহীন বাঁশের ঢালাই ঘর। এবার সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকার মানুষ জনকে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের হাত থেকে জাপানি প্রযুক্তিতে তৈরি লোহা বিহীন বাঁশের উপর ঢালাই ঘর রক্ষা করবে। জাপানি প্রযুক্তিতে তৈরি হচ্ছে বাঁশের উপরে ঢালাই দিয়ে অত্যাধুনিক খড়ের ছাউনি বিশালঘর। যা তৈরি করে তাক লাগিয়েছে মুক্তি নামক সংস্থা। এটা কোনো ঘর নাকি ফ্ল্যাট বাড়ি যা দেখে বোঝার উপায় নেই। মাটির তৈরি ঘরের ছাউনি। যা সুন্দরবনের নদী উপকূলবর্তী এলাকার মানুষকে ইতিমধ্যে তাক লাগিয়েছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করার রসদ খুঁজে পাচ্ছে এলাকার মানুষ। এই ঘরটির তৈরি করতে শুধু ব্যবহার করা হয়েছে বাঁশ, খড় এবং দড়ি। নিচের গ্রাউন্ডে ইঁট এবং সিমেন্ট ব্যবহার করা হলেও রডের ব্যবহার করা হয়নি, বাঁশের উপরে সিমেন্ট- বালি - স্টোন দিয়ে ঢালাই যা কমপক্ষে ১০০ বছর এই ঘরটিকে রক্ষা করবে বলে দাবি সংস্থার। সংস্থার পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়েছে যে সমস্ত দুঃস্থ দরিদ্র অসহায় মানুষ নিজেরা অর্থের অভাবে ঘর করতে পারছে না। অথচ বিগত দিনের ইয়াস, বুলবুল, আমফান, ফনির মতো বিধ্বংসী ঝড়ের ঘোষণা যখন এই অঞ্চলে ওঠেন প্রশাসনের ঘোষণা মতো লোটা কম্বল বেঁধে পরিবারের লোকজনকে নিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে চলে যায়। তাদের কাছে সুখবর এনেছে এই সংস্থা। তাদের আর্থিক সাহায্যে এলাকার মানুষের জন্য তৈরি হচ্ছে এই অত্যাধুনিক প্রযুক্তির জাপানি টেকনোলজিতে বাড়ি। ইতিমধ্যে কম বেশি ১০০-রও বেশি ঘর বিভিন্ন এলাকায় তৈরি হয়েছে। যেখানে দুই কামরা থেকে শুরু করে আট কামরা পর্যন্ত ঘরের ব্যবস্থা হয়েছে। এর ফলে খুশি এলাকার মানুষ।

পুলিশের ভূমিকায় অসন্তোষ প্রকাশ জাতীয় মহিলা কমিশনের

দেবশ্রী মজুমদার, রামপুরহাট, ১০ অক্টোবর ঃ পুলিশের ভূমিকায় হতাশা প্রকাশ করলেন জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন অর্চনা মজুমদার। তাঁর দাবি পুলিশ সক্রিয় থাকলে নাবালিকা ছাত্রীকে খুন হতে হত না। তাছাড়া ছাত্রীর শরীরের সমস্ত অংশ উদ্ধার না হওয়ার সত্ত্বেও তড়িঘড়ি চার্জশিট দেওয়া হল কাদের খুশি করতে সেটা নিয়েও প্রশ্ন তুলে গেলেন অর্চনা মজুমদার। প্রসঙ্গত, চলতি বছরের ২৮ আগস্ট গৃহশিক্ষকের কাছে পড়তে বেড়িয়ে আর বাড়ি ফেরেনি শ্যামপাহাড়ি শ্রীরামকৃষ্ণ শিক্ষা পীঠের সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী। তার বাড়ি স্কুল সংলগ্ন বারোমেশিয়া গ্রামে। খুনের ২০ দিনের মাথায় ওই স্কুলেরই ভৌত বিজ্ঞানের শিক্ষক মনোজ কুমার পালকে গ্রেফতার করে পুলিশ জানতে পারে ছাত্রীকে ধর্ষণের পর কেটে টুকরো টুকরো করে সেচখালে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে। ১৬ সেপ্টেম্বর গভীর রাতে দেহের একাংশ উদ্ধার করে পুলিশ। পায়ের কোমর থেকে পায়ের দিকের অংশের এখনও খোঁজ মেলেনি। তারমধ্যেই শুধুমাত্র শিক্ষককে একমাত্র অভিযুক্ত করে ২৬ সেপ্টেম্বর চার্জশিট জমা দেয় পুলিশ। দু দুবার পুলিশের অনুমতি না পেয়ে আসতে না পারলেও শুক্রবার রামপুরহাট থানার বারোমেশিয়া গ্রামে ছাত্রীর বাড়িতে যান জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন অর্চনা মজুমদার। তিনি ছাত্রীর মা ও বাবার সঙ্গে কথা বলেন। এরপর পুলিশের তদন্ত নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন তিনি। অর্চনাদেবী বলেন, বীরভূমে নাবালিকা ধর্ষণ, খুন, পাচার বাড়ছে। ফলে এখানে মনের আনন্দে বাংলার মেয়েরা বাড়ির বাইরে বের হতে পারবে, কিন্তু এখানে নাবালিকাদের কি নিরাপত্তা রয়েছে? পুলিশের ভূমিকায় আমি হতাশ। পুলিশের ভূমিকায় আমরা খুশি নন। পুলিশ নিখোঁজ হওয়ার পর ব্যবস্থা নিলে ছাত্রীকে মরতে হত না। পুলিশ সেই সময় অকর্মণ্য ছিল। তাছাড়া এখনও ছাত্রীর হাত পা উদ্ধার করতে পারেনি পুলিশ। অথচ চার্জশিটে লেখা হয়েছে সম্পূর্ণ দেহ উদ্ধার হয়েছে। আমরা মহিলাদের স্বার্থ রক্ষার্থে তদন্ত করব। পুলিশেরও সেটাই কাজ। কিন্তু পুলিশ সঠিক তদন্ত না করে কেনো তড়িঘড়ি চার্জশিট দিলেন বুঝতে পারছি না। তাছাড়া একার পক্ষে এই খুন হয়েছে কিনা সেটা নিয়েও ধোঁয়াশা রাখা হয়েছে চার্জশিটে। বিষয়টির আমরা শেষ দেখে ছাড়ব।

জামালপুরে শুরু অঞ্চলভিত্তিক তৃণমূলের বিজয়া সম্মেলনী

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১০ অক্টোবর ঃ দলের নির্দেশ অনুযায়ী প্রতিটি অঞ্চলে আয়োজন করা হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেসের বিজয়া সম্মেলনী। সেই কর্মসূচি অনুযায়ী এদিন জামালপুর ব্লকের জারগ্রাম অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হলো তৃণমূলের বিজয়া সম্মেলনী। স্থানীয় আটপাড়া পার্টি অফিসে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জামালপুরের বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি, ব্লক তৃণমূল সভাপতি মেহেমুদ খাঁন, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পূর্ণিমা মালিক, সহ-সভাপতি ভূতনাথ মালিক, শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি তাবারক আলী মণ্ডল, সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি ওয়াসিম সরকার, জেলা পরিষদের সদস্য শোভা দে, অঞ্চল সভাপতি আলাউদ্দিন শেখ, প্রধান নূরজাহান বিবি সাহানা সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। প্রচুর সংখ্যক দলীয় কর্মী ও সমর্থক উপস্থিত ছিলেন এই অনুষ্ঠানে। ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খাঁন বলেন, দলের নির্দেশে কয়েকদিন আগেই ব্লকে বিজয়া সম্মেলনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। এদিন থেকে শুরু হলো অঞ্চলভিত্তিক বিজয়া সম্মেলনী, যা চলবে আগামী ১৬ তারিখ পর্যন্ত। মোট ১৩টি অঞ্চলে এই কর্মসূচি করা হবে। অঞ্চল সভাপতি আলাউদ্দিন শেখ জানান, ব্লক নেতৃত্বের নির্দেশ মেনে আজ আমাদের অঞ্চলে দলীয় কর্মীদের নিয়ে বিজয়া সম্মেলনী সম্পন্ন করা হলো। অনুষ্ঠান শেষে উপস্থিতদের মিষ্টিমুখ করানো হয়। সামনেই বিধানসভা নির্বাচন-তার আগে এই ধারাবাহিক বিজয়া সম্মেলনীর মাধ্যমে মূলতঃ সংগঠনকেই আরও চাঙ্গা করতে উদ্যোগী হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস।

কান্দিতে বেআইনি ভাবে বালি পাচার! পুলিশে জালে ৩টি নৌকা সহ ধৃত ১৮

এজাদ আহমেদ, কান্দি, ১০ অক্টোবর ঃ রাতের অন্ধকারে বেআইনি ভাবে চলছিল বালি পাচার। কান্দি থানার অন্তর্গত হিজল গ্রাম পঞ্চায়েতের শ্রীকৃষ্ণপুর, সাবিত্রীনগর এলাকায় রাতের অন্ধকারে দুস্কৃতীরা বালি তুলছিল অবৈধভাবে । আর সেই বালি পাচার বন্ধ করতে তৎপর মুর্শিদাবাদ জেলা পুলিশ। পুলিশের অভিযানে উদ্ধার হল তিনটি নৌকা। গ্রেফতার করা হল মোট ১৮ জনকে। কান্দি থানার আইসি মৃণাল সিনহা সাংবাদিক বৈঠকে শুক্রবার জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার রাতে কান্দি থানার পুলিশ বিশেষ অভিযান চালায় কান্দি থানার হিজল গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। এই এলাকায় তিনটি নদী রয়েছে। বর্তমানে প্রবল বর্ষণের পর নদীতে জল ধীরে ধীরে কমছিল। আর সেই কারণেই বালি পাচারকারীরা সক্রিয় ছিল। পুলিশ যখন ব্যস্ত ছিল উৎসবের মরশুমে সেই সময় পুলিশের চোখে ধুলো দিতেই রাতের অন্ধকারে এই বালি পাচার করা হচ্ছিল নৌকা ব্যবহার করেই। বৃহস্পতিবার রাতে পুলিশ অভিযানে তিনটি নৌকা সহ মোট ১৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে শুক্রবার কান্দি মহকুমা আদালতে পেশ করা হয় বলেই পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

আসন্ন কুয়াশাচ্ছন্ন মরশুমে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের কয়েকটি ট্রেনের বাতিলকরণ এবং ফ্রিকোয়েন্সি হ্রাস

মালিগাঁও, ১০ অক্টোবর ঃ আসন্ন কুয়াশাচ্ছন্ন মরশুমে সুগম ও নিরাপদ ট্রেন চলাচল নিশ্চিত করার জন্য, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ১ ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে ৩ মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত নির্দিষ্ট কয়েকটি ট্রেনের বাতিলকরণ এবং ফ্রিকোয়েন্সি হ্রাস করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই পদক্ষেপের লক্ষ্য হলো উত্তর ও পূর্ব ভারতে কম দৃশ্যমানতার সময় সুরক্ষা, সময়ানুবর্তিতা এবং পরিচালন দক্ষতা বজায় রাখা। **ট্রেন পরিষেবা বাতিলকরণ**- ট্রেন নং. ১৫৯০৩ (ডিব্রুগড়-চণ্ডীগড়) এক্সপ্রেস ১ ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত বাতিল থাকবে, এর ফেরত যাত্রায়, ট্রেন নং. ১৫৯০৪ (চণ্ডীগড়-ডিব্রুগড়) এক্সপ্রেস ৩ ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে ১ মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত বাতিল থাকবে। ট্রেন নং. ১৫৬২০ (কামাখ্যা-গয়া) এক্সপ্রেস ১ ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত বাতিল থাকবে এবং ট্রেন নং. ১৫৬১৯ (গয়া-কামাখ্যা) এক্সপ্রেস ২ ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে ২৪ ফেব্রুয়ারী ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত বাতিল থাকবে। একইভাবে, ট্রেন নং. ১৫৬২১ (কামাখ্যা-আনন্দ বিহার টার্মিনাল) এক্সপ্রেস ৪ ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে ২৬ ফেব্রুয়ারী ২০২৬ পর্যন্ত বাতিল থাকবে এবং এর ফের যাত্রায়, ট্রেন নং. ১৫৬২২ (আনন্দ বিহার টার্মিনাল-কামাখ্যা) এক্সপ্রেস ৫ ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে ২৭ ফেব্রুয়ারী ২০২৬ পর্যন্ত বাতিল থাকবে। **ট্রেন পরিষেবার ফ্রিকোয়েন্সি হ্রাস**- ১. ট্রেন নং. ১২৫০৫ (কামাখ্যা - আনন্দ বিহার টার্মিনাল) নর্থ ইস্ট এক্সপ্রেস ৩ ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত প্রতি বুধবার এবং রবিবার বাতিল থাকবে। একইভাবে, ট্রেন নং. ১২৫০৬ (আনন্দ বিহার টার্মিনাল - কামাখ্যা) নর্থ ইস্ট এক্সপ্রেস ৫ ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত প্রতি শুক্রবার ও মঙ্গলবার বাতিল থাকবে। ২. ট্রেন নং. ১৫৪৮৩ (আলিপুরদুয়ার - দিল্লি) সিকিম মহানন্দা এক্সপ্রেস ৩ ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত প্রতি বুধবার এবং শনিবার বাতিল থাকবে। একইভাবে, ট্রেন নং. ১৫৪৮৪ (দিল্লি - আলিপুরদুয়ার) সিকিম মহানন্দা এক্সপ্রেস ৫ ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত প্রতি শুক্রবার এবং সোমবার বাতিল থাকবে। ৩. ট্রেন নং. ১২৫২৩ (নিউ জলপাইগুড়ি - নিউ দিল্লি) এক্সপ্রেস ২ ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত প্রতি মঙ্গলবার বাতিল থাকবে। একইভাবে, ট্রেন নং. ১২৫২৪ (নিউ দিল্লি - নিউ জলপাইগুড়ি) এক্সপ্রেস ৩ ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত প্রতি বুধবার বাতিল থাকবে।

৪. ট্রেন নং. ১৫৯০৯ (ডিব্রুগড় - লালগড় জংশন) অবধ আসাম এক্সপ্রেস ৬ ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত প্রতি শনিবার বাতিল থাকবে। একইভাবে, ট্রেন নং. ১৫৯১০ (লালগড় জংশন - ডিব্রুগড়) অবধ আসাম এক্সপ্রেস ৯ ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে ০৩ মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত প্রতি মঙ্গলবার বাতিল থাকবে। এই ট্রেনগুলির বাতিলকরণ এবং ফ্রিকোয়েন্সি হ্রাস সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য আইআরসিটিসি ওয়েবসাইট এবং এনটিইএস-এর মাধ্যমে পাওয়া যাবে এবং উত্তর- পূর্ব রেলওয়ের সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মেও অধিসূচিত করা হচ্ছে। যাত্রীদের যাত্রা শুরু করার পূর্বে বিস্তারিত তথ্য যাচাই করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

দার্জিলিংয়ে ১০ নম্বর জাতীয় সড়কে আবারও ভূমিধস! আটকে কয়েকশো পর্যটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, দার্জিলিং, ১০ অক্টোবর ঃ বৃষ্টি বন্ধ হলেও আতঙ্ক এখনও পিছু ছাড়ছে না পাহাড়ের বাসিন্দাদের। মিরিকের বিশাল এলাকায় ছড়িয়ে- ছিটিয়ে প্রকৃতির

তাণ্ডবলীলা। দার্জিলিংয়ের একাধিক জায়গা গত শনিবার রাতের ভয়াবহ বৃষ্টিতে বিধ্বস্ত। যদিও এই মুহূর্তে পাহাড় থেকে পর্যটকরা এই মুহূর্তে নিরাপদে নামছেন। কিছুটা ছন্দে ফেরার পথে শৈলশহর। এর মধ্যেই ফের ধস নামল ১০ নম্বর জাতীয় সড়কে। ফলে নতুন করে আতঙ্ক দেখা দিল। বৃহস্পতিবার রাতে ২৯ মাইল ও গেলখোলার মধ্যে বড় ধরনের ভূমিধসের জেরে কার্যত বন্ধ হয়ে গেল বাংলা- সিকিম লাইফলাইন ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক। ভরা পর্যটন মরশুমে ওই ঘটনায় বিপাকে পড়েছেন কয়েকশো সিকিমগামী ও সিকিম ফেরত পর্যটক। একমুখী করে যানবাহন চলানোর চেষ্টা হয়েছে। ফলে তীব্র যানজটে নাকাল দশা হয়েছে পর্যটক ও সাধারণ মানুষের। সেভক থেকে লাভা এবং আলগাড়া হয়ে গরুবাথান দিয়ে কালিম্পং ও সিকিমে যান চলাচল করানো হচ্ছে বলে জানা গেছে। এর ফলে বাংলা থেকে সিকিমের মধ্যে যাতায়াত করতে পর্যটকদের অতিরিক্ত চার ঘন্টা লাগছে। কালিম্পংয়ের জেলাশাসক বালাসুব্রহ্মণ্যম টি বলেন, রাতে জাতীয় স।কের একাধিক জায়গায় ধস নেমেছে। ওই কারণে একমুখী যান চলাচল করছে। এনএইচআইডিসিএল কাজ করছে। যানজট এড়াতে জাতীয় স।ক দিয়ে ঘুরপথে চলাচল করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জানা গেছে, বৃহস্পতিবার রাতে ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের ২৯ মাইল থেকে গেইলখোলা যাওয়ার পথে একাধিক জায়গা ধসে তলিয়ে যায়। রাতে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। শুক্রবার সকাল থেকে রাস্তা মেরামতের পাশাপাশি ধস সরানোর কাজ শুরু হয়েছে। এরপর থেকে খুবই ধীর গতিতে একমুখী যান চলাচল করছে। ফলে তীব্র যানজটের কবলে পড়তে হয়েছে পর্যটকদের।

আকাশছোঁয়া জ্বালানি, মুনাফা কমলেও ঐতিহ্য ধরে রেখেছেন মানকরের কদমা শিল্পীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, দুর্গাপুর, ১০ অক্টোবর ঃ কালীপুজো মানেই মানকরের কদমার চাহিদা। জ্বালানি গ্যাসের দাম আকাশছোঁয়া, কয়লার জোগান কম, চিনির দামও বেড়েছে। তবু ঐতিহ্য রক্ষার অঙ্গীকারে এখনও কদমা তৈরিতে ব্যস্ত মানকরের মিষ্টান্ন শিল্পীরা। পূর্ব বর্ধমান জেলার বর্ধিষ্ণু গ্রাম মানকর আজও বিখ্যাত 'কদমা' মিষ্টির জন্য। আশপাশের গ্রাম থেকে শুরু করে দুর্গাপুর, আসানসোল, এমনকি অন্য জেলা থেকেও কদমার বরাত আসে। দেবীপুজো হোক বা লক্ষ্মী, মনসা, কিংবা কালীপুজো - মানকরের কদমা প্রসাদে দেওয়ার রীতি বহু প্রাচীন। ২৫ গ্রাম থেকে শুরু করে ৮ কেজি পর্যন্ত কদমা তৈরি হয় এখানে। চিনি গলিয়ে রস বানিয়ে তা ফুটিয়ে পাক তৈরি করা হয়। পরে টকজল মিশিয়ে সেই পাক থেকে কদমা কেটে নেওয়া হয় এবং প্রায় ২৪ ঘণ্টা চিনির সিরায় ভিজিয়ে রাখা হয়। একসময় ৩০টিরও বেশি পরিবার এই শিল্পে যুক্ত ছিল। কিন্তু মুনাফা কমে যাওয়া ও খরচ বেড়ে যাওয়ায় অনেকেই পেশা বদল করেছেন। তবু ৫-৬ জন কারিগর আজও ধরে রেখেছেন এই ঐতিহ্য। মানকর হাটতলার এক মিষ্টিকার জানান, এখনও বুদবুদ, আউশগ্রাম, পানাগড়, অভিরামপুর ছাড়াও আসানসোল ও দুর্গাপুরে কদমার প্রচুর চাহিদা। কালীপুজোয় বিশেষভাবে ৭-৮ কেজি ওজনের কদমা তৈরি করি। এবছর 'মঙ্গলঘট' আকারের কদমা জনপ্রিয় হয়েছে। তিনি আরও বলেন, কয়লার অভাব, গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি ও চিনির দাম বেড়ে যাওয়ায় খরচ বহুগুণ বেড়েছে। মুনাফা কমলেও কদমার দাম নাগালের মধ্যে রাখার চেষ্টা করছি, যাতে ঐতিহ্য টিকে থাকে। তাঁর মতে, একটি ৫ কেজি ওজনের কদমা তৈরি করতে দুই থেকে আড়াই ঘণ্টা সময় লাগে। চিনির রস ঠান্ডা হয়ে গেলে তা আর ব্যবহারযোগ্য থাকে না। পরিশ্রম অনেক, তাই নতুন প্রজন্ম এই কাজে আসতে চায় না। স্থানীয় বাসিন্দারাও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন- বর্তমান প্রজন্ম কদমা তৈরির প্রশিক্ষণ নিচ্ছে না। পরিশ্রমের তুলনায় আয় কম। কারিগরের অভাব দেখা দিয়েছে। সরকার যদি আর্থিক সহায়তা দেয়, তাহলে এই ঐতিহ্যবাহী শিল্প টিকে থাকবে। গলসী-১ পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি অনুপ চট্টোপাধ্যায় জানান, কদমা শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে সরকার পাশে থাকবে। কদমা শিল্পের ক্লাস্টার গঠনের চিন্তাভাবনাও চলছে।

মেট্রো রেলে বিশ্ব হৃদরোগ দিবস পালন

কলকাতা, ১০ অক্টোবর ঃ মেট্রো রেল ২৯.০৯.২০২৫ তারিখের পরিবর্তে ০৯.১০.২০২৫ তারিখে বিশ্ব হৃদরোগ দিবস পালন করেছে, কারণ দুর্গাপূজার কারণে সেদিন ছুটি ছিল তপন সিনহা মেমোরিয়াল হাসপাতালে, সিনিয়র মেডিকেল অফিসার, নার্স, প্যারামেডিক, কর্মী এবং রোগীদের উপস্থিতিতে। এই বছর, ২০২৫ সালে, বিশ্ব হৃদরোগ দিবসের থিম ছিল একটি বিট মিস করবেন না। এই থিমটি একটি স্পষ্ট উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য নিয়ে সচেতনতা থেকে ক্ষমতায়নের দিকে পরিবর্তনকে তুলে ধরে। তিনি সুস্থ হৃদরোগের জন্য ১০টি সহজ পদক্ষেপের পরামর্শ দিয়েছিলেন, যেমন ভালো খাদ্যাভ্যাস, শারীরিক ব্যায়াম, ধূমপান না করা, অ্যালকোহল না খাওয়া, স্বাস্থ্যকর ওজন বজায় রাখা, মানসিক চাপ কমানো, রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করা, ডায়াবেটিস ইত্যাদি। এই অনুষ্ঠানে ঊর্ধ্বতন চিকিৎসা কর্মকর্তা এবং রেলের সুবিধাভোগীরা উপস্থিত ছিলেন।

স্কুলে দৌড়াতে গিয়ে আচমকা মৃত্যু ঘটলো ছাত্রের, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনারপুর, ১০ অক্টোবর ঃ স্কুলে স্পোর্টস ক্লাসে দৌড়তে গিয়ে মৃত্যু ঘটলো নবম শ্রেণির এক ছাত্রের। বছর পনেরোর অর্কদীপ এদিন সহপাঠীদের সঙ্গে স্কুলে দৌড় শুরু করেছিল। স্কুলে স্পোর্টস ক্লাসে দৌড়তে গিয়ে মৃত্যু ঘটে নবম শ্রেণির ছাত্রের। পুলিশ সূত্রের খবর, শুক্রবার দুপুরে দক্ষিণ ২৪ পরগনার কামালগাজি এলাকার এক নামী ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে স্পোর্টস ক্লাস চলছিল। সেখানে ১৫ বছরের অর্কদীপ বাগও উপস্থিত ছিল। এদিন সে সহপাঠীদের সঙ্গে স্কুলে দৌড়াচ্ছিল। মাঝপথে আচমকাই অর্কদীপ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। সেই সময়ে শিক্ষক ও স্কুলকর্মীরা তড়িঘড়ি অর্কদীপকে নিকটবর্তী একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানেই চিকিৎসকরা অর্কদীপকে মৃত ঘোষণা করেন। তবে কী ভাবে অর্কদীপের মৃত্যু হলো তা এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি। নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। পুলিশ সূত্রের খবর, অর্কদীপ রামচন্দ্রপুর এলাকার বাসিন্দা। এদিন দুপুরে অর্কদীপের মৃত্যুর খবর তার বাড়িতে পৌঁছাতেই পরিবারের সদস্যরা কান্নায় ভেঙে পড়েন। স্কুলে অর্কদীপের মৃত্যুর খবর শোনার পরেই শোকস্তব্ধ হয়ে পড়ে সহপাঠী ও শিক্ষক- শিক্ষিকারা। স্কুলে এ ভাবে পড়ুয়ার মৃত্যু কেউই মেনে নিতে পারছেন না। ঘটনা প্রসঙ্গে স্কুল কর্তৃপক্ষের তরফে এখনও কিছু জানানো হয়নি। অর্কদীপের শরীরে কোনও আঘাতের চিহ্ন ছিল কি না? এর পিছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে কি না? পুলিশ তা খতিয়ে দেখছে। ইতিমধ্যেই পুলিশ স্কুলের সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করেছে। শনিবার দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হবে বলে পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে।

সোনার গয়না হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বহরমপুর, ১০ অক্টোবর ঃ নকল সোনার প্রলোভন দেখিয়ে আসল সোনার গয়না হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনা ঘটেছে বহরমপুরে। অভিযোগ বহরমপুরের রাধারঘাটের এক যুবক নকল সোনার বিস্কুট নিয়ে আসে এরপর একটি টোটোতে উঠে পড়ে। টোটোতে থাকা মহিলা যাত্রীকে সে জানায়, তার কাছে একটি সোনার বিস্কুট রয়েছে। যার মূল্য মহিলার কাছে থাকা সোনার অলংকারের থেকে অনেক বেশি। তার পরিবর্তে মহিলার কাছে থাকা সোনার অলংকার তাকে দিতে। বাড়িতে ছেলে অসুস্থ, টাকা প্রয়োজন। কিন্তু সোনার বিস্কুট দোকানে কোথায় বিক্রি করতে হবে সে জানে না। তার নকল সোনার বিস্কুটের পরিবর্তে মহিলার কাছে থাকা সোনার অলংকার দাবি করে ওই যুবক। এভাবেই দিনের পর দিন ছিনতাই করে আসছে। আজ হাতেনাতে এই যুবককে পাকড়াও করে স্থানীয় বাসিন্দারা। বহরমপুর পৌরসভার সামনে আটকে রাখা হয়। পরে পুলিশ তাকে আটক করে নিয়ে যায়।

PWD (GOVT OF WB)
TENDER NOTICE

Executive Engineer, Jalpaiguri Highway Division, P.W. (Roads) Dte invites Seal Bid for 14 Nos works under different Sub-Division within Jalpaiguri Highway Division in the district of Jalpaiguri.
Estimated Amount: Different Estimated Amount **NIT No 01 of 2025-26 of EE/JHD** Last Date of receipt application: **14/10/2025 at 12:30 PM** Last date and time for submission/dropping of Tender documents: **14/10/2025 at 04:00 PM**. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT and Tender documents may be collected from Office:
Sd/- EE, JHD, PWRD, Govt of WB

TENDER NOTICE

NIT-06/2025-26 2025_ZPHD_920120_1 to 5, NIT-07/2025-26 2025_ZPHD_920241_1, NIT- 08/2025-26 2025_ZPHD_920262_1 to 4 Dated- 13/10/2025, Separate Tenders are hereby invited by Pradhan, Chandi GP, 24pgs(s). Last date and time of application **22/10/2025 up to 01.00 pm**. Date of Opening of Tender on **24/10/2025 at 01.00** PM. Other details will be available from the **www.wbtenders.gov.in.**
Sd/- Pradhan
Chandi Gram Panchayat
Amtala, 24pgs(s)

OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
HARIPAL DEVELOPMENT BLOCK
HARIPAL, HOOGHLY, PIN 712405
TENDER NOTICE

The Block Development officer, Haripal Development Block, Hooghly invites E-Tender in on percentage basis in the prescribed form for **Senventeen (17) nos.** works vide **E-NIT No: 10/APAS/BDO/HPL/2025-2026 Dated 10/19/2025.**
For more information visit **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Block Development Officer
Haripal Development Block

NAITY GRAM PANCHAYAT
Chanditala Block-II, Dist.-Hooghly

Notice inviting Tender no: **NIT NO: 81/NGP/2025, dated: 10/10/2025** for Execution work is being invited by the PRODHAN, Naity Gram Panchayat. Date of application: FROM 10/10/2025. Last date of submission of Tender: **30/10/2025**. Date of Opening of Tender: **03/11/2025.** Details will be available at the office of the Naity Gram Panchayat.
Sd/- Pradhan
Naity Gram Panchayat

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Civil) / Br.-IV, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :

(1) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/038/APAS-2/2025-2026/R
Name of work : **Repairing of road surface at 18 Fakir Chand Mitra Street and others in Ward No. 038**; Estimated Cost : ₹ **1,27,862.06 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **3,000.00**; Period of completion : **18 Days**.

(2) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/038/APAS-4/2025-2026/R
Name of work : **Repairing of passage from 3/2 to 9 Brindaban Mullick Lane in Ward No. 38**; Estimated Cost : ₹ **2,51,297.47 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **5,300.00**; Period of completion : **21 Days**.

(3) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/038/APAS-6/2025-2026/R
Name of work : **Thorough repairing of footpath at 99/A other premises along A.P.C. Road and 147/H/6 Keshab Ch. Sen Street in Ward No. 038**; Estimated Cost : ₹ **3,38,023.82 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **7,000.00**; Period of completion : **21 Days**.

(4) NIT No. : KMC/EE(C)/IV/22/E22/25-26/BI
Name of work : **Through improvement of concrete road at Gour Das Bysack Ln. from Sovaram Basak to Bysack St. in Ward No. 22**; Estimated Cost : ₹ **2,11,103.40 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **4,500.00**; Period of completion : **10 Days**.

(5) NIT No. : KMC/EE(C)/IV/22/E23/25-26/BI
Name of work : **Improvement of sewer line at a portion of Mirbahar Ghat St. from 165 N.S. Road to 167 N.S. Road in Ward No. 22**; Estimated Cost : ₹ **4,65,737.79 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **10,000.00**; Period of completion : **12 Days**; Last date and time of submission of bid : **18.10.2025 - 11 am (For Sl. No. 1 to 5)**; The tender will be opened on : **25.10.2025 - 11 am (For Sl. No. 1 to 5)**.

(6) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/026/221/APAS22/25-26/R
Name of work : **Repairing of passage at Gour Mohan Mukherjee Road in Ward No. 26 under Br.-IV**; Estimated Cost : ₹ **2,11,781.37 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **4,300.00**.

(7) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/026/212/APAS23/25-26/R
Name of work : **Repairing of road surface at Nanda Mallick Lane in Ward No. 26 under Br.-IV**; Estimated Cost : ₹ **4,90,112.24 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **9,900.00**; Period of completion : **20 Days (For Sl. No. 6 & 7)**.

(8) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/026/APAS2/25-26/R (2nd Call)
Name of work : **Repairing of latrine at 326, 328 Rabindra Sarani & other places in Ward No. 26 under Br.-IV**; Estimated Cost : ₹ **2,98,452.31 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **6,000.00**.

(9) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/026/APAS4/25-26/R (2nd Call)
Name of work : **Repairing of latrine at 1/H/42, 1/H/37 Ramesh Dutta Street & other places in Ward No. 26 under Br.-IV**; Estimated Cost : ₹ **3,69,634.57 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **7,400.00**; Period of completion : **30 Days (For Sl. No. 8 & 9)**; Last date and time of submission of bid : **25.10.2025 - 11 am (For Sl. No. 6 to 9)**; The tender will be opened on : **29.10.2025 - 11 am (For Sl. No. 6 to 9)**.

(10) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/023/E1/25-26/APS16
Name of work : **Through repairing of I.P. at Kanulal Ln. in Ward No. 23**; Estimated Cost : ₹ **1,30,452.00 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **2,650.00**; Period of completion : **14 Days**.

(11) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/023/E8/25-26/APAS17
Name of work : **Repairs to footpath at Ratan Sarkar Garden St. in Ward No. 23**; Estimated Cost : ₹ **1,50,405.00 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **3,050.00**; Period of completion : **07 Days**.

(12) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/025/45/APAS5/25-26/R
Name of work : **Repairing of footpath at Rabindra Sarani in Ward No. 25 under Br.-IV**; Estimated Cost : ₹ **4,67,677.00 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **9,400.00**; Period of completion : **20 Days**.

(13) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/027/002/25-26/APAS
Name of work : **Improvement of road surface ar Rev. Kali Banerjee Row in Ward No. 27**; Estimated Cost : ₹ **3,33,828.00 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **6,700.00**; Period of completion : **30 Days**.

(14) NIT No. : KMC/EE(C)/IV/28/10/25-26/R
Name of work : **Development of passage and shed infront of Community Hall at 1/5, R.D. Street in Ward No. 28 under Br.-IV**; Estimated Cost : ₹ **3,97,581.72 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **8,000.00**; Period of completion : **30 Days**.

(15) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/038/APAS-5/2025-2026/R
Name of work : **Through improvement of concrete passage from 15 to 22 No. Shankar Ghosh Lane and 46 G.P.C. Lane in Ward No. 38**; Estimated Cost : ₹ **1,10,867.59 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **2,500.00**; Period of completion : **15 Days**; Last date and time of submission of bid : **29.10.2025 - 11 am (For Sl. No. 10 to 15)**; The tender will be opened on : **31.10.2025 - 11 am (For Sl. No. 10 to 15)**; The bid forms and other details are available on and from **10.10.2025 (5 pm) (For Sl. No. 1 to 15)**; The website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 15)**.

The **Executive Engineer (Civil) / Br.-XI, KMC** invites percentage rate e-tenders in two bid system for the following works :

(1) NIT No. : XI/114/030/25-26/R (2nd Call)
Name of work : **Maint. C.C. Road from H/O Sukalyan Mondal to Sudeep Mukherjee (Mondal Para) in Ward No. 114**; Estimated Value : ₹ **2,44,216.26 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **5,000.00**; Period of completion : **30 Days**; Last date and time of submission of bid : **17.10.2025 - 12 Noon**.

(2) NIT No. : XI/113/044/2025-26/R (2nd Call)
Name of work : **Maintenance of road Chakdha Govt. Colony and its surrounding area in Ward No. 113**; Estimated Value : ₹ **2,88,755.77 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **6,000.00**; Period of completion : **45 Days**.

(3) NIT No. : KMC/EEC/XI/113/023/2025-26/R (2nd Call)
Name of work : **Supply of labour for repair of depression with Milling Materials as and when required at Dinesh Nagar, Ananda Pally etc. in Ward No. 113**; Estimated Value : ₹ **2,85,804.75 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **6,000.00**; Period of completion : **90 Days**.

(4) NIT No. : XI/113/050/25-26/R (2nd Call)
Name of work : **Maintenance of road by supplying and spreading rubbish at Rifle Club Road and its surrounding area in Ward No. 113**; Estimated Value : ₹ **2,85,046.75 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **6,000.00**; Period of completion : **35 Days**.

(5) NIT No. : XI/114/037/25-26/R (2nd Call)
Name of work : **Imp. of CC Road at South Ananda Pally from H/O Kalu Halder to Rita Sen in Ward No. 114**; Estimated Value : ₹ **1,95,243.78 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**; Period of completion : **60 Days**; Last date and time of submission of bid : **18.10.2025 - 12 Noon (For Sl. No. 2 to 5)**; Date and time of opening of bid : **25.10.2025 - 12 Noon (For Sl. No. 1 to 5)**; The bid forms and other details are available on and from **10.10.2025 (From 5 pm) (For Sl. No. 1 to 5)**; The website **https://etender.nic.in (For Sl. No. 1 to 5)**.

The **Executive Engineer (Civil) / Br.-V, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :

(1) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/50/33/2025-2026
Name of work : **Restoration of passage to be disturbed by KMC W/S Dept. for laying Water Main Refugee Lane from 125A B.B. Ganguly St. to 9A Natta Bar Dutta Row in Ward No. 50**; Estimated Cost : ₹ **3,53,806.97 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **7,500.00**; Period of completion : **21 Days**; Last date and time of submission of bid : **29.10.2025 - 11 am**; Date and time of opening of tender : **31.10.2025 - 11 am**; The bid forms and other details are available on and from **10.10.2025 (5 pm)**.

(2) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/041/13/2025-2026
Name of work : **Development of sewer system at 58, Muktaram Babu St. in Ward No. 041 under Br.-V**; Estimated Cost : ₹ **4,49,905.59 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **9,000.00**.

(3) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/042/14/2025-2026
Name of work : **Development of footpath by paver block from 59 Caning St. to 70 Caning St. in Ward No. 042 under Br.-V**; Estimated Cost : ₹ **4,99,717.83 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **10,000.00**.

(4) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/042/014/2025-2026
Name of work : **Improvement of passage by paver block with ancillary work at Hanumanji Lane in Ward No. 042 under Br.-V**; Estimated Cost : ₹ **1,99,623.07 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**.

(5) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/041/16/2025-2026
Name of work : **Development of passage at Muktaram Babu St. and other places etc. in Ward No. 041 under Br.-V**; Estimated Cost : ₹ **3,49,868.23 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **7,000.00**; Period of completion : **30 Days (For Sl. No. 2 to 5)**; Last date and time of submission of bid : **25.10.2025 - 11 am (For Sl. No. 2 to 5)**; Date and time of opening of tender : **29.10.2025 - 11 am (For Sl. No. 2 to 5)**; The bid forms and other details are available on and from **11.10.2025 (5 pm) (For Sl. No. 2 to 5)**.

(6) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/036/19/2025-2026
Name of work : **Restoration of pavements and passages at 137, 137/A, 138B Beliaghata Road, 1/2, 3/H/8 Canal West Road etc. in Ward No. 36**; Estimated Cost : ₹ **2,41,089.13 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **5,000.00**; Period of completion : **45 Days**.

(7) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/037/17/2025-2026
Name of work : **Development of sewer line with ancillary work from 18 Chakku Khan Sama Lane to 14/A, Chakku Khan Sama Lane Ward No. 37 under Br.-V**; Estimated Cost : ₹ **4,99,083.78 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **10,000.00**; Period of completion : **30 Days**; Last date and time of submission of bid : **01.11.2025 - 11 am (For Sl. No. 6 & 7)**; Date and time of opening of tender : **03.11.2025 - 11 am (For Sl. No. 6 & 7)**; The bid forms and other details are available on and from **14.10.2025 (5 pm) (For Sl. No. 6 & 7)**; The website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 7)**.

The **Executive Engineer (Civil) / Br.-III, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following work :

NIT No. : KMC/EE-III/34/21/25-26 (1st Call)
Name of work : **Urgent repairing of collapsed sewer at 29 Kolimuddin Sarkar Lane beside water body in Ward No. 34**; Estimated Cost : ₹ **1,59,230.00 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **3,200.00**; Period of completion : **30 Days**; Last date and time of submission of bid : **29,10.2025 upto 12 Noon**; Date and time of opening of bid : **31.10.2025 after 12 Noon**; The bid forms and other details are available on and from **11.10.2025 (5 pm)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

1173/25-26

গৃহস্থালী

দেওয়ালে মোম রং দিয়ে আঁকিবুকি, সহজ কৌশলে তোলার উপায়,তেল চিটচিটে এক্সহস্ট ফ্যান, ঘরোয়া উপায়ে করুন চকচকে

দেওয়ালে কোথাও লাল রং। তো কোথাও লেগে রয়েছে হলুদ। তার পাশেই উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে সবুজ। যেন রামধনু রঙের খেলা। দেওয়াল দেখে একঝলকে স্পষ্ট এই কাজ আপনার বাড়ির খুদে সদস্য। হাতে রং, তুলি পাওয়ামাত্রই আঁকিবুঁকি কেটেছে সে। কীভাবে দেওয়াল পরিষ্কার করবেন, তা ভেবেই মাথায় হাত মায়ের। এত ভাবনাচিন্তা করবেন না। দিওয়ালির আগে সহজ কৌশলেই পরিষ্কার করুন দেওয়াল। রইল টিপস।

কোনও রাসায়নিক ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা নেই। তার পরিবর্তে বাড়িতে থাকা জিনিসপত্র দিয়েই করুন দেওয়াল পরিষ্কার। বেকিং সোডা, ভিনিগার, বাসন মাজার সাবান, মাইক্রোফাইবার ক্লথস, ম্যাজিক ইরেজার, পুরনো টুথব্রাশ হাতের কাছে নিন। এই উপকরণগুলি দিয়েই ঘরের দেওয়াল পরিষ্কার করুন। জেনে নিন পদ্ধতি।

একটি পাত্রে বেকিং সোডা, ভিনিগার, বাসন মাজার সাবান মিশিয়ে নিন। ওই দাগগুলির উপর স্প্রে করুন। খুব কড়া দাগের উপর পুরনো টুথব্রাশ দিয়ে হালকা হাতে ঘষুন। আর রঙের দাগ বেশ হালকা হলে মাইক্রোফাইবার ক্লথস দিয়ে ঘষে নিন। দেখবেন পরিবারের খুদে চিত্রশিল্পীর তৈরি দাগ নিমেষে গায়েব। আর দেওয়াল হয়ে গিয়েছে আগের মতো ঝকঝকে ও সুন্দর।

তবে দেওয়াল পরিষ্কারের আগে এই বিষয়গুলি মাথায় রাখতে হবে -

আপনার দেওয়ালে আদৌ ওয়াটারপ্রুফ রং করা রয়েছে কিনা, তা দেখে নিন।

তবেই উপরোক্ত মিশ্রণ দিয়ে দেওয়াল পরিষ্কার করুন। নইলে রং উঠে দেওয়াল নষ্ট হতে পারে।

প্রথমে অল্প একটু জায়গায় ওই মিশ্রণ স্প্রে করুন। দেওয়ালের রং বদলে যাচ্ছে বুঝতে পারলে আর এই কাজ করবেন না।

এই কাজগুলি করলেই উৎসবের মরশুমে পাবেন ঝকঝকে গৃহকোণ। তাই আর দেরি কীসের, আজই কোমর বেঁধে এসব কাজ শুরু করুন।

পুজোয় দেদার রান্নাবান্না। তার ফলে তেল চিটচিটে রান্নাঘর। ধোঁয়া, তেলে যাচ্ছেতাই পরিস্থিতি এক্সহস্ট ফ্যানের। নিশ্চয়ই ভাবছেন কীভাবে এক্সহস্ট ফ্যান পরিষ্কার করবেন? নানারকম রাসায়নিক ব্যবহারের কোনও প্রয়োজনীয়তা নেই। পরিবর্তে রান্নাঘরে রোজকার ব্যবহৃত জিনিসপত্র দিয়ে এক্সহস্ট ফ্যান পরিষ্কার করা সম্ভব। প্রথমেই জেনে নেওয়া যাক এক্সহস্ট ফ্যান পরিষ্কার করতে কোন কোন জিনিস কাজে লাগাতে পারেন। বাসন মাজার সাবান, বেকিং সোডা, ভিনিগার এবং শুকনো পরিষ্কার কাপড় থাকলেই সু ঃদর, চকচকে করে তুলতে পারেন এক্সহস্ট ফ্যান।

এবার জেনে নেওয়া যাক এক্সহস্ট ফ্যান পরিষ্কারের পদ্ধতি-

প্রথমেই এক্সহস্ট থেকে বিদ্যুৎ সংযোগ সরিয়ে নিন। খুলে ফেলুন প্লাগ।

এবার একটি পাত্রে গরম জল এবং বাসন মাজার সাবান মিশিয়ে নিন। ফিল্টারটি খুলে নিন। ওই মিশ্রণের মধ্যে ফিল্টারটি ১৫-২০ মিনিট ভিজিয়ে রাখুন।

আরও একটি পাত্রে উষ্ণ গরম জল নিন। ওই জলের মধ্যে ডুবিয়ে ফিল্টারটি ধুয়ে ফেলুন।

ফিল্টারে লেগে থাকা জল শুকিয়ে নিন।

এবার দেওয়ালে লাগিয়ে দিন এক্সহস্ট ফ্যান। বিদ্যুৎ সংযোগ করে দেখে নিন সঠিকভাবে কাজ করছে কিনা যন্ত্রটি।

এক্সহস্ট ফ্যান সংক্রান্ত আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য- রান্নাঘর ঠিক কতটা ব্যবহার করেন, সেই নিরিখে মাসে কমপক্ষে ১-২ বার এক্সহস্ট ফ্যান পরিষ্কার করুন।

রান্নাবান্নার পর শুকনো কাপড় দিয়ে পারলে রোজই এক্সহস্ট ফ্যান পরিষ্কার করুন। মনে রাখবেন, এক্সহস্ট ফ্যান পরিষ্কার থাকা মানে রান্নাঘর জীবাণুমুক্ত থাকে। আবার তা যে রান্নাঘরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে সে বিষয়েও কোনও সন্দেহ নেই। তাই রান্নাঘরের এক্সহস্ট ফ্যান নিয়মিত পরিষ্কার রাখার চেষ্টা করুন। নইলে শারীরিক সমস্যাও দেখা দিতে পারে।

রুম ফ্রেশনার বা কৃত্রিম সুগন্ধী নয়, এই প্রাকৃতিক উপায়েই সুবাসিত করুন আপনার ঘর

ঘরের প্রতিটি কোনার একটু বেশিই যত্ন নিতে হয়। সমস্ত দিক পরিষ্কার করার পরেও এই মরসুমে ঘরে স্যাঁতস্যাঁতে আবহাওয়ায় ঘরের মধ্যে যে ভ্যাপসা গন্ধ হয় তা কমাতে কোনও বাজারচলতি কৃত্রিম সুগন্ধী নয় বরং বাড়িতেই তৈরি করে নিতে পারেন আপনার পছঃ দর সুগন্ধি যা আপনার ঘরকে সুবাসিত রাখবে।

বাড়ির পুজোয় ব্যবহৃত কর্পূর দিয়ে বানাতে পারবেন এই সুগন্ধি। পরিষ্কার সুতির কাপরে কর্পূর রেখে তা আপনার আলমারির মধ্যে রেখে দিন। পোকামাক। হওয়া থেকে শুরু করা জামাকাপ।ে ভ্যাপসা গন্ধ, এসবকিছু থেকেই মুক্তি পাবেন।

ঘর মোছার সময় কর্পূরের টুকরো গুঁ।ো করে নিয়ে ঘর মোছার জলে দিয়ে তা দিয়ে বাড়ি পরিষ্কার করলেই সুবাসিত হবে আপনার গেরস্থালি।

আপনার স্নানঘরে ভ্যাপসা গঃদ বা দুর্গন্ধ থেকে রেহাই পেতেও ব্যবহার করতে পারেন কর্পূর। কোনও রাসায়নিক উপাদান ব্যবহার না করে আপনার স্নানঘরের কোনায় একটি বাটিতে কর্পূর রেখে দিন। এতে আপনার স্নানঘরে দুর্গন্ধ দূর হবে।

বসার বা শোবার ঘরেও একইভাবে বিভিন্ন ফুলের পাপ।রি সঙ্গে কয়েকটি কর্পূরের টুকরো রেখে দিলে সুবাসিত হবে আপনার ঘর।

প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহৃত সমস্ত জিনিসই সময়মতো বদলানো দরকার। অন্তত নিজেকে সুস্থ রাখতে তো বটেই। তা ওষুধ হোক বা প্রসাধন বা খাবার একইভাবে মেয়াদ ফুরোয় আপনার স্নানঘরে ব্যবহার করা বিভিন্ন জিনিসেরও। সময়মতো তাই বদলান আপনার ব্যবহৃত স্নানঘরের জিনিসগুলি। কী কী পালটাবেন জেনে নিন।

সবার প্রথমে যা বদলানো দরকার তা হল আপনার স্নানঘরে ব্যবহার করা তোয়ালে। তা স্নানের সময় ব্যবহার করার তোয়ালেই হোক বা বেসিনে ব্যবহার করা। মনে রাখবেন দীর্ঘদিন ধরে একই তোয়ালে দীর্ঘদিন ব্যবহার করলে তা থেকে নানা রোগজীবাণু ছ।ানোর সম্ভবনা থাকে তাই এক্ষেত্রে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন।

মনে রাখবেন আপনার স্নানঘরের টয়লেট শিট থেকে সবথেকে বেশি জীবাণু ছড়াতে পারে। তাই দু'দিন অন্তর টয়লেট শিট মনে করে পরিষ্কার করবেন। এছা।াও অবশ্যই মনে করে প্রতিবার ব্যবহারের পর টয়লেট শিট স্যানিটাইজার স্প্রে ও ওয়াইপস দিয়ে মুছে নেবেন।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন ব্যবহার করা লুফা থেকেও স্নানঘরে রোগজীবাণু বা।ে ওঠে। ভিজে লুফা থেকে তা ছ।ানোর সম্ভবনা থাকে সবথেকে বেশি। তাই তা ব্যবহারের পর শুকিয়ে নেওয়া প্রয়োজন।

স্নানঘরের বাইরে ব্যবহার করা পাপোসও মনে করে সময়মতো বদলান। কারণ জল, ধুলোময়লা জমে পাপোসে প্রচুর জীবাণু জন্মায়। এককথায় একে বলা যায় জীবাণুর আঁতুড়ঘর। তাই নির্দিষ্ট সময়মতো তা কেচে পরিষ্কার করা ও পালটে ফেলা বাঞ্ছনীয়। তাহলেই ভালো থাকবে আপনার স্নানঘর।

প্রত্যেক গৃহস্থ কমপক্ষে সপ্তাহে একবার শৌচালয় পরিষ্কার করেন। অনেকেই ভাবেন, এ আর কি এমন বিরাট কাজ। এসব করতে কতক্ষণই বা লাগে। কিন্তু জানেন কি, শৌচালয় পরিষ্কারের সময় এমন কিছু ভুলই আপনাকে বড়সড় সমস্যায় ফেলতে পারে। আপনার বাড়ি নিমেষে হয়ে উঠতে পারে জীবাণুদের আখড়া! তাই আজই সাবধান হোন। জেনে নিন ঠিক কীভাবে পরিষ্কার করলে সম্পূর্ণ জীবাণুমুক্ত হবে আপনার শৌচালয়।

শৌচালয় পরিষ্কারের সময় গ্লাভস পরেন না অনেকেই। এটি মোটেও স্বাস্থ্যকর অভ্যাস নয়। তাই শৌচালয় পরিষ্কারের আগে অবশ্যই গ্লাভস পরুন।

এবার শৌচালয় পরিষ্কারের কাজে ব্যবহৃত জীবাণুনাশক কমোড, বেসিনে ঢেলে দিন।

২-৩ মিনিট স্ক্রাবার দিয়ে কমোড, বেসিনে জীবাণুনাশক লাগিয়ে রেখে দিন।

ভালো করে ঘষে ধুয়ে ফেলুন।

এবার পালা শৌচালয়ের আয়না পরিষ্কারের। এক্ষেত্রে ভেজা কাপড়ের তুলনায় ওয়েট টিস্যু অনেক বেশি কার্যকর। হালকা হাতে আয়নার কাচ ঘষে পরিষ্কার করে নিন।

শৌচালয় পরিষ্কারের মানে শুধু কমোড, বেসিন কিংবা আয়না নয়। বাথরুমের টাইলসও পরিষ্কার করতে ভুলবেন না।

জীবাণুনাশক টাইলসেও ভালো করে বেশ কিছুক্ষণ মাখিয়ে রাখুন।

একটি ব্রাশ দিয়ে ঘষে জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।

অনেকেই শৌচালয় রোজ পরিষ্কার করেন। কিন্তু টাইলসের ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেন না। এই কাজটি ভুলেও করবেন না। তাতে বিপদ হতে পারে আপনার। কারণ, বাথরুমের আনাচে কানাচে জীবাণু বাসা বাঁধে। তাদের হামলা থেকে টাইলসও সুরক্ষিত নয়। আর রোজ রোজ শৌচালয়ের টাইলস পরিষ্কার না করলে বহাল তবিয়তে জীবনযাপন শুরু করবে জীবাণুরা। তার ফলে প্রস্রাবে জীবাণু সংক্রমণ-সহ আরও নানা শারীরিক সমস্যা হতে পারে। তাই আজই সাবধান হোন। বাথরুম পরিষ্কারের নিয়মে বদল আনুন। তাতে আখেরে লাভ আপনারই।

বাড়িতে থাকা কলের গায়ে জলের দাগ জমা, নতুন কোনও বিষয় নয়। সকলের বাড়িতেই কমবেশি এই ধরনের দাগছোপ দেখাই যায়। দীর্ঘদিন ধরে থাকা জলের দাগ, চাইলেন আর পরিষ্কার হয়ে গেল, তা হয় না। তবে বাড়িতে থাকা কয়েকটি সামগ্রীর সঠিক ব্যবহারে এই ধরনের দাগছোপ থেকে মুক্তি মিলতে পারে। আপনার জন্য রইল টিপস।

বাড়িতে সকলেরই ভিনিগার থাকে। ভিনিগার এবং জলের মিশ্রণে এই ধরনের দাগছোপ থেকে সহজে মুক্তি পেতে পারেন। সেক্ষেত্রে আগে একটি স্প্রে করা যাবে এমন বোতল নিন। ওই বোতলে ভিনিগার দিন। সঙ্গে সমপরিমাণ জল নিন। এবার যেখানে জলের দাগ লেগে রয়েছে সেখানে স্প্রে করুন। ১০-১৫ মিনিট রেখে দিন। এবার একটি নরম কাপড় কিংবা স্পঞ্জ দিয়ে মুছে ফেলুন। জলের দাগছোপ উঠে যেতে বাধ্য।

ভারত সফরের মাঝেই কাবুলে হামলা পাকিস্তানের! নিশানায় আফগান জঙ্গীরা

১০ অকেক্টাবর ঃ বৃহস্পতিবার রাতে, আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলে দু'টি বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গিয়েছে। তালিবান সরকার নিশ্চিত করেছে বিস্ফোরণের ঘটনায় তদন্ত

শুরু হয়েছে। ইসলামিক এমিরেটের মুখপাত্র জাবিউল্লাহ মুজাহিদ বলেছেন যে হতাহত বা ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এখনও জানা যায়নি। এই ঘটনায় পাকিস্তানের নাম জড়িয়েছে বলেও জানা গিয়েছে। কিছু সংবাদমাধ্যমে দাবি করা হয়েছে পাকিস্তানি তালিবান (টিটিপি) নেতা নূর ওয়ালি মাসুদকে লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে পাকিস্তান। যদিও, এক বার্তায় নিজের উপর হামলার দাবি নস্যাৎ করে দিয়েছেন মাসুদ। তালিবান কর্মকর্তারা এবং কিছু আফগান সাংবাদিকও পাকিস্তানের বিমান হামলার কথা অস্বীকার করছেন বলে জানা গিয়েছে। এই বিস্ফোরণের সময় অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। বিস্ফোরণটি এমন সময়ে ঘটেছে যখন আফগান বিদেশমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকি ভারত সফর করছেন। ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের সঙ্গে বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে আফগান বিদেশমন্ত্রীর। এদিকে আফগানিস্তানে ভারতীয় পর্যটককে 'ভাই' বলে সম্বোধন করলেন এক তালিবান নেতা। এমনকী ওই পর্যটকের পাসপোর্ট পর্যন্ত চেক করেননি তিনি। গোটা ঘটনাটি ভারতীয় যুবকের হেলমেটে থাকা ক্যামেরায় ধরা পড়েছে। সেই ভিডিওটি ইতিমধ্যেই সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। তাতেও পাক দেশে রাগ।ভাইরাল ওই ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, আফগানিস্তানের রাস্তা দিয়ে একটি মোটর বাইকে করে ওই পর্যটক যাচ্ছিলেন। পথে এক তালিবান নেতা পাসপোর্ট পরীক্ষার জন্য তাঁর রাস্তা আটকায়। এরপরই যুবকের পাসপোর্টে ভারত নাম দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে যায় তিনি। 'ভাই' সম্বোধন করে ওই পর্যটককে বলেন, ভারত-আফগানিস্তান ভাই ভাই। কোনও সমস্যা নেই। পাসপোর্ট পরীক্ষা করার দরকার নেই। প্রয়োজন নেই কোনও চেকিং-এরও। এরপরই ওই পর্যটককে রাস্তা ছেড়ে দেওয়া হয়। ভিডিও সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই প্রশংসিত হয়েছে নেটিজেনদের কাছে।

আত্মঘাতীর ঘটনায় পুলিশের শীর্ষকর্তাদের বিরুদ্ধে এফআইআর

চণ্ডীগড়, ১০ অক্টোবর (হি.স.)ঃ আইপিএস ওয়াই পূরণ কুমারের আত্মহত্যার ঘটনায় সেখানকার ডিজি শত্রুজি কাপুর এবং রোহতকের পুলিশ সুপার নরেন্দ্র বিজর্নিয়া এবং ৩ আমলা-সহ ১৫ জনের বিরুদ্ধে দায়ের হলো এফআইআর। ওয়াই পূরণ কুমারের আত্মঘাতী হওয়ার দু'দিন পরে তাঁর স্ত্রীর অভিযোগের ভিত্তিতে অবশেষে দায়ের হয় এফআইআর। মূলত পূরণ কুমারকে আত্মহত্যার প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগে সেখানকার ডিজি-সহ রাজ্য প্রশাসনের ১৫ কর্তার বিরুদ্ধে বৃহস্পতিবার রাতে এফআইআর দায়ের করেছে চণ্ডীগড় পুলিশ। সঙ্গে যোগ হয়েছে তফশিলি জাতি-উপজাতিদের উপর অত্যাচার প্রতিরোধ আইনের ধারাও। পূরণ কুমারের স্ত্রী এবং হরিয়ানার আইএএস অনমিত পি কুমার। তিনি তাঁর স্বামীকে আত্মহত্যায় প্ররোচনার অভিযোগ তুলে ডিজি-সহ একাধিক পুলিশ কর্তার বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন। তিনি এও অভিযোগ করেছিলেন, তাঁর স্বামীকে জাতপাত তুলে হেনস্থা করা হয়েছে। আত্মহত্যার আগে পূরণ কুমার যে সুইসাইড নোট লিখে যান তাতে তাঁকে জাতপাত তুলে অপমানের উল্লেখ ছিল। তার ভিত্তিতেই আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগ জানান পূরণের স্ত্রী। অভিযোগ জানানোর পরও কোনও পদক্ষেপ না নেওয়ায় আত্মঘাতী অফিসারের পরিবার হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন যে সমস্ত অভিযুক্তের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের না হওয়া পর্যন্ত তারা ময়নাতদন্ত করতে দেবে না। উল্লেখ্য, ৭ অক্টোবর চণ্ডীগড় সেক্টর ১১-এ বাড়ির বেসমেন্ট থেকে ওয়াই পূরণ কুমারের গুলিবিদ্ধ দেহ উদ্ধার হয়। তিনি নিজেকে গুলি করে আত্মঘাতী হন। পুলিশ জানিয়েছে, নিহত আইপিএস নিজের সার্ভিস রিভলভার থেকে গুলি চালান।

ধর্মনগরে জেল পলাতক আরও এক কয়েদি আটক অসমের শ্রীভূমি জেলায়

ধর্মনগর (ত্রিপুরা), ১০ অক্টোবর (হি.স.)ঃ উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগরের কালিকাপুর জেল থেকে মহানবমীর সকালে ছয় কয়েদির পলায়নের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছ।য়িেছে রাজ্যজুড়ে। বৃহস্পতিবার রাতে অসমের শ্রীভূমি জেলা থেকে পলাতক এক কয়েদিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। জেলরক্ষীদের উপর হামলা চালিয়ে ওই ছয় কয়েদি পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ। ঘটনায় গুরুতর আহত হন জেলকর্মী গেদু মিয়া, বর্তমানে তিনি ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনার পরপরই জেল প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে তীব্র সমালোচনার ঝ। ওঠে। তবে পুলিশ পৃথক পৃথক অভিযান চালিয়ে এ পর্যন্ত তিন পলাতক কয়েদিকে ধরতে সক্ষম হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাতে অসমের শ্রীভূমি জেলায় স্থানীয় পুলিশের সহযোগিতায় এক পলাতক, রহিম আলীকে আটক করা হয়। সে পালিয়ে গিয়ে বোনের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল বলে জানা গেছে। তার বাড়ি উত্তর ত্রিপুরার চুরাইবাড়িতে। এর আগে চন্দ্রপুর এলাকায় ধরা পড়ে অপর পলাতক কয়েদি আব্দুল ফাত্তা, যার বাড়ি অসমের নিলামবাজারে। অন্যদিকে, বাংলাদেশ- ত্রিপুরা সীমান্তের মালাকারবস্তি দিয়ে স্বদেশে পালানোর চেষ্টা করার সময় স্থানীয় বাসিন্দা ও কর্তব্যরত বিএসএফ-এর সহায়তায় ধরা পড়ে ফেনীর বাসিন্দা নারায়ণ দত্ত। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, পলাতক কয়েদিদের মধ্যে এখনও কুখ্যাত ডাকাত নাজিম উদ্দিন, সুনীল দেববর্মা ও রোজান আলী পলাতক রয়েছে। তাদের ধরতে সর্বত্র পুলিশি জাল বিছানো হয়েছে। শীঘ্রই বাকিদেরও আটক করা সম্ভব হবে বলে জানিয়েছেন ধর্মনগরের এসডিপিও জয়ন্ত কর্মকার। এছাড়া, কয়েদি পলায়নে মদত দেওয়ার অভিযোগে এক ব্যক্তিকেও আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে পুলিশ। ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে জেল প্রশাসনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে সর্বত্র।

প্রশাসনের কড়া পদক্ষেপ, রাতে ১৫ দিন বন্ধ থাকবে হিমাচলের সড়ক

শিমলা, ১০ অক্টোবর (হি.স.)ঃ বিলাসপুর জেলার ভল্লু সেতুর কাছে ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনার পর প্রশাসন নিরাপত্তার স্বার্থে বড় সিদ্ধান্ত নিয়েছে। শুক্রবার ঝান্ডুতা এসডিএম অর্জিয়া শর্মা নির্দেশ জারি করেছেন যে আগামী ১৫ দিন সন্ধ্যা ৬টা থেকে সকাল ৭টা পর্যন্ত ঘুমারবিঁ-বরঠি-শাহতলাই সড়ক সম্পূর্ণভাবে বন্ধ থাকবে। সুনহনি পেট্রোল পাম্প থেকে ঝান্ডুতা-ভাড়োলিকলা হয়ে মাণ্ডওয়া পর্যন্ত এই নিষেধাজ্ঞা কার্যকর থাকবে।শুক্রবার এসডিএম জানান, ওই রাস্তায় ভূমিধসপ্রবণ এলাকায় মেরামত ও সুরক্ষার কাজ চলছে। তাই দুর্ঘটনা এড়াতে রাতের সময় যান চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ রাখা হবে। প্রয়োজনে দিনের বেলাতেও রাস্তা বন্ধ রাখা হতে পারে। পুলিশ, পিডব্লিউডি এবং অন্যান্য দফতরের কর্মীরা নিরবচ্ছিন্নভাবে নজরদারিতে থাকবেন যাতে কাজ নির্বিঘ্নে চলে এবং সাধারণ মানুষ সমস্যায় না পড়েন।উল্লেখ্য, গত ৭ অক্টোবর সন্ধ্যায় ঝান্ডুতা উপমণ্ডলের ভল্লু সেতুর কাছে পাহাড় ধসে একটি বেসরকারি বাস ধ্বংসস্তূপে চাপা পড়ে যায়। বাসে ১৮ জন যাত্রী ছিলেন, যার মধ্যে ১৬ জনের মৃত্যু হয়। প্রাণে বাঁচে এক ৮ বছরের ও ১০ বছরের দুই শিশু। মৃতদের মধ্যে একই পরিবারের ৪ সদস্য, বাসচালক ও পরিচালকও ছিলেন। দুর্ঘটনার পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গভীর শোক প্রকাশ করেন। এই মর্মান্তিক ঘটনার পর প্রশাসন ভবিষ্যতে এমন বিপর্যয় এড়াতে এলাকায় কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

কান্তারা চ্যাপ্টার ১ঃ অষ্টম দিনে আয়ের পরিমাণ ২০.৫০ কোটি টাকা

মুম্বই, ১০ অক্টোবর (হি. স.)ঃ ঋষভ শেঠির পরিচালিত ছবি কান্তারা চ্যাপ্টার ১ প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে ২ অক্টোবর । আর মুক্তির পর প্রথম সপ্তাহেই অর্জন করেছে দুর্দান্ত সাফল্য। ছবির সংলাপ থেকে চিত্রনাট্য , সবকিছুই দর্শকের মন জয় করেছে । তবে দীর্ঘ আটদিন পর প্রথমবারের মতো আয়ের গতি সামান্য কমলো । বক্স অফিসের তরফে জানা গেছে, অষ্টম দিনে মোট আয় করেছে ২০.৫০ কোটি টাকা । প্রথম দিনে আয়ের পরিমাণ ৬১.৮৫ কোটি টাকা , দ্বিতীয় দিনে ৪৫.৪ কোটি টাকা , তৃতীয় দিনে ৫৫ কোটি টাকা , চতুর্থ দিনে ৬৩ কোটি টাকা , পঞ্চম দিনে ৩১.৫ কোটি টাকা , ষষ্ঠ দিনে ৩৪.২৫ কোটি টাকা ও সপ্তম দিনে ২৫.২৫ কোটি টাকা আয় করে । পরিচালক ও প্রযোজক মহলের তরফে জানা গেছে ছবির মোট বাজেট ছিল ১২৫ কোটি । তবে ইতিমধ্যেই সারা ভারতজুড়ে ছবির মোট আয় দাঁড়িয়েছে ৩৩৪.৯৪ কোটি টাকা ও বিশ্বব্যাপী এর আয় ৪৪৬ কোটিরও বেশি । কান্তারা চ্যাপ্টার ১ হল ২০২২ সালের ব্লকবাস্টার কান্তারার প্রিক্যুয়েল। ছবিটিতে ঋষভ শেঠির পাশাপাশি রুক্মিণী বসন্ত, গুলশান দেবাইয়া এবং জয়রাম অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন।

ক্যাম্পের ভিতরে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে টিএসআর জওয়ানের মৃত্যু

আগরতলা, ১০ অক্টোবর (হি.স.)ঃ ক্যাম্পের ভিতরে বিশ্রাম নেওয়ার সময় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলসের (টিএসআর) জওয়ানের। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার দুপুরে আগরতলার কাছে জম্পুইজলায়। মৃত জওয়ানের নাম নরেশ কাশ্যপ। বয়স ৫৯ বছর। তাঁর বাড়ি ঝা।খণ্ডের রাঁচিতে। ঘটনায় মৃত জওয়ানের সহকর্মীদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। ক্যাম্পের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, নরেশ কাশ্যপ ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলসের ৭ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের জওয়ান ছিলেন। এদিন দুপুরে ক্যাম্পের ভিতরে ব্যারাকে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন এবং বাস্তিতে পরিবারের লোকের সাথে মোবাইলে কথা বলছিলেন। কথা বলার সময়ই তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হন। সাথেসাথেই তাঁকে সহকর্মীরা হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু, শেষ রক্ষা হয়নি। মৃত্যু হয় নরেশ কাশ্যপের। পরে হাসপাতালে পৌঁছেন ব্যাটেলিয়ানের পদস্থ আধিকারিকরা। কতৃপক্ষ মৃত জওয়ানের পরিবারের সাথে যোগাযোগ করেছে এবং মৃতদেহ বাড়িতে পৌঁছানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

সানি সংস্কার কি তুলসী কুমারী অষ্টম দিনে ধুঁকছে আয়ের গতি

মুম্বই , ১০ অক্টোবর (হি. স.)ঃ মুক্তির পর কেটেছে আটদিন। তবে দিন যত পেরোচ্ছে , কমছে আয়ের পরিমাণ । ধর্মা প্রোডাকশন প্রযোজিত ও শশাঙ্ক খৈতান পরিচালিত রোমান্টি ক-ড্রামা ছবি সানি সংস্কার কি তুলসী কুমারী মুক্তি পেয়েছে ২ অক্টোবর । তবে মুক্তির পর প্রথম কয়েকদিন বেশ সাফল্য অর্জন করলেও , অষ্টম দিনে ধুঁকছে আয়ের গতি। তেমনটাই জানা যাচ্ছে বক্স অফিস পরিসংখ্যান থেকে । বক্স অফিসের তরফে জানা গেছে, অষ্টম দিনে ছবিটির মোট আয় ২ কোটি টাকা । এখনও পর্যন্ত ছবির মোট আয় ৪০.৭৫ কোটি টাকা। প্রযোজক মহল জানিয়েছে , ছবিটির মোট বাজেট ছিল ৮০ কোটি টাকা। তবে আয়ের ধীর গতির কারণে পরিচালক থেকে প্রযোজক মহল, সবার কপালেই দেখা দিয়েছে চিন্তার ভাঁজ ।

বারাণসীর ঘরে ঘরে চলছে করভা চৌথ পালন , শহর জুড়ে উৎসবের আবহ

বারাণসী, ১০ অক্টোবর (হি.স.)ঃ উত্তর প্রদেশের বারাণসীতে ঘরে ঘরে পালিত হচ্ছে করভা চৌথ । স্বামীর মঙ্গলকামনায় প্রত্যেক বিবাহিতা কার্তিক মাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্থী তিথিতে নির্জলা উপবাস রাখেন এবং সন্ধ্যায় দেবী গৌরী, মহাদেব গনেশ ও কার্তিককে ফুল - ভোগ অর্পণ করেন । এই বছর চতুর্থী তিথি ৯ অক্টোবর রাত ১০৫ৃ৪ মিনিটে শুরু হওয়ায় শুক্রবার পালন করা হচ্ছে চৌথ পালন রীতি । শহরের বিভিন্ন স্থানে রয়েছে উৎসবের মেজাজ । মন্দিরে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে সন্ধ্যারতির প্রস্তুতি । এদিন প্রত্যেক বিবাহিতারাই সূর্যোদয়ের পর উপবাস শুরু করে । সন্ধ্যায় মন্দিরে ফুল - মিষ্টি সহ একাধিক উপাচার সম্পন্ন করার পর চাঁদের কাছে স্বামীর দীর্ঘায়ু কামনা করে চালুনির মধ্য দিয়ে স্বামীর মুখ দেখে উপবাস ভঙ্গ করেন।

ছাপড়া-অমৃতসর-ছাপড়া সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস

গোরখপুর, ১০ অক্টোবরঃ ভ্রমণকারী জনসাধারণের সুবিধার্থে, রেল প্রশাসন ১৫১৩৫ / ১৫১৩৬ ছাপড়া-অমৃতসর-ছাপড়া সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস নিয়মিতভাবে ছাপড়া থেকে ১২ ডিসেম্বর, ২০২৫ থেকে প্রতি শুক্রবার এবং ১৩ ডিসেম্বর, ২০২৫ থেকে প্রতি শনিবার অমৃতসর থেকে নিম্নরূপে পরিচালনা করবে১৫১৩৫ ছাপড়া-অমৃতসর সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস ১২ ডিসেম্বর, ২০২৫ থেকে প্রতি শুক্রবার ১০.১৫ মিনিটে ছাপড়া ছেড়ে সিওয়ানে ১১.১৮ মিনিটে, থাওয়েতে ১১.৫৫ মিনিটে, তমকুহি রোডে ১২.২৫ মিনিটে, পাদৌনাতে ১২.৫২ মিনিটে, কাপ্তানগঞ্জে ১৩.৩৫ মিনিটে, গোরখপুরে ১৪.৪০ মিনিটে, খলিলাবাদে ১৫.১৬ মিনিটে পৌঁছাবে। বাস্তি ১৫.৪১ টায়, গোন্ডা ১৭.১৫ টায়, বুড়ওয়াল ১৮.২০ টায়, সীতাপুর ২০.৪০ টায়, পরের দিন বেরেলি ০০.৫২ টায়, মোরাদাবাদ ০২.৫০ টায়, সাহারানপুর ০৭.০৫ টায়, আম্বালা ক্যান্ট ০৯.০০ টায়, ধান্ডারি কালান ১০.৪৬ টায়, জলন্ধর সিটি ১১.৫৫ টায় এবং বিয়াস ১২.৫৫ টায় ছেড়ে অমৃতসর ১৩.৫০ টায় পৌঁছাবে।

Name Change

I, Subal Chandra Mandal (Old Name) S/O– Jatin Mandal resident of Dhananjaypur, Dhananjoypur , Nakashipara, Dist-Nadia, West Bengal, Pin-741126 do hereby decrared that I have changed my name from Subal Chandra Mandal to Subal Mandal and hencefort I shall be known as Subal Mandal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 26/09/2025 . My name Subal Mandal & Subal Chandra Mandal both are same and one identical person.

Name Change

I, SANDEEP SINGHANIA (Old Name) S/O Late JAGDISH PRASAD SINGHANIA Residing at Dream Residency Manor, Block-8, Flat-4C, Rajarhat Main Road, P.S.-Airport, District - North 24 Parganas, Pin - 700136 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as SUNDEEP SINGHANIA (New Name) as declared before the Ld. 1st Class Metropolitan Magistrate at Kolkata vide affidavit no 900, dated 07-08-2025. SANDEEP SINGHANIA (Old Name) and SUNDEEP SINGHANIA (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I, GOUTAM MONDAL and GOUTAM KR MONDAL (Old Name) S/O BANIBIKASH MONDAL Residing at Base Camp, 8/1, Sital Chandra Naskar Roaad, Tentulberia, P.S.-Narendrapur, District - South 24 Parganas, Pin - 700084 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as GOUTAM KUMAR MONDAL (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit no 27 dated 10-10-2025. GOUTAM MONDAL and GOUTAM KR MONDAL (Old Name) and GOUTAM KUMAR MONDAL (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I, SUMSUDDIN GAZI (Old Name) S/O ABUL LATIF GAZI Residing at Vill-Raidighi, P.O.& P.S.-Raidighi, District - South 24 Parganas, Pin - 743373 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as SAMSUDDIN GAZI (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit dated 10-10-2025. SUMSUDDIN GAZI (Old Name) and SAMSUDDIN GAZI (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Shushila Gupta (old name) wife of Ajay Kumar Gupta, residing at 54/1/1, Khagendra Ganguly Lane, Salkia, Howrah – 711106, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Sushila Gupta (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 10/10/2025. Shushila Gupta and Sushila Gupta both are same and one identical person.

Name Change

I, Md Sajid Khan (old name) son of Mohammed Ejaj Khan, residing at 2B, H/9 Chatu Babu Lane, Kolkata – 700014, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Mohammed Sajid Khan (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 10/10/2025. Md Sajid Khan and Mohammed Sajid Khan both are same and one identical person.

Name Change

I, Tanushree Singh (old name) wife of Narendra Kumar Singh, residing at 269, G. I. T. Road, Baranagar, Dist: North 24 Parganas, Pin: 700036, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Tansuree Singh (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 10/10/2025. Tanushree Singh and Tansuree Singh both are same and one identical person.

Name Change

I, NIJAMUDDIN MIDDAY S/o Lt. Mohammad Hossain Midday residing at Vill. & P.O. Dhulagari, P.S. Sankrail, Dist. Howrah-711302 West Bengal, India do hereby declare my wife's actual name SANOWARA BEGUM MIDDAY instead of SANOWARA MIDDAY which is wrongly recorded in my Passport, vide an affidavit sworn before the Ld. Executive Magistrate, Howrah dated 25/09/2025. SANOWARA BEGUM MIDDAY and SANOWARA MIDDAY both are the same and one identical person.

স্বচ্ছতা পাখোয়াড়ার আওতায় আয়োজিত স্বচ্ছতা বিষয়ক চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা

কলকাতা, ১০ অক্টোবর ঃ চলমান বিশেষ অভিযান ৫.০ এবং স্বচ্ছতা পাখোয়াড়া ২০২৫ উদযাপনের অংশ হিসেবে, ৯.১০.২০২৫ তারিখে দক্ষিণ-

পূর্ব রেলওয়ের সদর দপ্তর, গার্ডেন রিচে একটি চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে রেলওয়ের কর্মীদের উৎসাহী অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যায়, যারা তাদের শিল্পকর্মের মাধ্যমে পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্যবিধি এবং পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়বস্তু সুন্দরভাবে তুলে ধরেন। প্রতিযোগিতার লক্ষ্য ছিল পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা এবং টেকসই পরিবেশ প্রচারের প্রতি সচেতনতা এবং দায়িত্ববোধকে অনুপ্রাণিত করা। এই স্বচ্ছতা অভিযানের আওতায়, দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের সদর দপ্তর, গার্ডেন রিচে অফিস প্রাঙ্গণে স্বচ্ছতা এবং পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে রেলওয়ের কর্মীদের সচেতনতা শীর্ষক একটি সেমিনারও আয়োজন করা হয়। এই সেমিনারের লক্ষ্য ছিল কর্মকর্তা ও কর্মীদের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা, বর্জ্য পৃথকীকরণ এবং টেকসই পদক্ষেপের অনুশীলনের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করা। অংশগ্রহণকারীদের তাদের আশেপাশের পরিবেশ পরিষ্কার রাখার জন্য সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে এবং একটি পরিষ্কার ও সবুজ রেল পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য অবদান রাখতে উৎসাহিত করা হয়েছিল। চলমান বিশেষ প্রচারণা ৫.০ এবং স্বচ্ছতা পাখওয়াড়া ২০২৫ উদযাপনের অংশ হিসেবে দক্ষিণ-পূর্ব রেল-এর প্রতিটি বিভাগে বিভিন্ন কর্মসূচি এবং সচেতনতামূলক প্রচারণার আয়োজন করা হচ্ছে।

পারিবারিক বিবাদের জেরে শ্বশুরকে খুন, পুলিশের জালে বউমা

নিজস্ব প্রতিনিধি, সুদীপ্ত লাহিড়ী, ১০ অক্টোবর ঃ পারিবারিক বিবাদের জেরে শ্বশুরের গোপনাঙ্গ টিপে খুন করার অভিযোগ উঠল পুত্রবধূর বিরুদ্ধে। এমনই চাঞ্চল্যকর অভিযোগ ঘিরে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় পুরাতন মালদার সাহাপুর অঞ্চলের মাধাইপুর এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযুক্ত মহিলাকে বেধড়ক গণপিটুনি দেয় বলেও খবর। পরে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। তদন্তে নেমেছে পুলিশ। মৃতের নাম নুরু শেখ। ষাটোর্ধ্ব ওই ব্যক্তির দুই ছেলে ও এক মেয়ে। ছেলে ও মেয়ে প্রত্যেকেই বিবাহিত। প্রত্যেকেরই সংসার আলাদা। নুরু শেখের বাড়ির আশেপাশেই বাড়ি। পারিবারিক সূত্রে খবর, আলাদা সংসারে থাকলেও, বেশ কয়েকদিন ধরে বড়শ্বশুরের গোপনাঙ্গ টিপে ছেলের স্ত্রী সুলতানা বিবির সঙ্গে তার শ্বশুরবাড়ির লোকজনের অশান্তি চলছিল। অভিযোগ, অভিযুক্ত সুলতানা তার শ্বশুরের জমিজায়গা হাতানোর চেষ্টা করছিল। তাতে আপত্তি ছিল শ্বশুরের। তা নিয়ে বিবাদ। বৃহস্পতিবার রাতে বিবাদ চরমে পৌঁছায়। অভিযোগ, অশান্তি চলাকালীন বৃহস্পতিবার সুলতানা তার শ্বশুরের গোপনাঙ্গ টিপে ধরে। কিছুক্ষণের মধ্যেই মৃত্যু হয় নুরু শেখের। এই ঘটনা ঘিরে স্বাভাবিকভাবেই উত্তেজনা তৈরি হয় এলাকায়। গ্রামবাসীরা অভিযুক্ত গৃহবধূকে বাড়ি থেকে বের করে ব্যাপক মারধর করে বলে অভিযোগ। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। অভিযুক্ত গৃহবধূকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। এদিকে, বৃদ্ধের দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়। ময়নাতদন্ত রিপোর্ট হাতে আসার পর মৃত্যুর কারণ স্পষ্ট হবে বলেই জানিয়েছে পুলিশ। অভিযুক্ত গৃহবধূকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাকে দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের জেরে খুন নাকি নেপথ্যে রয়েছে অন্য কোনও কারণ, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

রাস্তায় যুবকের অশ্লীল আচরণ, সমাজ মাধ্যমে ভাইরাল ভিডিও!

নিজস্ব প্রতিনিধি, বর্ধমান, ১০ অক্টোবর ঃ টোটোয় বসে থাকা চার তরুণীর দিকে পিছু ধাওয়া করছিলেন এক যুবক, যিনি বাইকে সওয়ার ছিলেন এবং মুখে মাস্ক পরেছিলেন। বাইক চালাতে চালাতেই তিনি বারবার অশ্লীল দৃশ্য দেখান। টোটোয় থাকা তরুণীরা এই ঘটনাটি ক্যামেরাবন্দি করেন এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন। ভিডিওটি মুহূর্তের মধ্যে ভাইরাল হয়ে যায়। ঘটনাটি বর্ধমানের বিবেকানন্দ কলেজ মোড়ের। বৃহস্পতিবার বিকেলে ওই এলাকায় টোটো চড়ে চার তরুণী যাচ্ছিলেন। অভিযোগ, সেই সময় বাইকে সওয়ার এক যুবক গোপনাঙ্গ দেখিয়ে অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করেন। মুখে মাস্ক পরে নিজের পরিচয় গোপন করতে চেয়েছিলেন যুবক। যদিও তা পারেননি বলেই দাবি তরুণীর। সোশাল মিডিয়ায় তিনি লেখেন, ওই যুবকের নাম বাবু বিশ্বাস। স্থানীয় এলাকারই বাসিন্দা। এই ঘটনার ভিডিও এখন সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল। যা নজরে পড়ে বর্ধমান সাইবার থানার পুলিশের। যুবকের খোঁজ শুরু করেছে পুলিশ। ঘটনার সময় রাস্তায় যথেষ্ট ভিড় থাকা সত্ত্বেও ওই যুবক কীভাবে নজর এড়িয়ে এমন অশোভনীয় কাজ করতে পারলেন, তা নিয়ে নেটিজেনদের মধ্যে বিস্ময় সৃষ্টি হয়েছে। কেউ কেউ ভিডিও দেখে বলছেন, ওই যুবকের আচরণ বিকৃত মানসিকতার পরিচয় বহন করে, যার জন্যই তিনি তরুণীদের দিকে এমন কাজ করেছেন। অনেকেই তার কঠোর শাস্তির দাবি করেছেন। ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই নারী নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। আতঙ্কিত টোটোয় থাকা চার তরুণীও এই ঘটনার শিকার হয়েছেন। জানা গেছে, তাদের সঙ্গে ওই যুবকের কোনও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নেই। তা সত্ত্বেও ওই উদ্দেশ্য কী ছিল এবং আগেও এমন কাজ করেছে কিনা, তা পুলিশ খতিয়ে দেখছে। পুলিশ সূত্রে খবর, খুব শীঘ্রই ওই যুবকের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কোচবিহারে গন্ডা ও বন্য শূকরের আক্রমণে আহত দুই বৃদ্ধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার, ১০ অক্টোবর ঃ উত্তরবঙ্গের অবিরাম টানা বৃষ্টিতে জনজীবন বিপর্যস্ত হওয়ার পাশাপাশি বহু বন্যপ্রাণী গ্রামাঞ্চলে প্রবেশ করেছে। শুক্রবার সকালে পণ্ডিবাড়ি এলাকায় জলবাহিত হয়ে আসা এক গণ্ডার আচমকাই আক্রমণ চালায়। এতে দুইজন বৃদ্ধ গুরুতর আহত হন। ঘটনাটি ঘটেছে সুভাষপল্লী এলাকায়। আহতদের মধ্যে রয়েছেন দিলীপ দাস (৬৫) ও বিভা কর (৮৫)। তাঁরা ভোরে মন্দিরে কীর্তন করতে যাচ্ছিলেন। পথে গণ্ডার আক্রমণে আহত হন। স্থানীয়রা তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়। পুলিশ ও বন দফতরের দল দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে গণ্ডাকে 'ট্রাঙ্কুইলাইজার গান' ব্যবহার করে শান্ত করে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। বন আধিকারিকরা জানিয়েছেন, গণ্ডাটি সম্পূর্ণ সুস্থ রয়েছে। উল্লেখযোগ্য, জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ি ব্লকের মধ্যখাঁটিমারি গ্রামে এক বন্য শূকরের আক্রমণে আরও ৪ জনকে গুরুতর আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে রয়েছেন সতীশ্রী রায়, জয়া রায়, হিরণ রায় ও পদো রায়। তাদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বন আধিকারিকদের মতে, সম্প্রতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বন্যপ্রাণীরা তাদের নিরাপদ আবাস ত্যাগ করে অজানা এলাকায় চলে আসছে, ফলে মানুষদের ওপর হঠাৎ আক্রমণ করছে।

জমি বিবাদ, মামার হাতে খুন ভাগ্নে

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ১০ অক্টোবর ঃ মানিকচকের মথুরাপুর সুভাষ কলোনী এলাকায় জমি বিবাদকে কেন্দ্র করে মামার হাতে খুন ভাগ্নে। মৃত যুবকের নাম হিরেন কুণ্ডু(২৪)। ঘটনা সম্পর্কে জানা গেছে শুক্রবার সকাল ১০ টা নাগাদ রাজা মণ্ডলের বাড়ির সামনে ইট ফেলাকে কেন্দ্র করে তার সৎ দাদা জীবন মণ্ডলের সাথে বচসা বাধে। বচসা একসময় পৌঁছায় হাতাহাতিতে সেই সময় জীবন মণ্ডলকে হাঁসুয়া দিয়ে মারতে উদ্যত হয় রাজা। সেই সময় জীবন মণ্ডলকে বাঁচাতে তার ভাগ্নে হিরেন কুণ্ডু গেলে হাঁসুয়ার কোপ বসে তার মাথায়। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে প্রথমে মানিকচক ও পরে মালদা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময় মৃত্যু হয় তার। অন্যদিকে এই ঘটনায় অভিযুক্ত রাজা মণ্ডলকে মানিকচক হাসপাতাল থেকে আটক করে মানিকচক থানার পুলিশ।

ভুটান সীমান্তবর্তী দোলোমাইট এলাকায় ভয়াবহ ধস, উত্তরবঙ্গের পর্যটন শিল্পে মারাত্মক প্রভাব

নিজস্ব প্রতিনিধি, দার্জিলিং, ১০ অক্টোবর ঃ ভুটান সীমান্তবর্তী দোলোমাইট এলাকায় পাহাড় ধসের ঘটনায় উত্তরবঙ্গের পর্যটন শিল্পে নতুন চ্যালেঞ্জ তৈরি হয়েছে। পাহা। থেকে ভেঙে পড়া পাথর, মাটি ও কাদা স্থানীয় সা।ক ও ট্রেকিং রুটে প্রবল অগ্নিসংযোগের মতো ভয় সৃষ্টি করেছে। সুনামি বা প্লাবনের মতো এই ধসের ধাক্কা এখনো কাটিয়ে ওঠা যায়নি। সান্দাকফু, টংলু, মণেভঞ্জনসহ পর্যটক আকর্ষণীয় স্থানগুলোতে যাতায়াত প্রায় বন্ধ, যা পর্যটন ব্যবসায় এক ধরনের সংকটের সৃষ্টি করেছে। ভুটানের সীমান্তবর্তী এই অঞ্চলে ধসের ঘটনা ঘটেছে গত সপ্তাহের প্রচণ্ড বৃষ্টির পর। পাহাড়ি ঢল ও বন্যার জল একটি ধসের মাত্রাকে বৃদ্ধি করেছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, পাহাড়ের ঢাল এবং বনাঞ্চলের ক্ষয়ক্ষতি ধসের ঝুঁকি বাড়িয়েছে। যাতায়াত রক্ষাকারী সড়ক, ট্রেকিং পথ, ছোট ব্রিজ ও পারাপারের পথ এখনো আংশিক বন্ধ। স্থানীয় হোটেল ও হোম স্টে মালিকদের মতে, এই পরিস্থিতি সীসা দিয়ে দম বন্ধ করার মতো-কারণ পর্যটকরা নিরাপত্তার কারণে ভ্রমণ বাতিল করছেন। দার্জিলিং ও কালিম্পং জেলার প্রশাসন জানিয়েছে, ধসের প্রভাব মোকাবেলায় জরুরি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। রাস্তা খোলার চেষ্টা চলছে। বন্যা ও ধসের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত অংশে দ্রুত মেরামতির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তবে পাহাড়ের স্থিতিশীলতা যাচাই না হওয়া পর্যন্ত সম্পূর্ণ নিরাপদ ঘোষণা করা হয়নি। পাহাড়ে ক্ষয়ক্ষতির ফলে ট্রেকিং ও হাইকিং রুটে পর্যটক নিরাপত্তা প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। পর্যটন ব্যবসায়ীরা জানান, গত কয়েকদিনে সান্দাকফু, লেপচা, মণেভঞ্জন সহ পর্যটক আকর্ষণীয় অঞ্চলে বুকিং বাতিলের হার বে।ে গেছে। কলকাতা, বেঙ্গলুরু ও উত্তর-পূর্বের শহর থেকে আগত পর্যটকরা বিপদের আশঙ্কায় ভ্রমণ স্থগিত করেছেন। স্থানীয় হোটেল, হোমস্টে, গাইড এবং পোর্টারদের আয়ের উৎসও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। কেউ কেউ পর্যটন মরশুমে আয় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণে নতুন ব্যবসায় ঝুঁকিতে পড়ছেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে, পাহা।রে ধস শুধুমাত্র অর্থনৈতিক ক্ষতি নয়, মানুষের জীবন ও পরিবেশের ওপরও প্রভাব ফেলছে। পাহাড়ের নিচে থাকা ছোট গ্রামগুলোতে ধসের কারণে সরাসরি ভয় দেখা দিয়েছে। স্থানীয় স্কুল ও বাজারে যাতায়াতও সীমিত হয়ে গেছে। সিভিক প্রশাসন জানিয়েছেন, পাহাড়ের ঝুঁকি মোকাবিলায় অস্থায়ী বাঁধ এবং সতর্কতা বোর্ড বসানো হচ্ছে। স্থানীয় ও পর্যটক উভয়ের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য বনদপ্তর ও পুলিশ তৎপর। ভুটান দোলোমাইট অঞ্চলটি মূলতঃ সান্দাকফু ট্রেকিং রুটের সংযোগস্থল। সেখানকার মনোরম দৃশ্য, তুষারাবৃত কাঞ্চনজঙ্ঘা দর্শন, পাহাড়ি বন ও নদীর সৌন্দর্য

পর্যটকদের আকর্ষণ করে। তবে এই ধসের পর পরিস্থিতি চরমভাবে বিপর্যস্ত। পর্যটকরা সান্দাকফু বা টংলুতে পৌঁছাতে পারছেন না, যার ফলে ট্রেকিং ব্যবসা বন্ধ এবং হোটেল-রেস্টুরেন্টে অতিথি সংখ্যা অনেক কমেছে। এই পরিস্থিতি স্থানীয়দের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি করেছে। পাহাড়ি ধসের কারণে পরিবহন ব্যবস্থাও ব্যাহত হচ্ছে। সড়ক ও ছোট ব্রিজের ক্ষয়ক্ষতি দূর করতে প্রশাসন মেশিনারিজ পাঠিয়েছে। পাহাড়ি রেল ও বাস সার্ভিস সীমিত সময়ের জন্য বন্ধ রাখা হয়েছে। প্রশাসনের বক্তব্য অনুযায়ী, পর্যটন ব্যবসায় পুনরায় গতি আনার জন্য নিরাপদ জায়গায় পর্যটক চলাচল শুরু করতে হবে। তবে প্রকৃতির অপ্রত্যাশিত রূপ প্রতিরোধ করা সবসময় সম্ভব নয়। পর্যটন ব্যবসায়ীদের মতে, ধসের কারণে দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতি এড়াতে কেবল মেরামত নয়, পাহাড়ের নিরাপত্তা ও ট্রেকিং রুটের স্থায়িত্ব নিশ্চিত করতে হবে। সরকার পর্যটকদের সচেতনতা এবং নিরাপদ রুট প্রদানের জন্য তথ্য জারি করছে। স্থানীয় হোটেল মালিক ও গাইডরা জানিয়েছেন, পর্যটকদের কাছে ধস ও ঝুঁকি সম্পর্কিত বিস্তারিত নির্দেশনা দেওয়া হচ্ছে। স্থানীয় প্রশাসন জানিয়েছে, পর্যটন খাতে ক্ষতি মোকাবিলায় স্থানীয় ব্যবসায়ীদের আর্থিক সহায়তা এবং পুনর্বাসনের পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হচ্ছে। এছাড়া পর্যটক এবং স্থানীয়দের জন্য জরুরি মেডিকেল সাপোর্ট ব্যবস্থা স্থাপন করা হয়েছে। স্থানীয় পর্যটন সংগঠনগুলোর মতে, পর্যটক আকর্ষণ বজায় রাখতে পর্যটক সচেতনতা এবং নিরাপদ পরিকল্পনা অপরিহার্য। প্রশাসন ও বনদপ্তরের যৌথ উদ্যোগে ধস নিয়ন্ত্রণ, রুট মেরামত ও নিরাপত্তা মানদণ্ড নির্ধারণ করা হচ্ছে। উত্তরবঙ্গের পর্যটক সমাজ এবং ব্যবসায়ীরা আশাবাদী, ধসের প্রভাব যত দ্রুত সম্ভব সামলানো সম্ভব হবে। নতুন শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা ও সচেতনতা বজায় রাখলে, সান্দাকফু ও ভুটান সীমান্তবর্তী দোলোমাইট অঞ্চল আবার পর্যটনের জন্য আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে। তবে প্রকৃতির সঙ্গে সহাবস্থান এবং নিরাপত্তা সর্বদা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পাবে।

৩০ লক্ষের বিগ বাজেটের কালীপুজো! পূর্ব মেদিনীপুরে নজরকাড়া থিম

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব মেদিনীপুর, ১০ অক্টোবর ঃ কালীপুজোর জন্য বিখ্যাত পূর্ব মেদিনীপুর। সারা পূর্ব মেদিনীপুর জেলা জুড়ে ছোট বড় মিলিয়ে অসংখ্য কালীপুজো হয়। পূর্ব

মেদিনীপুর জেলার বেশ কিছু প্রান্ত রয়েছে যেখানে যেখানে দুর্গাপুজোর চেয়েও কালীপুজোয় উৎসবের আনন্দ যেন দ্বিগুণ হয়। তাই জেলা জুড়ে বিভিন্ন জায়গায় কালীপুজো মানে প্রতিমা থেকে মণ্ডপ এমন কী লাইটের চমক লক্ষ্য করা যায়। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার সবচেয়ে বৃহৎ আকারে কালীপুজো আয়োজিত হয় নন্দকুমারে। প্রতিবছর থিমের মণ্ডপ ও প্রতিমা সহ সবকিছু জেলা ও বিভিন্ন জেলার দর্শনার্থীদের মন কাড়ে। এবার তাদের মণ্ডপে থিম, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ রূপান্তরিত হচ্ছে পুতুলে। নন্দকুমার থানার অন্তর্গত আলেয়া ক্লাব পূর্ব মেদিনীপুর জেলার অন্যতম বিগ বাজেটের কালীপুজোর আয়োজন করে। প্রতিবছর কালীপুজোর এই ক্লাবের পুজোর জন্য মুখিয়ে থাকে সাধারণ মানুষ। এই ক্লাবের কালীপুজো চলতি বছর ৫৭ তম বছরে পদার্পণ করেছে। এবারের কালীপুজোর মণ্ডপে থিমে তুলে ধরা হবে, যন্ত্র সভ্যতা কীভাবে মানুষকে গ্রাস করছে। আর মানুষ দিনের পর দিন পুতুলে পরিণত হচ্ছে। মানুষ হারিয়ে যাচ্ছে মানুষের থেকে। যন্ত্র সভ্যতা মানুষের চেতনাকে বদ্ধ করে রেখেছে, ফলে হারিয়ে যাচ্ছে বেঁচে থাকার আসল পরিসর। সেটাই এবার থিমের মাধ্যমে ফুটে উঠবে জেলার উন্নতম বিগ বাজেটের কালীপুজোয়। এই বিষয়ে ক্লাবের সম্পাদক বিশ্বজিত দত্ত জানান, আলেয়ার কালীপুজোয় এবারের থিম সোপান। বিষয় হল, দিন যান্ত্রিক সভ্যতায় মানুষ হয়ে উঠছে পুতুল। এই পরিবর্তন তুলে ধরা হবে মণ্ডপে। মণ্ডপ নির্মাণ হবে রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত বিখ্যাত শিল্পী গৌরাঙ্গ কুইল্যার ভাবনায়। শুধু পুজো নয় পুজোর পাশাপাশি, সমাজ সেবামূলক কাজকর্ম ও পুজোর দিন রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। এর পাশাপাশি বিভিন্ন সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান রয়েছে। প্রতিবছর আলেয়ার পুজো মণ্ডপ দেখতে ভিড় করে বহু মানুষ। ফলে তাদের নিরাপত্তা ও ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের বিষয়টিকেও মাথায় রাখা হয়েছে বলে জানান ক্লাব সম্পাদক। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার অন্যতম এই কালীপুজোর প্রস্তুতি শুরু হয়েছে খুঁটি পুজোর মাধ্যমে। প্রতিবছর জেলার পাশাপাশি ভিন জেলার মানুষজন তাদের মণ্ডপে ভিড় জমান কালীপুজোর সময়। এবারও তাদের এই মণ্ডপ সাধারণ মানুষের মধ্যে সাড়া ফেলবে বলে অভিমত। জেলার এই কালীপুজোর এবারের বাজেট প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা। যান্ত্রিক সভ্যতা মানুষকে পুতুল বানিয়ে রেখেছে মানুষের মূল্যবোধ মানবিকতা হারিয়ে যাচ্ছে, তাই ফুটে উঠবে মণ্ডপে। উদ্যোক্তাদের কথায় সাধারণ মানুষকে সচেতন করার জন্যই এই ধরনের থিম ভাবা হয়েছে।

বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের অভিযোগ, চা খেতে গিয়ে নৃশংস খুন এক ব্যাক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ১০ অক্টোবর ঃ চা খেতে গিয়ে চা দোকানির সঙ্গে বচসার জেরে রক্তাক্ত হত্যাকাণ্ডের সাক্ষী থাকল মুর্শিদাবাদের পদ্মনাভপুর এলাকায়। শুক্রবার সকালে ঘটনার সময় একজন ব্যক্তি এলোপাথাড়ি কোপে নিহত হন। প্রাথমিক অনুমান, বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের জেরেই হত্যা সংঘটিত হয়েছে। হরিহরপাড়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে। তারা প্রত্যক্ষদর্শী এবং নিহতের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলছে। নিহত যুবক লাল্টু শেখ ওরফে আব্দুল খালেক। বছর পঞ্চান্নর ওই ব্যক্তি মুর্শিদাবাদের পদ্মনাভপুর এলাকার দীর্ঘদিনের বাসিন্দা। অন্যান্য দিনের মতো শুক্রবার সকালে বাড়ির পাশে এক চায়ের দোকানে চা খেতে যান লাল্টু। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, চা দোকানির সঙ্গে বচসা বাঁধে লাল্টুর। উত্তপ্ত বাক্যবিনিময়ের মাঝে বাড়ি ঢুকে পড়েন চা দোকানি। অভিযোগ, বাড়ি থেকে ধারালো হাঁসুয়া নিয়ে আসে। আচমকা এলোপাথাড়ি কোপাতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে দোকানে লুটিয়ে পড়েন লাল্টু। রক্তারক্তি কাণ্ড দেখে স্থানীয়রা আতঙ্কিত হয়ে চিৎকার করতে শুরু করেন এবং দ্রুত জমায়েত হন। খবর পৌঁছায় হরিহরপাড়া থানায়, এরপর পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। আহত ব্যক্তিকে রক্তাক্ত অবস্থায় হরিহরপাড়া হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের জেরেই এই ঘটনা ঘটেছে। তবে বিষয়টি আরও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘটনার পর থেকে অভিযুক্ত পলাতক রয়েছে। তদন্তকারীরা প্রত্যক্ষদর্শী ও নিহতের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলছেন। যাতে এলাকায় নতুন কোনও অশান্তি না হয়, পুলিশ ঘটনাস্থল ঘিরে রেখেছে এবং পর্যাপ্ত বাহিনী মোতায়েন করেছে। হরিহরপাড়া থানার পুলিশ গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

কলাই চাষ ব্যাপক ক্ষতির মুখে, সংকটে চাষিরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ১০ অক্টোবর ঃ ধান চাষের পাশাপাশি কলাই চাষ করেছিলেন জলঙ্গীর প্রান্তিক চাষিরা। কালো কলাই, তিল, সবজি, ফল চাষ করে এখন বিপত্তি। এক হাঁটু জলে কলাই গাছ। ফলে প্রবল সংকটে পড়েছেন চাষিরা। যেভাবে দিনের পর দিন রাসায়নিক সারের দাম বাড়ছে তাতে অনেকেই চাষ করতে চাইছেন না। সেই অর্থে চাষ লাভজনক হচ্ছে না। তার চেয়ে বিকল্প হিসেবে রাজমিস্ত্রি বা অন্য ক্ষেত্রে মজুর খেটে তুলনায় বেশি রোজগার হচ্ছে। তার উপরে প্রাকৃতিক দুর্যোগ এলে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়তে হয়। ঠিক এই অবস্থা এখন মুর্শিদাবাদের সাগরপাড়ার ধনিরামপুর, জয়পুর, বালিবোনা, দেবীপুর, মহিষমারী সহ বিস্তীর্ণ এলাকায়। সেখানে কলাই চাষ এবার ব্যাপক ক্ষতির মুখে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে এবার তাঁর জীবনও

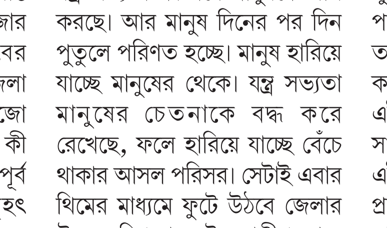

দুর্যোগে ভরেছে। দুই বিঘা জমিতে কলাই চাষ করেছিলেন। সার, বীজ, শ্রমিকের খরচ, সব মিলিয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছেন। জানা গেছে, ওই এলাকায় ভাদ্র মাসে লাগানো এই মাষকলাই প্রায় ৫০০০ বিঘে জমিতে চাষ হয়। চর এলাকায় চাষ হয়। ফলে বড় ক্ষতির মুখে কৃষকরা। জলঙ্গী ব্লকের সহ কৃষি অধিকর্তা অরিত্র সাহা বলেন, এই বিষয়ে রিপোর্ট নেব। কলাই বাংলা শস্য বিমার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয়। ধানে কারও ক্ষতি হলে তাঁরা সাহায্য পাবেন।

বন্ধ শিলিগুড়ির আশাপুর চা বাগান, কর্মহীন ৪০০ শ্রমিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১০ অক্টোবর ঃ দার্জিলিং জেলায় আরেকটি চা বাগান বন্ধ হয়ে গেল। শিলিগুড়ির নকশালবাড়ির আশাপুর চা বাগান বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে ৪০০ শ্রমিক কর্মহীন হয়ে পড়েছেন। অভিযোগ করা হচ্ছে যে, শ্রমিকদের বকেয়া বেতন না দিয়েই বাগানের ব্যবস্থাপক বাগানটি বন্ধ করে দিয়েছেন। উল্লেখযোগ্য যে, নকশালবাড়ির আশাপুর চা বাগানে ৪০০ শ্রমিক কাজ করেন। ৫ অক্টোবর বাগানটি পুনরায় চালু হয়। কর্মকর্তারা ২০ শতাংশ পুজা বোনাসের পর শ্রমিকদের বকেয়া বেতন পরিশোধের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তবে, বকেয়া বেতনের কারণে, চা শ্রমিকরা গত দুই দিন ধরে কাজ বন্ধ করে দিয়েছেন। এরপর, বৃহস্পতিবার রাতে বাগানের কর্মকর্তারা কারখানাটি তালা লাগিয়ে চলে যান। শ্রমিকদের অভিযোগ, দুর্গাপূজার পর বাগানটি পুনরায় চালু হলেও তাদের বকেয়া বেতন পরিশোধ করা হয়নি। সাড়ে চার সপ্তাহের বেতন বাকি রয়েছে। এদিকে, বাগানের কর্মকর্তারা কোনও নোটিশ ছাড়াই উধাও হয়ে গেছেন। দার্জিলিং জেলা আইএনটিটিইউসি সভাপতি নির্জল দে বলেন, এই বিষয়ে অতিরিক্ত শ্রম কমিশনারের কাছে একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। শ্রম বিভাগের উচিত এই বিষয়ে অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়া।

ভয়াবহ ভাঙ্গন মহিষাদলের বাড় অমৃতবেড়িয়া গ্রামে! আতঙ্কে গ্রামবাসীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, মহিষাদল, ১০ অক্টোবর ঃ রূপনারায়ণ নদী বাঁধে ভয়াবহ ভাঙ্গন মহিষাদলের বাড় অমৃতবেড়িয়া গ্রামে! নদী বাঁধ সহ ১০০ ফুটের বেশি ঢালাই রাস্তা চলে গেলো নদী গর্ভে, আতঙ্কে গ্রামবাসীরা। প্রশাসন ও স্থানীয়দের সহযোগিতায় শুরু হয়েছে মেরামতের কাজ। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে প্রায় ১০০ ফুট বেশি কংক্রিটের ঢালাই রাস্তা সহ রূপনারায়ণের নদী বাঁধ ধস নেমে নদী গর্ভে চলে যায়। নদী ভাঙ্গনকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায় মহিষাদলের অমৃতবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে। নদী বাঁধের এই ভয়াবহ ভাঙনে রীতিমতো আতঙ্কিত হয়ে পড়ে গ্রামবাসীরা। ভাঙ্গন মেরামতের চেষ্টায় গ্রামবাসীরা ঘটনাস্থলে কাজ করতে থাকেন। গ্রামবাসীরা মাটির বস্তা ফেলে মেরামত করতে থাকেন। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ করছে সেচ দপ্তর। ১০০ ফুট রাস্তা সহ বাঁধ ভেঙে নদী গর্ভে চলে যায়, তাই আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন এমনটাই জানান স্থানীয় বাসিন্দারা। ঘটনাস্থলে আসে স্থানীয় প্রশাসনের আধিকারিকেরা। তারপরেই দ্রুততার সঙ্গে প্রশাসন ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সহযোগিতায় নদী বাঁধ মেরামতির কাজ শুরু হয়েছে। তবে এই ভাঙনে রাতের ঘুম ছুটেছে স্থানীয়দের।

লক্ষ টাকার ব্রাউন সুগার সহ ধৃত ৫

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ১০ অক্টোবর ঃ শুক্রবার ৬০ লক্ষ টাকার ব্রাউন সুগার সহ পাঁচজনকে গ্রেফতার করেছে মালদা জেলায় পুলিশ । ধৃতদের মধ্যে তিনজন বিহারের মাধেপুরা জেলার বাসিন্দা। পুলিশের মতে, বৃহস্পতিবার তাদের গাড়ি থামিয়ে তল্লাশি চালানো হয় এবং ৬০ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার করা হয়। পরবর্তীতে, গাড়িতে থাকা তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়। পরে কালিয়াচক এলাকা থেকে তাদের দুই সরবরাহকারীকে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশ মামলা নথিভুক্ত করেছে এবং তদন্ত শুরু করেছে। এই মুহূর্তে তাদের নাম প্রকাশ করা হয়নি। শুক্রবার একজন কর্মকর্তা বলেছেন, তদন্তের সাথে সাথে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে এবং এই চক্রের সাথে জড়িত বাকি ব্যক্তিদের পরিচয় গোপন রাখা হয়েছে যাতে তারা পালাতে না পারে।

TENDER NOTICE
Jagatballavpur -II Gram Panchayet

E-tenders is invited from the resourceful and experience bidders for execution of different works vide Etender- **NIT MEMO No. JBPUR-II/336/2025**, Date: 10/10/2025 Last date of Tender droping: **22.10.2025, 05.30PM**, Date of opening of Bibs: **29.10.2025, 11.30 AM**, Details Contact: **wbtenders.gov.in**

Sd/-
Prodhan
Jagatballavpur -II Gram Panchayet
Jagatballavpur Block, Howrah

DAINHAT MUNICIPALITY

For Details of floated e-tender against the Development work under **E-NIT no-33 Dm/Engg/ 2025-2026**
Date: 09/10/2025
For Details Visit: **http://dainhatmunicipality.org** & wbtenders.gov.in
Office ph no **7478003845**
Sd/- **Chairman**
Dainhat Municipality

Hooghly-Chinsurah Municipality
Mahendra Mitra Road, Pipulpati, PO & Dist.-Hooghly
Tel.: 2680-2899/2319, Telefax:-2680-6092
Notice for invitation e-Tender
e-Tender Notice No-WBMAD/C/HCM/ENG/NIT12/10e/25
Memo No-: 2253/Eng/S.D **Dated: 10.10.2025**

e-Tenders are invited from the experience and reliable contractors for civil, electrical works under this Municipality. Vide e-Tender ID No. **2025_MAD_920080_01-05.** Closing date of Bid submission is **30.10.2025 up to 15.00 hours**. Detailed information will be available from PWD Dept. of this Municipality & visit website- **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Chairman/Executive Officer
Hooghly Chinsurah Municipality

RAMJIBONPUR MUNICIPALITY
NOTICE INVITING e-Tender(2nd Call)
e-NIT No.: 05, Dated: 09.10.2025

The Chairman, on behalf of the Board of Councillors of Ramjibonpur Municipality invites Tenders on Percentage Rate by two bid system for Public Toilet (Ward No-3) & Community Toilet (Ward No-7) within ramjibonpur municipality from the enlisted contractor of Municipalities & reliable bonafied resourceful tenderers/Bidders. **Tender Ref. no. :WBMAD/ULB/RM/CM/NIeT-05/2025-26,Tender ID :2025_MAD_907458**. Last date & time for submission of bid through online is **29.10.2025. upto 1:55 P.M**. The details will be available on websites: **www.wbtenders.gov.in** (or) **www.etender.wb.nic.in** or www.ramjibonpurmunicipality.org.in and Office Notice Board.

S/d- Chairman
Ramjibonpur Municipality

Tender Notice

Block Development Officer, Suti-I Dev. Block invites sealed tender for: 1. NIT No:- **07/APAS/2025/Dev.**, Date: **25.09.2025** under SBM-G, vide Memo No: **3717(40)/ Eng./Dev., Dated: 25.09.2025**, Total No. of Scheme 03 (Three) nos. Last date of Application : **18.10.2025 upto 5.00 pm**. 2. **NIT No:- 08/SBM-G/25/Dev.,** Date: **10.10.2025** under SBM-G, vide Memo No: **3767(40)/Eng./Dev.**, Dated: **25.09.2025**, Total No. of Scheme 05 (Five) nos. Last date of Application : **22.10.2025 upto 5.00 pm**. Details visit the web site **https:// wbtenders.gov.in** All particulars may be seen in the official notice board of the Undersigned and any one may contact Block Development Officer, Suti-I Dev. Block.

Sd/-
Block Development Officer
Suti-I Dev. Block, Ahiran
Murshidabad

OFFICE OF THE
BHANDERGACHA GRAM PANCHAYAT
Under Amta-I Dev. Block
VILL+P.O.-Panpur, P.S.- Amta, Dist- Howrah, Pin-711401(W.B.)
GRAM PANCHAYAT TENDER NOTICE

Sealed Tenders are invited by the Pradhan, Bhandergacha Gram Panchayat, Panpur, Amta, Howrah, for 53 nos. of work vide Memo No.- **270/Bhan/APAS/2025, Sl. No. 01 to 53 Date-10.10.25, (wbtenders.gov.in)**. Date of e-Published:- **13-Oct-2025 11:00 AM**, Closing Date:- **31-Oct-2025 18:00 PM**, Opening Date(Technical):- **03-Nov-2025 11:00 AM**. Date of Opening of Bid (Financial):-To be Notified latter on. Detail information available at this GP Office during the working hours.

Sd/- Pradhan
Bhandergacha Gram Panchayat
Panpur, Amta, Howrah.

Dakshin Gouripur Chakdhir Gram Panchayat
Notice Inviting e-Tender

Dakshin Gouripur Chakdhir Gram Panchayat inviting for NIT No 340/ DGC/NIT/2025 date: 09/10/2025 of APAS Fund for 7nos Street light and offline tender NIT No. 341/DGC/ NIT/2025, NIT No. 378/DGC/NIT/ 2025 date: 09/10/2025 of APAS Fund (Offline tender) for 8nos Light and 10nos Chair. Last Date of bid Submission on or before 17.10.2025 up to 11.30AM. More details visit website **www.wbtenders.gov.in** and GP office

Sd/-Prodhan
Dakshin Gouripur Chakdhir Gram Panchayat

TENDER NOTICE

Notice inviting Tenders by the Block Development Officer, Jhalda-I Development Block for **eNIT No. WB/BDO JLD-I/NITe-11/2025-26** bid submission end date **31/10/2025 up to 10:00.** Details visit **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Block Development Officer
Jhalda-I Development Block

OFFICE OF THE BLOCK DEV. OFFICER
Joypur Dev. Block, Joypur, Purulia
NOTICE INVITING TENDER NO:
NIeT-10/APAS/BDO/2025-26

E-tenders are invited by the undersigned from eligible bonafide contractors having requisite credentials and other valid documents **upto 01.00 PM of 29/10/2025 under APAS 2025-26.** For details intending participants may contact to the office of The undersigned or visit website **www.wbtenders.gov.in** in any working day before the Last date for submission of bid documents.

Block Development officer
Joypur Development Block

SAMEER
সোসাইটি ফর অ্যাপ্লাইড মাইক্রোওয়েভ ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড রিসার্চ
আইআইটি ক্যাম্পাস, হিল সাইড, পাওয়াই, মুম্বই-৪০০০৭৬

বিজ্ঞাপন নং. ১০/২০২৫

সোসাইটি ফর অ্যাপ্লাইড মাইক্রোওয়েভ ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড রিসার্চ (SAMEER) হল ভারত সরকারের ইলেকট্রনিক্স এবং তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রকের (MeitY) তত্ত্বাবধানে একটি শীর্ষস্থানীয় আরএফ এবং মাইক্রোওয়েভ গবেষণা ও উন্নয়ন পরীক্ষাগার। সারা দেশে এর ৫টি কেন্দ্র রয়েছে এবং উন্নত/পরবর্তী প্রজন্মের প্রযুক্তিতে অত্যাধুনিক নকশা এবং উন্নয়ন প্রকল্প পরিচালনা করে এবং ইলেকট্রনিক শিল্পের জন্য ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক কমপ্লায়েন্স এবং পরামর্শ পরিষেবা প্রদান করে।

SAMEER মুম্বই, চেন্নাই, কলকাতা, গুয়াহাটি এবং বিশাখাপত্তনমে অবস্থিত তার কেন্দ্রগুলিতে নিম্নলিখিত পদগুলির জন্য যোগ্য প্রার্থীদের কাছ থেকে আবেদনপত্র আহ্বান করছে। মোট ৩৬টি শূন্যপদ রয়েছে। পদগুলি সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করা হবে।

ক্রম. নং.	পদের নাম	বেতন স্তর	শূন্যপদের সংখ্যা					মোট শূণ্যপদ
			ইউআর	এসসি	এসটি	ওবিসি	ইডব্লুএস	
১.	টেকনিক্যাল অ্যাসিট্যান্ট - এ	২	৫	-	১	২	১	৯
২.	টেকনিক্যাল অ্যাসিট্যান্ট - বি	৩	৩	১	১	১	-	৬
৩.	টেকনিক্যাল অ্যাসিট্যান্ট - সি	৪	১	-	-	-		১
৪.	টেকনিক্যাল অ্যাসিট্যান্ট - ডি	৫	৩	-	১	১	-	৫
৫.	সায়েন্টিফিক অ্যাসিট্যান্ট	৬	৩	১	-	১	১	৬
৬.	সায়েন্টিফিক অফিসার - এ	৭	৫	১		২	১	৯
						মোট		৩৬*

*মোট ৩৬টি শূন্যপদের মধ্যে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য দুটি পদ চিহ্নিত করা হয়েছে, যথা ১টি ওএইচ পদ এবং ১টি এইচএইচ পদ।

যোগ্যতার মানদণ্ড, বয়সসীমা, পদ সংরক্ষণ, শিক্ষাগত যোগ্যতা, নির্বাচন প্রক্রিয়া, সাধারণ শর্তাবলী, আবেদন পদ্ধতি এবং আবেদন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে অফিসিয়াল ওয়েবসাইট **www.sameer.gov.in** দেখুন।

স্বাক্ষর/-
রেজিস্ট্রার

cbc06109/12/0007/2526

শহরে এসে গিয়েছেন হিরোশি ইবুসুকি, খেলবেন নামধারী ম্যাচ?

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ অক্টোবরঃ অবশেষে বৃহস্পতিবার রাতে শহরে এসে গিয়েছেন হিরোশি ইবুসুকি। বিগত কয়েকদিন ধরে যার অপেক্ষায় পথ চেয়ে বসেছিল আপামর ইস্টবেঙ্গল জনতা। শেষ পর্যন্ত তিনি এসে গেলেন কলকাতায়। স্বাভাবিকভাবেই তাঁকে নিয়ে কলকাতা বিমানবন্দরে খুশির জোয়ার দেখা গিয়েছিল সমর্থকদের মধ্যে। এবার এই ভারতীয় ফুটবল ক্লাবের জার্সিতে নিজেকে আদৌ কতটা মেলে ধরতে পারেন এখন সেদিকেই নজর থাকবে সকলের। একটা সময় জাপানের ক্লাব থেকে পেশাদার ফুটবলে আত্মপ্রকাশ ঘটলেও পরবর্তীতে বেলজিয়াম, স্পেন ও অস্ট্রেলিয়ার একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ফুটবল ক্লাবে খেলেছেন বছর চৌত্রিশের এই তারকা। বলা যায় এবার ব্যাপক অভিজ্ঞতার ভান্ডার নিয়েই শহরে এসেছেন এই জাপানি ফুটবলার। কিন্তু লাল-হলুদ জার্সিতে নিজের সেরাটা উজাড় করে দিতে পারেন কিনা সেটাই দেখার। উল্লেখ্য, গত ডুরান্ড কাপের পর এবারের এই ঐতিহ্যবাহী আইএফএ শিল্ডে ও যথেষ্ট ভালো শুরু করেছে মশাল ব্রিগেড। টুর্নামেন্টের প্রথম দিনেই আইলিগের শক্তিশালী ফুটবল ক্লাব তথা শ্রীনিধি ডেকান এফসিকে বিরাট বড় ব্যবধানে পরাজিত করেছে অস্কার ব্রুজোর ছেলেরা। গোল করেছিলেন দলের প্রায় চারজন ফুটবলার। যা নিঃসন্দেহে বাড়তি আত্মবিশ্বাস যুক্ত করবে ফুটবলারদের মধ্যে। দিনকয়েকের মধ্যেই এই শিল্ডের দ্বিতীয় ম্যাচ খেলতে নামবে ইস্টবেঙ্গল ফুটবল ক্লাব। যেখানে তাঁদের প্রতিপক্ষ হিসেবে রয়েছে আইলিগের আরেক শক্তিশালী ফুটবল ক্লাব তথা নামধারী এফসি।

আইপিএল ২০২৬-এর মিনি নিলামের দিনক্ষণ জানাল বিসিসিআই

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ১০ অক্টোবরঃ ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের পরবর্তী মরশুমের জন্য সকলেই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। আইপিএল প্রতি তিন বছর অন্তর একটি মেগা নিলাম অনুষ্ঠিত করে, যা গত বছর অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এবার মিনি নিলামের সময়, যা এই বছর অনুষ্ঠিত হবে। এই নিলামের তারিখ প্রকাশ করা হয়েছে। আইপিএল মিনি নিলাম ডিসেম্বরে হওয়ার কথা রয়েছে। ক্রিকবাজের এক প্রতিবেদন অনুসারে, মিনি নিলামটি ১৩ থেকে ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে বলে আশা করা

হচ্ছে। নিলামের কয়েকদিন আগে, প্রতিটি ফ্র্যাঞ্চাইজিকে তাদের ধরে রাখা এবং ছেড়ে দেওয়া খেলোয়াড়দের একটি তালিকা জমা দিতে হবে। বিসিসিআই এর জন্য একটি সময়সীমাও নির্ধারণ করেছে। প্রতিবেদন অনুসারে, সমস্ত ফ্র্যাঞ্চাইজিকে ১৫ নভেম্বরের মধ্যে তাদের ধরে রাখা এবং ছেড়ে দেওয়া খেলোয়াড়দের তালিকা জমা দিতে হবে। গত বছর, নিলামটি সৌদি আরবের জেডডায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তবে, এবার নিলামটি ভারতে ফিরে আসার সম্ভাবনা রয়েছে। বিসিসিআইয়ের সঙ্গে যোগাযোগকারী ফ্র্যাঞ্চাইজি কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে নিলামটি আয়োজনের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। ভারতেও নিলামটি হতে পারে, এমন ইঙ্গিতও রয়েছে। এবার, চেন্নাই সুপার কিংস দীপক হুডা, রাহুল ত্রিপাঠি, বিজয় শঙ্কর, স্যাম কারান এবং ডেভন কনওয়ের মতো বেশ কিছু তারকাকে ছেড়ে দিতে পারে। তবে, সবচেয়ে বড় মনোযোগ থাকবে সঞ্জু স্যামসনের উপর। কেরলের এই উইকেটরক্ষক-ব্যাটার গত কযেক্ বছর ধরে রাজস্থান রয়্যালসে রয়েছেন। ফ্র্যাঞ্চাইজিটি এই বছর তাঁকে ছেড়ে দিতে পারে। মিচেল স্টার্ক (দিল্লি ক্যাপিটালস), ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা (রাজস্থান রয়্যালস), মায়াঙ্ক যাদব (লখনউ সুপারজায়ান্টস) এবং ভেঙ্কটেশ আইয়ারের (কলকাতা নাইট রাইডার্স) মতো খেলোয়াড়দেরও ছেড়ে দেওয়া হতে পারে।

‘ভুল থেকে শিক্ষা নিতে হবে’ প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে হারের কারণ খুঁজে পেলেন হরমনপ্রীত

সংবাদ সংস্থা, বিশাখাপত্তনম, ১০ অক্টোবরঃ গতকাল মহিলাদের ওডিআই বিশ্বকাপের ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকার মুখোমুখি হয়েছিল ভারত। টিম ইন্ডিয়ার টপ অর্ডার তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ার পর বাংলার রিচা ঘোষের দুরন্ত ব্যাটিংয়ে সম্মানজনক স্কোরে পৌঁছয় ব্লু টাইগ্রেসেস। এরপর ভাল শুরু করেও ভারতের বোলাররা দলকে জেতাতে পারেনি। তিন উইকেটে হেরে যায় হরমনপ্রীত কউরের ব্রিগেড। ম্যাচ শেষে ভারত অধিনায়ক হরমনপ্রীত কউর দলের টপ অর্ডারের কঠোর সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেন, ‘‘ব্যাটাররা দায়িত্ব নিতে ব্যর্থ হয়েছে, যার ফলে দলকে মূল্য দিতে হয়েছে।’’ হ্যারি বলেছেন, ‘‘টপ অর্ডার হিসাবে আমরা দায়িত্ব নিইনি। আমাদের পরিস্থিতির মোড় ঘুরিয়ে ভাল স্কোর করতে হবে। টুর্নামেন্টটি দীর্ঘ, তাই আমাদের ইতিবাচক থাকতে হবে। এটি একটি কঠিন ম্যাচ ছিল, কিন্তু আমরা এটি থেকে অনেক কিছু শিখেছি।’’ প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ভারত ১০২ রানে ছয় উইকেট হারিয়ে ফেলে, কিন্তু উইকেটরক্ষক-ব্যাটার রিচা ঘোষ দলকে ম্যাচে ফিরিয়ে আনেন। তিনি ৭৭ বলে ৯৪ রানের দুর্দান্ত ইনিংস খেলেন, যার মধ্যে ছিল ১১টি চার এবং পাঁচটি ছক্কা। ভারতকে ২৫১ রানের সম্মানজনক স্কোরে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর ইনিংসটি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। হরমনপ্রীত রিচার প্রশংসা করে বলেন, ‘‘রিচা আমাদের জন্য দুর্দান্ত খেলেছে। যেভাবে সে ব্যাট করেছে তা প্রশংসনীয়। সে বড় স্কোর করতে পারে এবং আশা করি রিচা এভাবেই চলবে।’’ দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে নাদিন ডি ক্লার্ক ৫৪ বলে অপরাজিত ৮৪ রানের দুর্দান্ত ইনিংস খেলেন। তিনি, এল ওলভার্ড (৭০) এবং ক্লোই ট্রিয়ন (৩৯) এর সঙ্গে মিলে দলকে দুরন্ত জয় এনে দেন। ডি ক্লার্ককে ম্যাচের সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত করা হয়। ম্যাচের পর ডি ক্লার্ক বলেন, ‘‘ভারতকে তাদের ঘরের মাঠে হারানো সবচেয়ে বড় অর্জন। আমরা খেলাটিকে গভীরভাবে নিয়ে জিতেছি।’’ ম্যাচের পর প্রোটিয়া অধিনায়ক এলি ওলভার্ড বলেন, ‘‘আমি আমার কেরিয়ারে ডি ক্লার্কের মতো এরকম ইনিংস আগে দেখিনি। এটি ছিল বিশেষ। আমরা কিছুটা সমস্যায় ছিলাম, কিন্তু ও আমাদের ম্যাচে ফিরিয়ে জয় এনে দিয়েছে।’’ প্রোটিয়াদের কাছে পরাজয়ই ছিল টুর্নামেন্টে ভারতের প্রথম হার। এর আগে তারা শ্রীলঙ্কা ও বাংলাদেশকে হারিয়েছিল। অধিনায়ক হরমনপ্রীত স্পষ্টভাবে বলেছেন, ‘‘দলকে মানসিকভাবে শক্তিশালী থাকতে হবে এবং ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে।’’ এই পরাজয়ের ফলে অস্ট্রেলিয়া এবং ইংল্যান্ডের পরে থেকে ভারত পয়েন্ট টেবিলে তৃতীয় স্থানে রয়েছে। ভারতের পরবর্তী ম্যাচ ১২ অক্টোবর অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে।

যশস্বীর শাসনে বড় ইনিংসের পথে ভারত

৮৭ রানে থামলেন সাই সুদর্শন

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১০ অক্টোবরঃ ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ চলতি টেস্ট সিরিজের প্রথমটিতে ক্যারিবিয়ানদের রীতিমতো দুরমুশ করে মাত্র আড়াই দিনের মধ্যে জয় পেয়েছিল ভারত। দ্বিতীয় টেস্টও যে সেই পথেই হাঁটতে চলেছে, তা প্রথম দিন শেষেই বোঝা গিয়েছে। নিজের সপ্তম টেস্ট শতক পাওয়ার পর এখন ডাবল-সেঞ্চুরির পথে হাঁটছেন যশস্বী জয়সওয়াল। তিনি অপরাজিত রয়েছেন ১৭৩ রানে। আর অধিনায়ক শুভমান গিল অপরাজিত ২০ রানে দিন শেষ করেছেন। প্রথম দিন শেষে ভারতের রান দুই উইকেট হারিয়ে ৩১৮। দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে এদিন টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেন ভারত অধিনায়ক শুভমান গিল। এর আগের ছটি টেস্টেই টসে হেরেছিলেন শুভমান। অবশেষে এদিন জয় পেলেন। অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে আজ আগের টেস্টের দল নিয়েই নেমেছ ভারত। শুরুটা ভালই করেছিলেন দুই ওপেনার লোকেশ রাহুল ও যশস্বী জয়সওয়াল। তবে এদিন অবশ্য ঝড় তুলে নয়, দেখেশুনেই ক্যারিবিয়ানদের খেলতে শুরু করেন লোকেশ ও যশস্বী। তবে দলীয় ৫৮ রানেই হয় ছন্দপতন। গত ম্যাচে শতক হাঁকানো রাহুল এদিন ফিরে গেলেন ৫৪ বলে ৩৮ রান করে। তাঁর ইনিংসে ছিল পাঁচটি চার ও একটি ছক্কা। জোমেল ওয়ারিক্যানের বলে টেভিন ইমল্যাচের হাতে ক্যাচ তুলে দিয়ে প্যাভিলিয়ানে ফিরে যান তিনি। তবে শুরুটা মন্থর হলেও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে হাত খুলতে শুরু করেন যশস্বী। তাঁকে যোগ্য সঙ্গত দিতে থাকেন সাই সুদর্শনও। এদিন যশস্বীর শতক এসেছে ১৪৫ বলে। এটি তাঁর সপ্তম টেস্ট সেঞ্চুরি। আর সুদর্শন পেয়েছেন তাঁর টেস্ট কেরিয়ারের দ্বিতীয় অর্ধশতক। তবে মাত্র ১৩ রানের জন্য শতক পাননি তিনি। ৮৭ রান করে সাই আউট হন ওয়ারিক্যানের বলে। ১৬৫ বলের ইনিংসে তিনি মেরেছেন ১২টি চার। তাঁর ও যশস্বীর জুটিতে ওঠে ১৯৩ রান। সাই আউট হওয়ার পর অধিনায়ক গিলকে নিয়ে এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকেন যশস্বী। মুম্বইয়ের এই ব্যাটারের বড় গুণ হল তিনি অল্পে সন্তুষ্ট হন না। সেঞ্চুরি করার পর আরও মারমুখী হয়ে ওঠেন তিনি। প্রথম দিন তাঁর ব্যাট থেকে এসেছে ১৭৩ রান, খেলেছেন ২৫৩ বল। তাঁর ব্যাট থেকে এদিন কোনও ছক্কা না এলেও মেরেছেন ২২টি চার। দ্বিতীয় টেস্টের সকালটা দেখে মনে হচ্ছে, এই টেস্টও হয়তো তিন দিনের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে।

আউট হয়ে মাথা গরম, ব্যাট হাতে তেড়ে যাওয়া, মুশিরের কাছে ক্ষমা চাইলেন পৃথ্বী!

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ১০ অক্টোবরঃ ফিরে আসার নতুন খুঁজতে মরিয়া। ছেড়েছেন পুরনো দল। তা কাজেও লাগছে। মরসুমের

শুরুতেই প্রস্তুতি ম্যাচ খেলতে নেমে দুটো সেঞ্চুরিও করেছেন। ওপেনার যদি নিজের পুরনো ছন্দ ফিরে পান, আবার হয়তো ভারতীয় দলে দেখা যেতে পারে। পেতে পারেন আইপিএল) টিমও। কিন্তু বিতর্ক যে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চলে। পুরনো দলের বিরুদ্ধে খেলতে নেমে এক প্রাক্তন সতীর্থের দিকে ব্যাট হাতে তেড়ে গিয়েছিলেন। ইনি আর কেউ নন, পৃথ্বী শ। মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে মহারাষ্ট্রের হয়ে খেলতে নেমে সেঞ্চুরি করেছিলেন। কিন্তু আউট হয়ে মুশির খানের দিকে তেড়ে গিয়েছিলেন ব্যাট হাতে। তাতেও বেড়েছে বিতর্ক। সেই পৃথ্বী এবার নিজের আচরণের জন্য ক্ষমাও চেয়ে নিয়েছেন, এমনই খবর। মহারাষ্ট্রের হয়ে ওপেন করতে নেমে ২২০ বলে ১৮১ রান করেছিলেন পৃথ্বী। আগ্রাসী ব্যাটিংই করেছেন। আর্শিন কুলকার্নির সঙ্গে জুটি বেঁধে ৩০৫ রানের পার্টনারশিপও করেছিলেন। সেই পৃথ্বী মুশিরের বলে আউট হতেই রেগে যান। জানা গিয়েছিল, আউট করে মুশির বলেছিলেন, থ্যাঙ্ক ইউ। তাতেই নাকি মাথা গরম করেন পৃথ্বী। মুশিরের এই স্লেজিং মেনে নিতে পারেননি পৃথ্বী। তাই ব্যাট হাতে তেড়ে গিয়েছিলেন। সেই দৃশ্য অবশ্য ক্রিকেট মহল ভালোভাবে নেয়নি। বিতর্কের মুখে পড়েন পৃথ্বী। সেই তিনিই এবার ক্ষমা চেয়ে নিলেন মুশিরের কাছে। একটি সূত্র জানাচ্ছে, মুশিরকে ওয়ার্ম ম্যাচের শেষ দিন অর্থাৎ তৃতীয় দিনে পৃথ্বী বলেছেন, ‘‘পৃথ্বী বুঝতে পেরেছে, ও ভুল করেছে। যে কারণে ও ক্ষমা চেয়ে নিয়েছে মুশিরের কাছে। শুধু তাই নয়, মুশিরকে ও বলেছে, আমি তোমার বড় দাদার মতো।’’ ব্যাপারটা নিয়ে শুরুতে বিতর্ক ভালো মতোই হয়েছিল। ওই দিনের ঘটনার পর কিন্তু মহারাষ্ট্রের ক্যাপ্টেন অঙ্কিত বাওনে বলেছিলেন, ‘‘প্র্যাক্টিস ম্যাচে এমনটা অনেক সময় হয়। এখন সব ঠিক আছে।’’ নির্বাচকদের নোটবুকে আবার ঢুকতে হলে পৃথ্বীকে নতুন করে প্রমাণ করতে হবে নিজেকে। আর তার জন্য দরকার ধারাবাহিক রান। যা করার চেষ্টা করছেন পৃথ্বী। দল বদলানোর পাশাপাশি নিজের অনেক কিছু বদলেছেন তিনি। আলাদা থাকেন। একাকীত্ব তাঁকে অনেক কিছু শিখিয়েছে, এমনও বলেছেন পৃথ্বী। রঞ্জি ট্রফিতেই সেরাটা দেওয়ার জন্য মুখিয়ে পৃথ্বী।

আনন্দকে হারিয়ে শুরুতেই এগিয়ে গেলেন কাসপারভ

সেন্ট লুইস, ১০ অক্টোবরঃ ৩০ বছর পর চৌষট্টি খোপের লড়াইয়ে মুখোমুখি হয়েছেন দাবা বিশ্বের দুই কিংবদন্তি বিশ্বনাথন আনন্দ ও গ্যারি কাসপারভ। সেন্ট লুইস চেজ ক্লাবে অনুষ্ঠিত ক্লাচ চেজ সিরিজের প্রথম দিনই কিন্তু ভারতীয় আনন্দ নন, আলো ছড়ালেন রুশ দাবাড়ু। ক্লাচ দাবা টুর্নামেন্টের তৃতীয় গেমে পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন আনন্দকে দাবা ৯৬০ ফরম্যাটের অধীনে প্রতিদিন দুটি র‍্যাপিড এবং দুটি ব্লিটজ ম্যাচ হয়। দিনের প্রথম দুটি খেলা ড্র হয়েছিল, এরপর তৃতীয় খেলায় কাসপারভ আনন্দকে পরাজিত করেন। আনন্দের খেলাটি ড্র করার সুযোগ ছিল কিন্তু তিনি সেই সুযোগ নষ্ট করেন। প্রথম গেমটিও একটি সময় পর্যন্ত আনন্দের হাতেই ছিল, কিন্তু ভারতীয় খেলোয়াড় সহজ ভুল

হারিয়ে ৬২ বছরের কাসপারভ বুঝিয়ে দিলেন বয়সটা তাঁর কাছে একটা সংখ্যা মাত্র। দুই কিংবদন্তির লড়াইয়ে রুশ কিংবদন্তি এগিয়ে রয়েছেন ২.৫-১.৫ ব্যবধানে। ২১ বছর আগে অবসর নিয়েছিলেন কাসপারভ। কিন্তু আনন্দকে হারিয়ে তিনি বুঝিয়ে দিলেন, তাঁর মধ্যে এখনও প্রচুর দাবা বাকি রয়েছে। আনন্দেরও সুযোগ ছিল কিন্তু সেগুলি কাজে লাগাতে পারেননি। ক্লাচ চেজে করেন এবং বিশ্বের প্রাক্তন বিশ্বের এক নম্বর কাসপারভকে ফিরে আসার সুযোগ দেন। দুই খেলোয়াড়ের মধ্যে দ্বিতীয় এবং চতুর্থ খেলাটিও ড্রতে শেষ হয়। এই সিরিজের মোট পুরস্কারের অর্থ হল ১৪৪,০০০ ডলার, যার মধ্যে বিজয়ী পাবেন ৭০,০০০ ডলার এবং পরাজিত পাবেন ৫০,০০০ ডলার। এছাড়াও অতিরিক্ত ২৪,০০০ বোনাস রয়েছে।

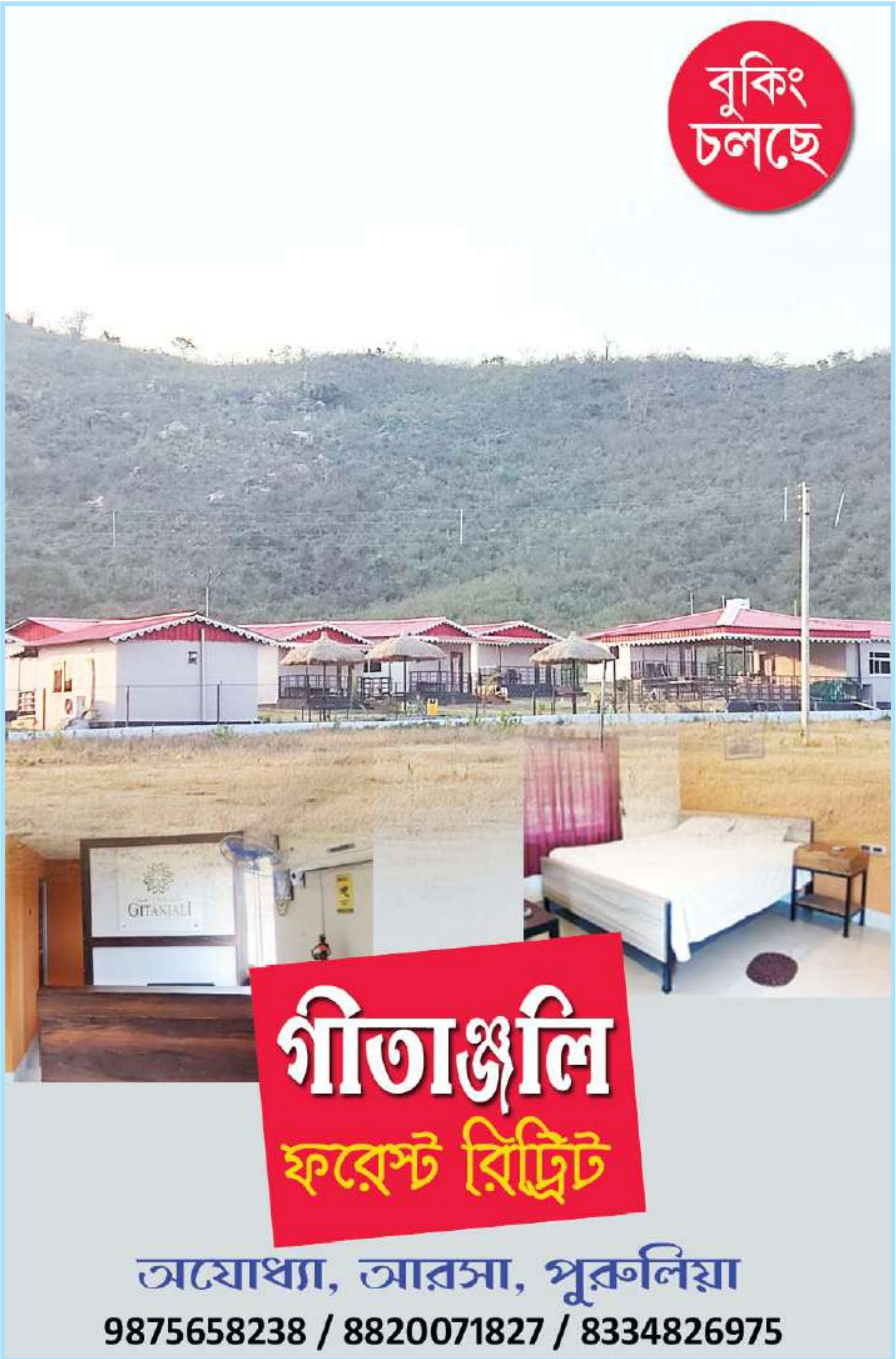

অসাধারণ রেকর্ড গড়ে কোচের প্রশংসা পেলেন ইংল্যান্ড গোলরক্ষক

দেশের হয়ে টানা সর্বাধিক ম্যাচে জাল অক্ষত রাখার রেকর্ডের ভাগীদার আগে থেকেই ছিলেন জর্ডান পিকফোর্ড। সবশেষ ম্যাচে ওয়েলসের বিপক্ষেও কোনো গোল হজম না করে রেকর্ডটি একার করে নেন এই ইংলিশ ফুটবলার। দারুণ ছন্দে দলের এগিয়ে যাওয়ায় অবদান রেখে চলা গোলরক্ষকের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন ইংল্যান্ড কোচ টমাস টুখেল।

লন্ডন, ১০ অক্টোবরঃ লন্ডনের ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে বৃহস্পতিবার রাতে প্রীতি ম্যাচটিতে ওয়েলসকে ৩-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে ইংল্যান্ড। প্রথম ২০ মিনিটের মধ্যে গোল তিনটি করে বিজয়ীরা। তৃতীয় মিনিটে মর্গ্যান রজার্স দলকে এগিয়ে নেওয়ার আট মিনিট পর ব্যবধান দ্বিগুণ করেন ওলি ওয়াটকিন্স। তাদের শেষ গোলদাতা বুকায়ো সাকা। ওয়েলসের ওপর ইংলিশদের আধিপত্য দুই দশক পেরিয়ে তৃতীয়তে পড়ল। এই সময়ে আটবারের মুখোমুখি লড়াইয়ে প্রতিবারই জিতেছে তারা। আর এই ম্যাচ দিয়েই ইংল্যান্ডের জার্সিতে টানা আট ম্যাচ জাল অক্ষত রাখার নতুন রেকর্ড গড়লেন পিকফোর্ড। আগের রেকর্ডটিতে এতদিন ইংলিশ গ্রেট গর্ডন ব্যাঙ্কসের পাশে ছিলেন এভারটনের এই গোলরক্ষক। গত জানুয়ারিতে ইংল্যান্ড দলের দায়িত্ব নেওয়া টুখেল ম্যাচের পর পিকফোর্ডের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন।

বিশেষ করে প্রথম অর্ধে তাদের আক্রমণভাগ যেভাবে ছড়ি ঘুরিয়েছে, তাতে অতিরিক্ত নির্ভার হয়ে পড়লে আচমকা কোনো ভুল হতেই পারতো। ‘‘প্রথমার্ধে নিজেদের অমন আধিপত্য করার মাঝেও (পোস্টে) সতর্ক থাকাটা সহজ নয়, সত্যিকার অর্থে (ওই সময়) তার কিছুই করার ছিল না। এবং এর মাঝেই হঠাৎ করে একটা পরিস্থিতি তৈরি হয়, যা বিপজ্জনক হতে পারতো। আর দ্বিতীয়ার্ধে দারুণ ক্ষীপ্রতায় দুই পা এক করে খুব কঠিন একটা সেভ করতে হয়েছিল। শট আটকানোয় সে দুর্দান্ত। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আজ (বৃহস্পতিবার) তার জন্য চ্যালেঞ্জিং ছিল, কারণ তারা উপরে উঠে আক্রমণ করেছে। আর আমরা সেই চাপ এড়াতে চেয়েছি। ছোট পাস খেলেও আমরা চাপ এড়ানোর সুযোগ নিতে চেয়েছি, তার থেকে কেবলই লম্বা পাস দিয়ে নয়। সে খুব ভালো করেছে।’’ বিশ্বকাপ বাছাইয়েও খুব ভালো অবস্থানে আছে ইংল্যান্ড। পাঁচ ম্যাচ খেলে শতভাগ সাফল্যে ১৫ পয়েন্ট নিয়ে ‘কে’ গ্রুপের শীর্ষে আছে তারা। আগামী মঙ্গলবার বাছাইয়ের পরের ম্যাচে লাটভিয়াকে হারালেই ২০২৬ বিশ্বকাপের টিকেট নিশ্চিত হয়ে যেতে পারে টুখেলের দলের।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com